অভ্র-আবীর

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ বিরচিত
কবি-পরিচয় সম্বলিত

আর, এইচ. শ্রীমানী এণ্ড সন্স
২০৪ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১৯৪৫

তৃতীয় সংস্করণ
কার্ত্তিক—১৩৫২ সাল
দাম ঃ সাড়ে তিন টাকা

—প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা—
শ্রীনীরোদকুমার বিশ্বাস

শ্রীঅজিত শ্রীমানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং নিউ মহামায়া প্রেস ৬৫।৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা হইতে শ্রীগৌর চন্দ্র পাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বর্ষার নবীন মেঘ এল ধরণীর পূর্ব্বদ্বারে,
বাজাইল বজ্রভেরী। হে কবি, দিবে না সাড়া তা'রে
তোমার নবীন ছন্দে? আজিকার কাজরী গাথায়
ঝুলনের দোলা লাগে ডালে ডালে, পাতায় পাতায়;
বর্ষে বর্ষে এ দোলায় দিত তাল তোমার যে-বাণী
বিদ্যুৎ-নাচন গানে, সে আজি ললাটে কর হানি'
বিধবার বেশে কেন নিঃশব্দে লুটায় ধূলি'-পরে?
আশ্বিনে উৎসব-সাজে শরৎ সুন্দর শুভ্র করে
শেফালির সাজি নিয়ে দেখা দিবে তোমার অঙ্গনে;
প্রতি বর্ষে দিত সে-যে শুক্লরাতে জ্যোৎস্নার চন্দনে
ভালে তব বরণের টীকা; কবি, আজ হতে সে কি
বারে বারে আসি' তব শূন্যকক্ষে, তোমারে না দেখি'
উদ্দেশে ঝরায়ে যাবে শিশির-সিঞ্চিত পুষ্পগুলি
নীরব-সঙ্গীত তব দ্বারে?

জানি তুমি প্রাণ খুলি'
এ সুন্দরী ধরণীরে ভালবেসেছিলে। তাই তা'রে
সাজায়েছ দিনে দিনে নিত্য নব সঙ্গীতের হারে।
অন্যায় অসত্য যত, যত কিছু অত্যাচার পাপ
কুটিল কুৎসিত ক্রূর, তা'র 'পরে তব অভিশাপ
বর্ষিয়াছ ক্ষিপ্রবেগে অর্জ্জুনের অগ্নিবাণ সম,
তুমি সত্যবীর, তুমি সুকঠোর, নির্ম্মল, নির্ম্মম,
করুণ, কোমল। তুমি বঙ্গ-ভারতীর তন্ত্রী-'পরে
একটি অপূর্ব্ব তন্ত্র এসেছিলে পরাবার তরে।
সে-তন্ত্র হয়েছে বাঁধা; আজ হতে বাণীর উৎসবে
তোমার আপন সুর কখনো ধ্বনিবে মন্দ্ররবে,

কখনো মঞ্জুল গুঞ্জরণে। বঙ্গের অঙ্গনতলে
বর্ষা-বসন্তের নৃত্যে বর্ণে বর্ণে উল্লাস উচ্ছল।
সেথা তুমি এঁকে গেলে বর্ণে বর্ণে বিচিত্র রেখায়
আলিম্পন, কোকিলের কুহুরবে, শিখীর কেকায়
দিয়েছ সঙ্গীত তব, কাননের পল্লবে কুসুমে
রেখে গেছ আনন্দের হিল্লোল তোমার। বঙ্গভূমে
যে-তরুণ যাত্রীদল রুদ্ধদ্বার-রাত্রি অবসানে
নিঃশঙ্কে বাহির হবে নব জীবনের অভিযানে
নব নব সঙ্কটের পথে পথে, তাহাদের লাগি',
অন্ধকার নিশীথিনী তুমি, কবি, কাটাইলে জাগি'
জয়মাল্য বিরচিয়া, রেখে গেলে গানের পাথেয়
বহ্নিতেজে পূর্ণ করি'; অনাগত যুগের সাথেও
ছন্দে ছন্দে নানাসূত্রে বেঁধে গেলে বন্ধুত্বের ডোর,
গ্রন্থি দিলে চিন্ময় বন্ধনে, হে তরুণ বন্ধু মোর,
সত্যের পূজারি!

আজো যারা জন্মে নাই তব দেশে
দেখে নাই যাহারা তোমারে, তুমি তাদের উদ্দেশে
দেখার অতীত রূপে আপনারে ক'রে গেলে দান
দূরকালে। তাহাদের কাছে তুমি নিত্য-গাওয়া গান
মূর্তিহীন। কিন্তু যারা পেয়েছিল প্রত্যক্ষ তোমায়
অনুক্ষণ তা'রা যা হারাল তা'র সন্ধান কোথায়,
কোথায় সান্ত্বনা? বন্ধু-মিলনের দিনে বারম্বার
উৎসব-রসের পাত্র পূর্ণ তুমি করেছ আমার
প্রাণে তব, গানে তব, প্রেমে তব, সৌজন্যে, শ্রদ্ধায়,
আনন্দের দানেও গ্রহণে। সখা আজ হতে, হায়,
জানি মনে, ক্ষণে ক্ষণে চমকি' উঠিবে মোর হিয়া
তুমি আসো নাই ব'লে, অকস্মাৎ রহিয়া রহিয়া

করুণ স্মৃতির ছায়া ম্লান করি' দিবে সভাতলে
আলাপ আলোক হাস্য প্রচ্ছন্ন গভীর অশ্রুজলে।

আজিকে একেলা বসি' শোকের প্রদোষ-অন্ধকারে,
মৃত্যুতরঙ্গিণীধারা-মুখরিত ভাঙনের ধারে
তোমারে শুধাই,—আজি বাধা কি গো ঘুচিল চোখের,
সুন্দর কি ধরা দিল অনিন্দিত নন্দন-লোকের
আলোকে সম্মুখে তব, উদয়-শৈলের তলে আজি
নবসূর্য-বন্দনায় কোথায় ভরিলে তব সাজি
নব ছন্দে, নূতন আনন্দগানে? সে-গানের সুর
লাগিছে আমার কানে অশ্রুসাথে মিলিত মধুর
প্রভাত-আলোকে আজি, আছে তাহে সমাপ্তির ব্যথা,
আছে তাহে নবতন আরম্ভের মঙ্গল-বারতা,
আছে তাহে ভৈরবীতে বিদায়ের বিষণ্ণ মূর্ছনা,
আছে ভৈরবের সুরে মিলনের আসন্ন অর্চনা।

যে-খেয়ার কর্ণধার তোমারে নিয়েছে সিন্ধুপারে
আষাঢ়ের সজল ছায়ায়, তা'র সাথে বারে বারে
হয়েছে আমার চেনা; কতবার তারি সারি-গানে
নিশান্তের নিদ্রা ভেঙে ব্যথায় বেজেছে মোর প্রাণে
অজানা পথের ডাক,—সূর্যাস্তপারের স্বর্ণরেখা
ইঙ্গিত করেছে মোরে। পুনঃ আজ তা'র সাথে দেখা
মেঘে-ভরা বৃষ্টিঝরা দিনে। সেই মোরে দিল আনি
ঝরে-পড়া কদম্বের কেশর-সুগন্ধি লিপিখানি
তব শেষ-বিদায়ের। নিয়ে যাব ইহার উত্তর
নিজ হাতে করে আমি, ওই খেয়া-'পরে করি' ভর,
না জানি সে কোন্ শান্ত শিউলি-ঝরার শুক্লরাতে,
দক্ষিণের দোলা-লাগা পাখী-জাগা বসন্ত-প্রভাতে;

নব মল্লিকার কোন্ আমন্ত্রণ-দিনে ; শ্রাবণের
ঝিল্লিমন্দ্র-সঘন সন্ধ্যায় ; মুখরিত প্লাবনের
অশান্ত নিশীথ রাত্রে ; হেমন্তের দিনান্ত বেলায়
কুহেলি-গুণ্ঠনতলে ?

ধরণীতে প্রাণের খেলায়
সংসারের যাত্রাপথে এসেছি তোমার বহু আগে,
সুখে দুঃখে চলেছি আপন-মনে ; তুমি অনুরাগে
এসেছিলে আমার পশ্চাতে, বাঁশিখানি লয়ে হাতে,
মুক্ত মনে, দীপ্ত তেজে, ভারতীর বরমাল্য মাথে।
আজ তুমি গেলে আগে ; ধরিত্রীর রাত্রি আর দিন
তোমা হতে গেল খসি, সর্ব্ব আবরণ করি লীন
চিরন্তন হোলে তুমি, মর্ত্ত্য কবি, মুহূর্ত্তের মাঝে।
গেলে সেই বিশ্বচিত্তলোকে, যেথা সুগম্ভীর বাজে
অনন্তের বীণা, যার শব্দহীন সঙ্গীতধারায়
ছুটেছে রূপের বন্যা গ্রহে সূর্য্যে তারায় তারায়।
সেথা তুমি অগ্রজ আমার ; যদি কভু দেখা হয়,
পাব তবে সেথা তব কোন্ অপরূপ পরিচয়
কোন্ ছন্দে, কোন্ রূপে ? যেমনি অপূর্ব্ব হোক্ নাকো
তবু আশা করি, যেন মনের একটি কোণে রাখো
ধরণীর ধূলির স্মরণ, লাজে ভয়ে দুঃখে সুখে
বিজড়িত,—আশা করি, মর্ত্ত্যজন্মে ছিল তব মুখে
যে বিনম্র স্নিগ্ধ হাস্য, যে স্বচ্ছ সতেজ সরলতা,
সহজ সত্যের প্রভা, বিরল সংযত শান্ত কথা,
তাই দিয়ে আরবার পাই যেন তব অভ্যর্থনা
অমর্ত্ত্যলোকের দ্বারে,—ব্যর্থ নাহি হোক্ এ কামনা।

(আষাঢ়, ১৯২৯) —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বনামধন্য লেখক

ও

সহৃদয় বন্ধু

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

করকমলেষু—

বন্ধু,

দরাজ তোমার হাত
তুমি দিলে সওগাত,
কী আছে তোমারে দিতে গরীব কবির ?
হাতে যা দিতেছি তুলি
এ শুধু রঙীন্ ধূলি
দু'মুঠা ডালিম-ফুলি অভ্র-আবীর।

সখ্য-গর্ব্বিত

সত্যেন্দ্র

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

অভ্র-আবীরের দেবতা বাক্, ছন্দ শতরূপা সরস্বতী, ভাষা সন্ধ্যাভাষা।

ঋষিকবির একজন অপ্রাচীন শিষ্য ইহার কল্পনা-কৃৎ; পরিকল্পনাকৃৎ শ্রীঅসিতকুমার হালদার।

ইহার মুদ্রণ-যজ্ঞের অধ্বর্য্যু শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, অথর্ব্বণ শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং উদ্গাতা—

বাসন্তী পূর্ণিমা
বাইশ সাল

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

সূচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

অভ্র-আবীর

সরস্বতী

তুষারে যে সর পড়েছে মানস-সরের ফটিক জলে
কে ফোটালে শ্বেত শতদল সহসা সেই তুষার-তলে!
কে জেগেছ আদিম উষা
কে জেগেছ জ্যোতির্ভূষা
শুভ্র আলোর মৃণাল-সূতায় বিশ্ব-হিয়ার কৌতূহলে
কে রেখেছ অমল চরণ গোপন প্রাণের পদ্মদলে!

মুকুট তোমার উজল রাজে শিশু-আঁখির শশী-কলায়,
মুক্ত মনের লাবণ্যেরি মুক্তামালা তোমার গলায়;
সত্য স্বপন দ্বন্দ্বহারা
জড়ায় পায়ে নূপুর পারা
ঘুরে ফিরে ছন্দ-মরাল ভিড়ায় ডানা পায়ের তলায়
তিমির গলায় কাঁকন তোমার—তৈরী সে যে থির-চপলায়।

চাঁদের আভা নিছিয়ে নেওয়া তোমার বীণার চাঁদির তারে
চকোর-লোভন উথলেছে সুর তিতিয়ে ভুবন সুধার ধারে ;
ধবল-গিরির পৈঠা পরে
মর্ম্মরে আর স্ফটিক স্তরে
বরফ-চূরের বিম্বে শাদা ঝর্ণা ঝরে হীরার হারে
শুভ্র সুরের গান জেগেছে—প্রাণ জেগেছে সে ঝঙ্কারে।

চতুর্ম্মুখের হাস্য-রুচি যশঃ-শুচি জ্যোতির্ম্ময়ী !
দেবি ! তোমার দিব্য আঁখির দীপ্তি-পাতে উজল ত্রয়ী।
জ্যোৎস্না-জরির সুতায় বোনা
কুন্দ-কলির চন্দ্র-কোণা—
বসন তোমার ভাব-তনুটি বেড় দিয়ে ওই স্পর্শে মহী
সত্য-সূর্য্য নেত্র তোমার তুমি স্বয়ম্প্রভা অয়ি !

তুমি সকল প্রকাশ-করা সকল-শুভ্র মূর্ত্তি তব,
নিখিল-চিত্ত-নবীন-করা প্রণব তুমি—জীবন নব ;
সত্য তুমি নিত্য তুমি
লক্ষ্মীছাড়ার বিত্ত তুমি
যে বর হাতে নাই বরদার দাও যে তুমি সে দুর্লভও
মর্ত্ত্য-লোকের অমরতা—তোমার কৃপা-সমুদ্ভব।

পুণ্য-শুভ্র অধর তোমার স্মিত-হাসির পুলক তা'তে,
প্রজ্ঞা তোমার চোখের কাজল সৃজন-প্রাতে প্রলয়-রাতে ;
নীহারিকার নিতল বুকে
শীতল চরণ রাখলে সুখে
ভায় ছায়াপথ শূন্যে তোমার শুভ্র পায়ের আল্‌পনাতে ;
চন্দনে শ্বেত পরশ তোমার হরষ চন্দ্র-মল্লিকাতে।

সরস্বতী

মন্-গহনের শ্বেত হরিণী ! মহাশ্বেতা সরস্বতী !
মন্-মানসের ফুল্ল-কমল অমল তোমার ওই মূরতি ।
অমল তোমার অভ্র-পুঁথি
ধবল শঙ্খ তোমার স্তুতি
অমল তপের লও আহুতি চিত্তলোকের ঊষা-জ্যোতি
কর্পূরেরি শুভ্র প্রদীপ তাবায় তোমার সন্ধ্যারতি ।

আশিস তোমার মৃত্যুজয়ী, হাসি সে শুকতারার ভায়ে ;
মন্দারেরি অমল মালা বিলাও দেবী ! ডাহিন বাঁয়ে ।
মরাল রথে মনোজবে
ফিরছ তুমি ভাবের ভবে
গন্ধরাজ আর পারিজাতের অঞ্জলি ওই শুভ্র পায়ে,—
পায়ের আভায় ঘাম দিয়েছে চন্দ্রকান্ত-মণির গায়ে !

সদ্য-গলা বরফে ফুল ফুটিয়ে হঠাৎ লাখে লাখে
চেতন-লোকের মগ্ন-তটে জাগে তোমার প্রসাদ জাগে,
দ্বাদশ রাশির আলোয় ঝামর
চাঁচর মেঘে ঢুলায় চামর,
লুটায় কবি, সিদ্ধ অমর তোমাব পদ্মাসনের আগে,
উজল তোমার কিরীট-হীরা ধ্রুব-তারার কিরণ-রাগে ।



অঞ্জলি

এই নে আমার অঞ্জলি গো এই নে আমার অঞ্জলি,
মানস-মরাল জাগ্‌ল আবার উঠল অগাধ হিল্লোলি।
এই নে অশোক এই নে বকুল
এই নে গো ফুল এই নে মুকুল
মুক্তালতার বন যে হ'ল মনের বনের সব গলি।

গানের তানের বান এসেছে, হৃদয় কুঞ্জে, কোকিল কয়!
ফাল্গুনের এই প্রাণের ধারা ছন্দ-হারা ফল্গু নয়;
চন্দনে শ্বাস ফেল্‌ছে ফণী
হাওয়ায় ওঠে কলধ্বনি
হিয়ায় সূর্য্যকান্ত-মণি হঠাৎ হ'ল হিরণ্ময়!

হাল্‌কা হাসির গুল্-গুলাবি পাপ্‌ড়ি কেবল ছড়িয়ে রে
আমেজে মশগুল ক'রে ছ্যায় সকল শিকল নড়িয়ে যে!
উড়োপাখীর পাখার পরশ
লাগ্‌ল হঠাৎ জাগ্‌ল হরষ,
হৃদয়-তরুর শাখায় শাখায় আলোক-লতা জড়িয়েছে।

এই নে আমার অঞ্জলি গো এই নে আমার অঞ্জলি,
হিয়ায় সূর্য্যমল্লিকা মোর উঠেছে আজ ঝল্‌মলি!
এই নে অভ্র আবীর-রাশি
এই নে অশ্রু এই নে হাসি
এই নে আমার প্রাণের অর্ঘ্য পারিস্ তো যা' পায় দলি।

বসন্তের এই মৌলি-মণি আমের মউল-পুঞ্জ নে
মৌন আমার মুখর হ'ল মৌমাছিদের গুঞ্জনে!
এই নে আমার আশার স্বপন
এই নে ব্যক্ত এই নে গোপন
এই নে আসল এই নে ফসল এই ফসলের উঞ্ছ নে।

কুন্দফুলের শেষটি নে গো যবের প্রথম শীষটি নে,
সৃষ্টিছাড়ার সৃষ্টি নে এই নে মোর অনাসৃষ্টি নে।
যা' আছে মোর সম্ভাবনায়
যা' আছে মোর ভয়-ভাবনায়
যা' আছে মোর চিত্ত-কোণায়—তিক্ত কটু মিষ্টি নে!

এই নে প্রীতি তরুণ রীতি এই নে আমার চাপল্য,—
যৌবনের এই প্রবাল-রাঙা দুকূল-ভাঙা প্রাবল্য;
এই নে আমার তৃপ্তি শান্তি
এই নে আমার দীপ্তি কান্তি
এই জীবনের এই ভুবনের এই নে বিফল সাফল্য।

এই নে সাধন আর আরাধন মোহের কাঁদন গ্রহের ফের,
এই নে গো মোর পুণ্য পাপের তপের তাপের যুগের জের,
এই নে ইষ্ট এই নে রিষ্টি
এই নে ক্লান্ত চোখের দৃষ্টি
এই নে লক্ষ্মী-বিক্রী-করা পুঁজির থলি দরিদ্রের।

দুপুরবেলার বৈকালী হায় এই নে আমার আঁখির লোর,
সাঁঝ না হ'তেই সন্ধ্যামণি ফুটল এবার কুঞ্জে মোর;

পলাশ যখন লাল আলোকে
জম্‌ছে তিমির আমার চোখে
শাঙন অভ্র নাম্‌ছে—যখন কুঞ্জে আবীর রঙের ঘোর।

ঝাপ্‌সা-চোখের-শোকের-অশোক! হিয়ার-মণি-দীপ-শিখা!
তোমার স্মিত হাসির বিভা সে মোর যজ্ঞ-শেষ-টীকা;
ওই হাসিটির মত্ত লোভে
ভুলে আছি সকল ক্ষোভে
স্বপ্নে ফোটাই সূর্য্যমুখী উজল সূর্য্যমল্লিকা।

অনেক তোমার ভক্ত আছে অনেক হোমার বাল্মীকি
হোম্‌রা-চোম্‌রা নই আমি, তুই মোর পানে হায় চাইবি কি?
আমার হেলাফুলের মালায়
ঠেল্‌বি কি হায় ফেল্‌বি হেলায়?
দয়ার দাবী নাই যে জনার কি হবে তার বল্‌ দেখি!

ভাবের কুবের ভাণ্ডারী হায়, নয় এজনা এক্‌বারেই,
চিত্ত-সাগর মথন-করা চিন্তা-মণি-মুক্তো নেই;
অকূলেরি কূল আঁকড়ি'
কুড়াই ঝিনুক, শামুক, কড়ি,
লাগিয়ে বুকে ঢেউয়ের ঝাপট পেইছি যা' তা' এই গো এই!

যৌবনের আজ জন্মতিথি—জগৎ জুড়ে উন্মাদন!
উল্টো হাওয়ার দুই টানাতে শিউরে ওঠে ফুলের বন;

ঝরিয়ে দিয়ে ফুটিয়ে তুলে
জীবন-মরণ দোলায় দুলে
গানগুলি ওই চরণমূলে দিলাম গো সর্ব্বস্ব ধন।

আজ আমি নিশ্চিন্ত হ'লাম তোমায় স'পে সবখানি
বাঁশীর কটা ফুটার ফাঁকে ফুরিয়ে ফুঁকে সব গানই ;
এই নে ভক্তি এই নে শ্রদ্ধা
এই নে শক্তি এবং স্পর্দ্ধা
বাছাই যাচাই তোমার কাছেই খুব জানি গো খুব জানি।

সাজতে ভালবাসিস্ যে তুই ভিতর-প্রাণের ভাব নিয়ে
সকল-স'পা ক্ষেপার এ গান—চাস্‌নে কি তুই আপনি এ ?
নিয়ে আমার প্রাণের স্পন্দ
গড়িস্ যে তুই নূতন ছন্দ
হ'স যে রঙীন্ আমার মনের ছোপ নিয়ে আর ছাপ নিয়ে।

শুভ্র তোমার অঙ্গবিভা অগাধ শূন্যে মূর্চ্ছা পায়,
রঙীন্ সে হয় তবেই যবে অশ্রু আমার কূল ছাপায় ;
মলিন ধরার ধূলাবালি
আলোয় ক'রে দ্যায় সোনালি
তাই তো অভ্র-আবীর ডালি তোমার অমল কমল পায়।

এই নে আমার অঞ্জলি গো এই নে আমার অঞ্জলি,
বীণায় যে গান ধরেছিলাম হয় তো এ তার শেষ কলি ;
"আবির্" "আবির্" মন্ত্র-রাবে
কর্ গো সফল আবির্ভাবে
অশ্রু-হাসির অভ্র-আবীর আঁখির আলোয় উজ্জ্বলি'।

———

চকোরের গান

সুধার ক্ষুধা কাহার প্রাণে—আয় গো!
চাঁদের আলো যায় যে ব'য়ে যায় গো!
শ্যামল মেঘের পদ্মপাতে
আয় গো ভেসে গভীর রাতে
মেঘের পিঠে কিরণ-ছটায় আয়!
আয় গো ভেসে আয় গো মধু বায় গো!

স্বপন সম আয় নীরবে আয় গো!
চিহ্ন পায়ের পড়বে না হাওয়ায় গো!
চাঁদের সভায় একটি তারা
ডাক্‌ছে কারে সঙ্গীহারা,—
দোসর হ'তে ডাকছে সে যে, হায়!
আয় গো ভেসে আয় গো পায়ে পায় গো!

দুনিয়াখানা দু'পায় ঠেলে আয় গো!
উধাও ধেয়ে উল্লাসে জ্যোৎস্নায় গো!
আয় আকাশে পক্ষ মেলে
আয় বাতাসে অঙ্গ ঢেলে,
মেঘের ভীড়ে আয় বিজলীর ভায়!
বজ্র-শিখার আয় গো নীড়ে আয় গো!

উধাও! উধাও ঝঞ্ঝা ঠেলে পায় গো!
আয় নীরবে নীরব সুষমায় গো!

আয় খেয়ালী! আয় রে কবি!
দুর্লভেরি আয় গো লোভী!
আনন্দের এই চন্দ্রেরি সভায়
স্বপন-খেয়ায় আয় জোছনার নায় গো!

ঝিনা মেঘের ঝিঁঝির পাতে আয় গো!
আকাশ সোঁতার ঝাঝির সাথে আয় গো!
আয় আকাশের আব্-রুয়াঁতে,—
আয় নিঝুমে নিঝুম রাতে,
নিশানাথের শুভ্র ছাতার ছায়,—
স্বর্গ-পরী যেথায় ধীরি গায় গো!

চাঁদের পাখী চকোর ডাকে আয় গো!
চন্দ্রলোকের চাঁদকে দেখা যায় গো!
চাঁদের দেশে চাঁদ যে ধরা—
দেখবি তারে আয় গো ত্বরা,
আয় গো চাঁদে—চিন্‌তে বসুধায়,—
চাঁদের বড় চিন্‌বি চাঁদে আয় গো!

কালো ধরার দেখবি আলো আয় গো!
সুধার ক্ষুধা আপনি মেটে যা'য় গো।
চোখের আলো থাক্‌তে চোখে
চিন্‌বি যদি আপন লোকে
আয় তফাতে আলোর দুনিয়ায়!
চকোর ডাকে মেঘের ফাঁকে—আয় গো!

শিল্পীর গান

(জলে) ভাসিয়ে দেবে জান্‌ছি, তবু
গড়ছি যতনে ;
(আমি) গড়ছি প্রাণের সোহাগ দিয়ে
(আমার) মনের মতনে।
আঁধার ঘরে জ্বালিয়ে বাতি
আরতি যার একটি রাতি
স্মিরিতি যার হিয়ার সাথী
তনুর পতনে।

সূর্য্যমল্লিকা

সূর্য্য যখন তেজ হারাল কে পেল সৌন্দর্য্য তার ?
কুজ্ঝটিকার বুক চিরে ওই ফুটল সোনা মুখটি কার ?
ফুটল কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে কার অপরূপ রূপ-শিখা ?
গাঁদা ওকে বল্‌ছে লোকে ও মোর সূর্য্যমল্লিকা।

শীতের প্রাতে পূজার সাজি সাজিয়ে রাখে এক্‌লা সে,—
শ্মশান-শিবের পা'র কাছে ঠিক হৈমবতী কৈলাসে !
সূর্য্যদেবের আশীর্ব্বাদে ও যে সদাই প্রফুল্ল,
রস মরিলেও রূপ না টুটে ফুল মাঝে ও অতুল্য।

সূর্য্যমুখীর মতন ও নয় সূর্য্যদেবের মুখ-চাওয়া,
বিভূতি তাঁর ওই পেয়েছে ওর পাওয়াটাই ঠিক পাওয়া :
পেয়েছে ও প্রাণের মাঝে ছেয়েছে সর্ব্বাঙ্গ তাই
তাই তো উদয়াস্তে রবির ওর পুলকের বিরাম নাই।

যেথাই রাখো যেথাই থাক্ ও হেসেই আছে সর্ব্বদা,
মরণে ও হয় নাক' ম্লান মৃত্যুপারের কয় কথা ;
সূর্য্যহারা কল্পবাসের পঞ্চ-তপার হোমশিখা,
গাঁদা ও নয় বল্‌ছি সিধা—ও মোর সূর্য্যমল্লিকা।

সবুজ পাতার গান

মুক্ত হাওয়া মুক্ত আলোর যুক্ত-বেণী সঙ্গমে
রঙীন হয়ে উঠছি মোরা সবুজ-শোভা-বিভ্রমে।
সত্যিকালের বৃক্ষ ওগো! বনের বনস্পতি গো!
আমরা তোমার প্রাণের আলো স্নেহ-সরস জ্যোতি গো।

সুখ নাহিক স্বস্তি নাহি আনন্দ নাই আওতাতে।
সোনার রোদে সবুজ মোরা আলোক-মদের মৌতাতে।
মেতেছে মন প্রাণ মেতেছে না জানি কোন্ সন্ধানে,
পল্লবিত বনের হিয়া যৌবনেরি জয়-গানে।

রবির আলোর গোপন কথা—আমরা চির-তারুণ্য!
গুপ্ত আশার ব্যক্ত নিশান, কঠিন কাঠের কারুণ্য।
স্তর পড়েছে পঞ্জরে যার থর পড়েছে বল্কলে,
মোদের তরে পথ সে করে কোন্ রভসের কোন্ ছলে!

আদিম রসের আমরা রসিক আমরা নব-ঘন-শ্যাম,
ফাগুন হাওয়ার দাদ্‌রা তালে নৃত্য মোদের অবিশ্রাম,
হিমের রাতে আমরা জাগি, আমরা কভু ঝিমাই নে,
সবুজ দীপের দীপান্বিতা একেবারে নিবাই নে।

আমরা সবুজ অসঙ্কোচে, আমরা তাজা,—গৌরবে,
আমোদ করি সবুজ মোহে উশীর-ঘন-সৌরভে ;
আমরা কাঁচা আমরা সাঁচা মরাবাঁচার নাই খেয়াল,
আমরা তরুণ ভয় করিনে ঝোড়ো হাওয়ার রুদ্রতাল।

বুক পেতে নিই হাস্যমুখে রৌদ্রখর বৈশাখী,
স্নিগ্ধ-মধুর শ্যামল সরস মদির ছায়ার হই সাকী,
ভাঙা মেঘ আর ঝরা পাতায় সাজায় রবি গৈরিকে
আমরা তপে পেলাম সবুজ—গৈরিকেরি বৈরীকে।

মুক্ত হাওয়া দীপ্ত আলো দ্যায় গো কানে মন্ত্রণা,
শুন্‌ছ কথা ?—বল্‌ছে "জগৎ মোক্ষলাভের যন্ত্র না।
নয় সে শুধুই তত্ত্বকথা, নয় সে মাত্র মত্ততা,
তরুণ যাহা তাহাই তথ্য,—বল্‌ছে সবুজ পত্র তা'।"

আমরা সবুজ, আমরা সবুজ—আলো-ছায়ার আলিঙ্গন,
ক্লান্ত আঁখির সঞ্জীবনী, নিরঞ্জনের প্রেমাঞ্জন।
রসের রঙের ধাত্রী ধরা ? গানের প্রাণের মাতৃকা !
এই সবুজের ছত্রতলে যৌবনে দাও রাজটীকা।



সবুজ পরী

সবুজ পরী ! সবুজ পরী ! সবুজ পাখা দুলিয়ে যাও,
এই ধরণীর ধূসর পটে সবুজ তুলি বুলিয়ে দাও।
তরুণ করা সবুজ সুরে
সুর বাঁধ গো ফিরে ঘুরে,
পাগল আঁখির পরে তোমার যুগল আঁখি ঢুলিয়ে চাও।

ঘাসের শীষে সবুজ ক'রে শিস দিয়েছ, সুন্দরী !
তাই উথলে হরিৎ সোহাগ কুঞ্জবনের বুক ভরি' !
যৌবনেরে যৌবরাজ্য
দেওয়া তোমার নিত্য কার্য্য,
পাঞ্জা তোমার শ্যামল পত্র নিশান তৃণ-মঞ্জরী।

যাদুকরের পান্না জ্বলে তোমার হাতের আংটিতে,
হিয়ার হাসি কান্না জাগে সবুজ সুরের গানটিতে।
কুণ্ঠাহারা তোমার হাসি,—
ভয় ভাবনা যায় যে ভাসি' ;
যায় ভেসে যায় পাংশু মরণ পাতাল-মুখো গাংটিতে।

এই ধরণীর অস্থি বুঝি সবুজ সুরের অস্থায়ী
ফিরে ঘুরে সবুজ সুরে তাইতো পরাণ লয় নাহি' ;
রবির আলোর গৈরিকেতে
সবুজ সুধা অধর পেতে
তাই তো পিয়ে তরুর তরুণ—তাই সে সবুজ সোমপায়ী।

সবুজ হ'য়ে উঠল যারা কোথাও তাদের আওতা নেই,
চারদিকেতেই হাওয়ার খেলা আলোর মেলা চারদিকেই ;
স্ব-তন্ত্র সে বহুর মধ্যে
পান করে সে কিরণ মদ্যে ;
তরুণ বলেই ছায় সে ছায়া গহন ছায়া ছায় গো সেই।

সবুজ পরী ! সবুজ পরী ! তোমার হাতের হেম ঝারি
সঞ্চারিছে শিরায় শিরায় সবুজ সুরের সঞ্চারী !
সবুজ পাখীর বাবুই-ঝাঁকে—
দেখতে আমি পাই তোমাকে—
ছাতিম-পাতার ছাতার তলে—আঁখির পাতা বিস্ফারি'।

সব্‌জে তোমার দোব্‌জাখানি—আলো-ছায়ার সঙ্গমে
জলে স্থলে বিশ্বতলে লুটায় বিভোল বিভ্রমে !
সবুজ শোভার সারেগামা
ছয় ঋতুতে না পায় থামা,—
শরতে সে ষড়্‌জে জাগে, বসন্তে সুর পঞ্চমে।

সবুজ পরী ! সবুজ পরী ! নিখিল জীবন তোমার বশ,
আলোর তুমি বুক-চেরা ধন অন্ধকারের রভস-রস।
রামধনুকের রং নিঙাড়ি
রাঙাও ধরার মলিন শাড়ী ;
মরুভূমির সব্‌জী-বাড়ী নিত্য গাহে তোমার যশ।

সবুজ পরী! সবুজ পরী! নূতন সুরের উদ্গাতা,
গাঁথ তুমি জীবন-বীণায় যৌবনেরি জয় গাথা,
ভরা দিনের তীব্র দাহে—
অরণ্যানী যে গান গাহে—
যে গানে হয় সবুজ বনে শ্যামল মেঘের জাল পাতা!

লুব্ধ

(আহা) এই হাতে কি ওই পারিজাত
পাড়া যায়?
তারার আলোয় নয়ন-তারা
সাড়া পায়।
এই জোনাকির বুকের আলো,
চাঁদের সে কি লাগবে ভালো!
(ওগো) কোন সোহাগে চাঁদের সোহাগ
কাড়া যায়?

সুধা ও ক্ষুধা

তোমার বিচার মিছার বিধি !
চাইলে মিলে না !
ক্ষুধাই শুধু দিলে মোদের
সুধা দিলে না !
ক্ষুধাই কেবল চাইছে সুধা,
সুধার প্রাণে দাওনি ক্ষুধা !
তাই তো এমন—হয় না সহজ—
দেনা কি লেনা !

ঋণী

(ওগো) তুমি আমায় চিন্‌বে না গো
(তবু) আমি যে চিনি,
(ওই) হরিণ-চোখের দৃষ্টি দানে
ক'রেছ ঋণী !
মিষ্টি হাসি ও চাঁদমুখে
ফুটেছিল আপন সুখে
(সেই) সুধার সোয়াদ পাইনি যে তা'
বল্‌তে পারিনি।

একা

(গান)

মন উনমন
মন কেমন রে!
মন কেমন করে!
এ নিশীথে
কেন জাগে!
কিবা মাগে!
(মম) আকুল নয়ন রে!
(কোথা) বাজে বাঁশী
উদাসী স্বরে!
উদাস করে—
প্রাণমন!
অকারণ
নয়ন-লোরে—
(হায়) নয়ন ভরে!
মন কেমন করে।
আকাশে লাগে
ঘুম-ঘোর!
ঘুমে ভোর
(যত) তারার আঁখি!
আমি জাগি
একা জাগি!
কাহার তরে!
মন কেমন করে!

স্বপন-রাগে
উঠে ডাকি
কোথা পাখী
কাকলি স্বরে !
মন কেমন করে !
জোছনা লুটায়
বিছানো শেযে,—
সে কাঁদিছে যে !
শূন্য ঘরে !
(মোর) প্রাণের পরে !
মন কেমন করে !

দোসর

পিছল পথের পথিক ওগো দীঘল পথের যাত্রী !
কোথায় যাবে কোথায় যাবে ? সামনে মেঘের রাত্রি।
বাদ্‌লা দিনের উদ্‌লা ঝামট্ ভাসিয়ে দেবে সৃষ্টি ;
লাগবে উছট ; ছাটের জলে ঝাপ্‌সা হবে দৃষ্টি।

* * * *

"পিছন হ'তে কে ডাকে গো পিছল পথের যাত্রীরে ?
দোসর হিয়ার খোঁজ পেয়েছি, ভয় করিনে রাত্রিরে !
পিছল পথে বিচল গতি পারব এখন আটকাতে
পরস্পরে করব আড়াল ঝড়-বাদলের ঝাপ্‌টাতে।"

* * * *

উচল পথের পথিক ওগো অচল পথের যাত্রী ;
পায়ের পাশে খাদের আঁধার ভীষণ ভয়ের ধাত্রী ;।
সাম্‌নে বাঁকা শালের শাখা ; উদ্‌ঘাতিনী পন্থা,
কই তোমাদের যষ্টি, বন্ধু ! কই তোমাদের কন্থা ?

*   *   *   *

"খাদের ধারে আল্‌গা মাটি আমরা চলি রঙ্গে,
হাওয়ায় পাতি পায়ের পাতা,—দোসর আছে সঙ্গে।
দীর্ঘ দিনের প্রতীক্ষা যে মনপরখের কষ্টি,
পরস্পরের প্রেম আমাদের জীবন-পথের যষ্টি।
পরস্পরের প্রেম আমাদের যাত্রা-পথের কন্থা,
হোক্ না বাতাস তুষার-স্পর্শ,—উদ্‌ঘাতিনী পন্থা।
সঙ্কটেরে করব সহজ,—কিসের বা আর শঙ্কা ?
সঙ্গে দোসর,—ওই আনন্দে বাজিয়ে দেব ডঙ্কা।"

*   *   *   *

জীবন-পথের পথিক ওগো অসীম পথের যাত্রী।
আশিস করেন আদিম দোসর ধাতা এবং ধাত্রী ;
ধাতা—সে যে বিশ্বধাতা, অন্তরে যার স্ফূর্ত্তি,
ধাত্রী—সে যে এই বসুধা, স্বদেশ যাহার মূর্ত্তি।
আলোক-পথের পথিক ওগো আশিস-পথের যাত্রী,
শিবতর শিবের লাগি যাপন কর রাত্রি।
শুভ হউক পন্থা ওগো ! ধ্রুব হউক লক্ষ্য,
বিশ্বে হের বিস্তারিত পক্ষী-মাতার পক্ষ !

লজ্জাবতী

চাহনির ভর সহে না সে হায়
সে যে অতি সুকুমারী ;
পরশের আঁচে মুহু মূরছায়
ললিত লতিকা নারী !
সে যে আছে একা একটি প্রান্তে
আছে সঙ্কোচ ভরে,
গোপন-ভুবনে আছে একান্তে
নিশাসে হুতাশে মরে।
নাই কিছু তার নাই পরিচয়
চির যুগে সে যে নারী,
জীর্ণ তরুর দীর্ণ হৃদয়
নিরাময়, স্নেহে তারি !

লাজাঞ্জলি

এস মুকুটের মণি ! দেশ-মুখ্য রাজার দুহিতা !
এস সাধ্বী ! স্বয়ম্বরা ! এস বঙ্গে রাজশ্রী ইন্দিরা !
এস লাবণ্যের লতা ! মনস্বিনী ! গৌরবে-গম্ভীরা !
এস গো জয়শ্রী এস ভূপ জিতেন্দ্রের প্রেম-জিতা !

কেশবের আশীর্ব্বাদ উদ্ভাসিছে, অয়ি শুচিস্মিতা,
ভবিষ্যৎ যাত্রাপথ ; ব্রহ্মপুত্রে তাই পুণ্যনীরা
মিলিল নর্ম্মদা-ধারা ; ধ্যানে ধরি' দেখিল ধ্যানীরা
দেবতার এ ইঙ্গিত ; বঙ্গে মারাঠায় কুটুম্বিতা।

স্বর্গে আজি কোলাকুলি গৌরাঙ্গে ও গুরু রামদাসে,
চণ্ডীদাসে তুকারামে কীর্ত্তিধামে অপূর্ব্ব মিতালি,
বীর-লোকে ছত্রপতি মর্য্যাদায় প্রতাপে সম্ভাষে,
বর্গীরা এনেছে অর্ঘ্য,—সম্মানিত সমস্ত বাঙালী।

বহিছে প্রসাদ-বায়ু বাধাহীন চতুর্দ্দিকে শুভ ;
এস মহারাষ্ট্র-লক্ষ্মী ! বাঙালীর কুলে হও ধ্রুব।

পিয়ানোর গান

তুল্ তুল্ টুক্ টুক্
টুক্ টুক্ তুল্ তুল্
কোন্ ফুল তার তুল
তার তুল কোন্ ফুল ?
টুক্ টুক্ রঙ্গন
কিংশুক ফুল্ল
নয় নয় নিশ্চয়
নয় তার তুল্য।

টুক্ টুক্ পদ্ম
লক্ষ্মীর সদ্ম
নয় তার দুই পা'র
আল্‌তার মূল্য।
টুক্ টুক্ টুক্ ঠোঁট
নয় শিউলীর বোঁট
টুক্ টুক্ তুল্ তুল্
নয় বসরাই গুল।

ঝিল্‌মিল্ ঝিক্‌মিক্
ঝিক্‌মিক্ ঝিল্‌মিল
পুষ্পের মঞ্জীল্
তার তন্ তার দিল্।
তার তন্ তার মন
ফাল্গুন্-ফুল্-বন
কৈশোর-যৌবন
সন্ধির পত্তন।

চোখ তার চঞ্চল ;—
এই চোখ উৎসুক
এই চোখ বিহ্বল
ঘুম্-ঘুম-সুখ-সুখ !
এই চোখ জ্বল-জ্বল্
টল্ টল্ ঢল্ ঢল্
নাই তীর নাই তল,
এই চোখ ছল্ ছল্ !

জ্যোৎস্নায় নাই বাঁধ
এই চাঁদ উন্মাদ
এই মন উন্মন
তন্ময় এই চাঁদ।
এই গায় কোন্ সুর
এই ধায় কোন্ দূর
কোন্ বায় ফুর ফুর
কোন্ স্বপ্নের পুর।

গান তার গুন্ গুন্
মঞ্জীর রুণ্ রুণ্,
বোল্ তার ফিস্ ফিস্
চুল তার মিশ্ মিশ্।
সেই মোর বুল্‌বুল্,—
নাই তার পিঞ্জর,—
চঞ্চল চুল্‌বুল্
পাখনায় নির্ভর।

পাখনায় নাই ফাঁস
মন তার নয় দাস,
নীড় তার মোর বুক,—
এই মোর এই সুখ।
প্রেম তার বিশ্বাস
প্রেম তার বিত্ত
প্রেম তার নিশ্বাস
প্রেম তার নিত্য।

তুল্ তুল্ টুক্ টুক্
টুক্ টুক্ তুল্ তুল্
তার তুল্ কার মুখ ?
তার তুল্ কোন ফুল ?
বিল্কুল্ তুল্ তুল্
টুক্ টুক্ বিল্কুল্
এল্-বসরাই গুল্ !
দেল্-রোশনাই-ফুল !

কুঙ্কুম পঞ্চাশৎ

(১)

এল উতল হাওয়া ফুল-পুলক নিয়ে !
ক্ষীর সায়র-জলে আলো-ঝলক দিয়ে !
এল মধুর হেসে
মরি বঁধুর বেশে
এল ঘুমের দেশে রাঙা আরক পিয়ে !

(২)

ওই নিশান তুলে এল নতুন ! তাজা !
এল ফাগুন রাজা ওরে বাজন বাজা !
এল মোহন রূপে
এল কখন চুপে
এই নবীন ভূপে তোরা রাখাল সাজা।

(৩)

ওলো হাওয়ায় ঝরে আজ ফাগের ঝোরা !
এল ভুবন 'পরে ওই হোরীর হোরা !
তার হাসির গুঁড়া
রাঙা কৃষ্ণচূড়া,
সখী অশোক বনে তার রাখীর ডোরা !

(৪)

রঙে রঙীন্ হ'ল কে ও প্রাণের পুরে !
তারি রভস লাগে যে গো গানের সুরে !
তারি আবেশ ঝরে
রাঙা রঙন্ 'পরে
ঝরে মেঘের থরে ঝরে ভুবন জুড়ে !

(৫)

এল হোরীর হোরা ওই হুরীর সেরা !—
যার নয়ন সোজা সই নজর টেরা !
সারা ভুবন জুড়ি
ও যে ফোটায় কুঁড়ি
রুখু গাছের গুঁড়ি করে রসের ডেরা !

(৬)

আজ কোকিল কূজে পিচ্‌কারীর সুরে !
পিচ্- কারীই ফুরে আজ তৃণাঙ্কুরে !

পিচ- কারীর রীতি
চলে ফাগুন-গীতি
পিচ- কারীর লীলা প্রাণে—গোপন পুরে

(৭)

এল মলিন চোখে ফিরে উজল চাওয়া !
এল ভুবন-জোড়া যৌবনের হাওয়া !
এল পাখীর ডাকে
এল শাখীর শাখে
কাঁচা রোদের ফাঁকে তাজা পাতার ছাওয়া !

(৮)

— কোথা চামেলি ফুলে নিতি ঝামেলা বল্ ?
—অনু- রাগের হাওয়া সই ! যেথা প্রবল !
—কোথা ফাগুন নিতি ?
—যেথা তরুণ প্রীতি !
—কোথা আবীর ওড়ে ?—যেথা আদর কেবল।

(৯)

ওলো প্রথম হোলি সেই প্রথম চুমে !
কালো ভ্রমর হ'ল লাল যে কুঙ্কুমে !
যবে পাগল পারা
পিচ- কারীর ধারা
পশে বুকের সুখে মেশে চোখের ঘুমে।

(১০)

আজি দখিন হাওয়া কোল দিয়েছে রে
প্রাণে যুবন্ লেহা দোল দিয়েছে রে।
আজ ফুলের লোহে
দোঁহে রাঙাও দোঁহে
আজ লাজের আধা গোল গিয়েছে রে।

(১১)

ওলো কাহার ভুলে বল্ কেমন ভুলে
গেল চাঁপার ফুলে লাল শিরীষ বুলে!
কারে মরম বলি
এ যে লাজের হোলি
হেরি সকল প্রাণে আর প্রাণের কূলে!

(১২)

যদি মরম কহি তবে সরম টুটে
আজি বঁধুর মধু মোর প্রাণের পুটে!
তাই হিয়ার নীড়ে
মোর আবীর ফিরে
এই চরণ ঘিরে তাই কুসুম ফুটে!

(১৩)

—আজি মনে যে মনোজের কেল্লা হ'ল!
—জুঁই ফুলেতে জোছনার জেল্লা হ'ল!

রাকা চাঁদের আলো
পেয়ে ভ্রমর কালো
বেল্- ফুলের মালঞ্চে বেলেল্লা হ'ল !

(১৪)

আজ ফাগুন বায়ে আর ফাগুন চাঁদে
কেন এমন করে হায় আমায় সাধে !
পিক পাগল গানে
পিচ- কারীয়া তানে
হায় কী বোল্ বলে আজ কী আহ্লাদে !

(১৫)

এল হঠাৎ হোলি আজ কোথায় থেকে !
এল অশোক কলি পিচকারীর বেগে !
কালো কোকিল পাখী
হ'ল অরুণ আঁখি
কিশ- লয়ের রাঙা গেল হিয়ায় লেগে !

(১৬)

মরি কী দোল্ দিল আজি দখিন বায়ে !
প্রাণে পুলক লাগে—লাগে সকল গায়ে !
একি ভুবন-ভোলা
রসা- বেশের দোলা !
একি প্রেমের খেলা মরি মরণ-ছায়ে !

(১৭)

এল ফাগুন ফিরে এল ফাগুয়া নিয়ে !
ওরে আকুল হিয়া নিল আগু বাড়িয়ে !
এল মৃদুল ছুঁয়ে
ফুল ফুটিয়ে ফুঁয়ে
দূরে সরম থুয়ে রাঙা ফাগ হানিয়ে !

(১৮)

—আজ ফাগুন ব'লে ভুল সবার ঘটে ।
—তাই সবুজ কিশলয় অরুণ বটে !
ভুল ভিতর থেকে
এল আবীর মেখে
হ'ল প্রথম হোলি তার স্বপন-তটে !

(১৯)

নব বকুল ফুলে গেঁথে নবীন মালা
দোলে দোলাস্ তালে ওলো গোপের বালা !
গেল জাড়ের পালা
ওলো আগুন জ্বালা
গেল জড়ের রীতি হ'ল ভুবন আলা !

(২০)

রাঙা আগুন জ্বালা রং না হয় ফিকা !
হবে পলাশ-কলি ওই আগুন-শিখা !

ওই ছাই-এর রাশি
হবে ফুলের হাসি
যদি সকল নিবি তুই সকল বিকা'।

(২১)

হ'ল মশাল জ্বালা হ'ল মশাল জ্বালা !
দোলে আকাশ-ভালে কিংশুকের মালা !
গেল জাড়ের ভীতি
গেল জড়ের রীতি
নট- কোনার নটী হ'ল আবীর ঢালা !

(২২)

যারা পোড়ায় মেড়া সবে সুধাও হেঁকে,—
পোড়া আবার বেঁচে এল কোথায় থেকে ?
দেখে আবীর ও যে
তাজা আগুন-বোঝে
শিং বাঁকায় খালি হায় বেসুর ডেকে !

(২৩)

জ্বাল আগুন জ্বাল ফিরে আগুন জ্বাল !
রাঙা পলাশ-ফুলে হ'ল রঙীন্ আলো !
গাও তরুণ-গীতি
দাও অরুণ প্রীতি
ওগো ঘুচাও আজি যত জাড়ের কালো।

(২৪)

ও যা' বাতিল হ'ল তারে কর ছাই রে ;
তাতে আগুন জ্বেলে দেখ রোশ্‌নাই রে ।
খোলো নতুন পাঁজি
চির- প্রাণের আজি
তাজা পাতায় হ'ল হাল্‌-খাতা ভাই রে ।

(২৫)

ভালো- বাসার আলো জ্বলে যে অন্তরে
সাজে গরব তারে, সে-ই পরব করে ।
যার মাণিক ভালে
তার সকল কালে
প্রাণে অকাল-কৌমুদী-উৎসব রে !

(২৬)

এল বিভোল্‌ হাওয়া মোর প্রাণের পরে ।
ও যে আঁচল টানে ও যে পাগল করে ।
দিল আকুল ক'রে
সব আতুল করে
এল সরম-হারা নিল মরম হ'রে ।

(২৭)

ওগো কিশোর হাওয়া তুমি কেমনতর ?
যত বসন বাঁধি, তুমি শিথিল কর ।

নাগা নিলাজ গাছে
তুমি সাজাও সাজে
যত প্রবীণ-রীতি তুমি বাতিল কর!

(২৮)

যার হরিণ-আঁখি সে কি কাজল পরে?
দোলে দোলায় যারে প্রেম সোহাগ ভরে!
যার আদর থাকে
সে কি আবীর মাখে
সাঁচা সরম-রঙে রাঙা কপোল 'পরে?

(২৯)

সখী! কাজল পরা ভালো তারেই সাজে
যার হরিণ-আঁখি প্রেমে উজল রাজে।
যার অন্তরে রং—
ফাগ্ মানায় বরং—
যার আবীর স্ফুরে সারা প্রাণের মাঝে!

(৩০)

ও যে সকল হিয়া বেঁধে কুসুম শরে
ও রে সবাই মার সই কাঁকন করে।
ওর আবীর লোহ
ওর রঙীন মোহ
মুহু পড়ুক ঝরে ঝরে ভুবন 'পরে।

(৩১)

ওগো যে বাণ গড় নীল কমল দিয়ে
নীল নয়ন-কোণে রাখ তায় লুকিয়ে !
আর আমের কুঁড়ি
রয় যে বাণ জুড়ি'
সে যে পুলক-ফুলে তনু ছায় ভরিয়ে !

(৩২)

তুমি যে বাণ গড় রাঙা অশোক ফুলে
রাঙা ঠোঁটেই সে রয় ?—কিবা কপোল-মূলে ?
অরবিন্দ আছে
কোন্ হিয়ার মাঝে ?
কোন্ হাসির তূণে মল্লিকায় থুলে ?

(৩৩)

যার ধনুক ছিল গড়া—কুসুম দিয়ে—
এই রঙের গুঁড়া তারি ভস্ম কি এ !
এই আবীর মোহ
তারি বুকের লোহ !
তার চুমার রাঙা গেছে এই সঁপিয়ে !

(৩৪)

যেথা প্রেমের হাওয়া বয় সেথাই হোরি !
যেথা হিয়ার রাঙা রং রাঙায়, গোরী !

যেথা কুসুম ফুটে
ওঠে প্রাণের পুটে
যেথা ফাগুন জুটে দিন ক্ষণ বিসরি।

(৩৫)

ভালো- বাসার মানে এই—ফাগেই নাওয়া
ভালো- বাসার প্রাণে চির-রঙীন্ হাওয়া
সে যে গুলাব-গোলা
রঙে লহর তোলা
আঁখি- জলের বানে সে যে মাণিক পাওয়া।

(৩৬)

ও কে কিশোর ঠোঁটে শিশ্ ভারি দিয়েছে!
শ্যামা পাখীর শিশে টিট্‌কারী দিয়েছে!
ও যে মুকুল মনে
যৌবনের ক্ষণে
মরি রঙের রসে পিচ্‌কারী দিয়েছে!

(৩৭)

ওতো ঝরেই যাবে ও যে ফাগের গুঁড়া
তবে আবীর উড়া' রাঙা আবীর উড়া'
তবে চলুক হাসি
তবে বলুক বাঁশী
গলে গলুক হিয়া সুখে সোহাগ কুড়া'।

(৩৮)

প্রাণে আবীর আছে যার হোলি খেল
অনু- রাগের রাঙা জাল মেল মেল !
চির স্বপন গাঁথা
যার আঁখির পাতা
ওগো সরম-বাধা সেই পায়ে ঠেল ।

(৩৯)

—সখী আবীর গোলে বল্ কি জল দিয়ে ?
—আঁখি- গুলাব কুঁড়ি সই ! নিঙাড়িয়ে !
অনুরাগের আবীর
আর জল দু'আঁখির
সাঁচা হোলির খেলা হায় ইহাই নিয়ে ।

(৪০)

মরি কি দুখ মনে হায় কি দুখ রে তার,—
পিচ্- কারীর কলে রং টানেই নি যার ;
ও যে মেলার মাঝে
একা উদাস আছে
ওযে খেলার সাজে ফেলে চক্ষের ধার ।

(৪১)

যদি নেহাৎ দেবে তবে না হয় বরং—
দাও আবীর চুলে গায়ে বাসন্তী রং !

যদি ফাগুন লাগে
তবে রঙীন ফাগে
আজি রাঙাও মোরে প্রাণে বাজাও সারং।

(৪২)

গেছে হোলীর হাওয়া চলে মাটির নীচে!
ছাখ্ রঙের রসে সারা কানন ভিজে!
পিচ্- কারীর মত
তৃণ- কুসুম যত
একি রভস-ভরে মরি তরঙ্গিছে!

(৪৩)

রঙে বাউল সেজে পথে এলাম ধেয়ে!
রাঙা আবীর মেখে নব ফাগুন পেয়ে!
দোলে দোলায় হিয়া
কোন্ স্বপন-প্রিয়া
আজ সবার চোখে তাই তাকাই চেয়ে!

(৪৪)

হের হোলির শেষে মোর আঙিয়া গো
শত রঙের রসে গেছে রাঙিয়া গো!
আছে ডালিম ফুলি
আছে মলিন ধূলি
আমি নিজেই নিছি সব মাঙিয়া গো!

(৪৫)

কে যে কুসুম-ফুলি রং দিল কাপড়ে !
দিল গুলাল্ কেবা মোর মনে না পড়ে
মোর সকল বেলা
গেছে খেলেই খেলা,
হায় হিসাব যদি চাও পড়ি ফাঁপরে !

(৪৬)

ওরে আবীর যদি আজ না তোর জুটে
তবে পথের ধূলি তুলে নে তুই মুঠে !
যদি পরব লাগে
যদি হৃদয় জাগে
তবে ধূলার ফাগে হোলি নে তুই লুটে।

(৪৭)

—সখী ! কেমন হ'ল তোর হোলির মেলা ?
—শুধু স্মৃতির ভরা পিচ্‌কারীর খেলা !
শুধু স্বপন-লেখা
হারা হাসির রেখা
একা হোলীর ছলে আঁখি-সলিল ফেলা।

(৪৮)

মিছে পথের পানে চাওয়া ব্যাকুল চোখে
তারে যে তোর আজি ডেকে নে তুই ওকে ;

নেরে আপন ক'রে
ওরে নয়ন-লোরে
রঙে রঙিন ক'রে রাখ্ হৃদয়-লোকে।

(৪৯)

ওকি ধূলেই যাবে ওযে রঙের রাজা
ওকি শুধুই খেলা ওযে আধেক সাজা
মিছে কপাল ভাঙা
ওযে দ্রাবক রাঙা
ওযে দারুণ দাগা ওযে আগুন তাজা।

(৫০)

কত জনম যেচে কত পেলাম হাসি
কত মরণ সেঁচে আঁখি-সলিল-রাশি
কত স্বপন-গোপী
গেছে আবীর সঁপি'
কত যুগের লেহা প্রাণে জুয়ায় আসি।

আলোক লতার ডোর

(গান)

(ও আমার)　আলোক লতার ডোর !
কি জালে হায় জড়িয়ে দিলে—
কি ছলে মন মোর !
আমার চির-সজ্জা তুমি
　　পুলক-বরণি !
আমার চির লজ্জা তুমি
　　হৃদয়-হরণি !
ফসল তুমি নিস্ফলতার
　　ও মোর মনচর !
জীবনে মোর বিজন সাথী
　　মনে স্বপন-ঘোর ।

গান

রাতের দেবতা দিয়েছিল যারে
　　দিনের দেবতা নিয়েছে কেড়ে,
না পোহাতে রাতি স্বপনের সাথী
　　স্বপনেরি মত গিয়েছে ছেড়ে ।
আঁধারের হিয়া মধুর করিয়া
চলে গেছে মোর সকল হরিয়া
ডুবে গেছে চাঁদ তবু উন্মাদ
　　জোয়ারের জল উঠিছে বেড়ে ।

পাগল পরশ অঙ্গে লেগেছে
পাগল হয়েছি তাই গো,
পাগল-করা সে যুগল আঁখির
নাগাল কোথায় পাই গো।
অন্ধ যামিনী বন্ধু আমার।
অন্ধ হিয়ার জান হাহাকার
দেখ দেখ মোর জীবন আঁধার
ভুবনে কি মসী দিয়েছে মেড়ে!

গান

(হায়) তোমার আমি কেউ নহি গো
সকল তুমি মোর,
(আজ) চাইলে তোমায় পাই যে কাছে
(আর) নাই যে তেমন জোর।
(ওগো) হৃদয় তবু হাহাকারে,
(কেন) কেবল ডাকে হায় তোমারে,
(আমার) আকুল আঁখি তোমায় খোঁজে
খোঁজে আঁখির লোর।
(এই) ভুবন-ভরা শূন্যতা আর সইতে পারিনে,
অন্ধকরা অন্ধকারের অন্ত হেরিনে,
(আমি) সকল বেলা কেবল ভাবি
কোথাও কিছু নাইক দাবী,
(হায়) বিনি সূতার মালা মোদের
(মাঝে) নাই রে বাঁধন-ডোর।

সাগর-সৈকতে

(গান)

(আমার) বন্ধু আছে সিন্ধু পারে
(সে কথা) ভুল্‌তে পারিনে;
(ও তাই) অকূল ঢেউয়ে নয়ন রাখি
(আঁখি) তুল্‌তে পারিনে।
(আমি) কাঁদতে আসি নিরজনে,
(সাগর) ডুবিয়ে সে ছায় গরজনে;
(আমি) আপন মনেও মনকে আমার
(তেমন) খুল্‌তে পারিনে।

(আহা) বন্দী আছে বন্ধু আমার
(ওগো) কেমন শিকলে?
(ওগো) বিরহী ওই বিদ্রোহী ঢেউ
(আজ) লুটায় বিকলে!
সিন্ধুশায়ী পর্ব্বতেরে
কি চোখে সে আজ্‌কে হেরে,
(আজ) কি ভেবে দুই আঁখি ভরে
আঁখিরই জলে!

(তোরা) কেমন ক'রে থাকিস্‌ ভুলে
বল্‌তে পারিনে;
(আমি) ব্যাকুল স্মৃতির বকুল মালা
(পায়ে) দল্‌তে পারিনে।

(আমি) পরের কথায় আপন জনে
করতে নারি তফাৎ মনে,
(ওগো) ঘরের পরের গঞ্জনাতেও
টল্‌তে পারিনে।

গান

(আমি) ডাক্‌ছি তারে আঁখিব ধারে গো
(সে কি তা') জান্‌তে পারে না!
(হায়) পরাণ-ডুরির এই বিথারে গো
(তারে) টান্‌তে পারে না!
ডাক্‌ছি তারে মন্‌-গোপনে মনের কামনা
তার তরে মোর উদাস আঁখি মন যে উন্মনা
প্রাণের স্পন্দ ছোঁয় না কি প্রাণ গো
(কাছে) আন্‌তে পারে না!
শুন্‌তে না পাক—না পাক আমার সুদূর এ আহ্বান
(ও তার) শুন্‌তে না পাক কান।
বাস্‌লে ভালো প্রাণের এ ডাক শুন্‌ত যে পরাণ
(ওগো) কাঁদন নাগাল পায় না তারে গো
(মন আমার) মান্‌তে পারে না।

ঊর্দ্ধবাহুর প্রেম

গেরুয়া যাহার ব্যক্ত হ'ল রক্ত চেলীর ভিতর থেকে
কুশণ্ডিকার রঙিন্ শিখায় শিউরেছে যে গেরুয়া দেখে
হঠাৎ শুভ শঙ্খ সনে
বাজ্‌ল শিঙা যাহার মনে
জানি গো তার ভাগ্যে বিধি বারেবারেই উল্টো লেখে।

বরষ পরে বরষ গেছে, গেছে কত দিবস নিশা
নামেনিক ঊর্দ্ধ চক্ষু ছিল জেগে চাতক-তৃষা
আকাশ-মুখো তর্জ্জনীটা
শুকিয়ে কখন হ'ল শিঠা
নাইক খেয়াল গঙ্গা কখন জোয়ার শেষে হ'ল কৃশা!

তবু হঠাৎ বন্যা এল—ফাগুন এল আগুন জ্বেলে!
পাটল ধূলা উড়িয়ে হাওয়া দিল অশোক পলাশ মেলে;
শিথ্‌লে দিয়ে গেরুয়া আঁচল
বা'র হ'ল ফের চেলীর নিচোল
অকালে হায় প্রেমের বোধন সকল বিধি-বিধান ঠেলে

অসময়ের এই যে মাতন জম্‌ল না সে তেমন ক'রে
দরদী ঠিক জুট্‌ল না কেউ প্রৌঢ় দিনের শেষ বাসরে;
কোথায় কিসের রইল বাধা
গেল না ঠিক কাউকে বাঁধা
ঊর্দ্ধবাহু সন্ন্যাসীর এই একটা বাহুর বাহুর ডোরে

তাজ

কবর যে খুসী বলে বলুক তোমায়
আমি জানি তুমি মন্দির !
চির-নিরমল তব মূরতির ভায়
মৃত্যু নোয়ায় নিজ শির !
প্রেমের দেউল তুমি মরণ-বেলায়,
শিরোমণি তুমি ধরণীর।

তীর্থ তুমি গো তাজ নিখিল প্রেমীর,
মরমীর হিয়ার আরাম,
অশ্রু-সায়রে তুমি অমল-শরীর
কমল-কোরক অভিরাম !
তনু-সম্পুট তুমি চির-ঘরণীর,
মৃত্যু-বিজয় তব নাম !

ঘুমায় তোমাতে প্রেম-পূর্ণিমা-চাঁদ,—
এমন উজ্জল তুমি তাই,
চাঁদের অমিয়া পেয়ে এই আহ্লাদ
কোনোখানে কিছু ম্লানি নাই ;
ওগো ধবলিয়া মেঘ ! আলোর প্রসাদ
ঝরে ঘিরি' তোমারে সদাই !

যমুনা প্রেমের ধারা জানি দুনিয়ায়,—
তীর তার ঘিরি চিরদিন
পিরীতির স্মৃতি যত জেগে আছে, হায়,
অতীত প্রেমের পদ-চিন্,
ব্রজে কিবা মথুরায় কিবা আগ্রায়
রাজা ও রাখাল প্রেমে লীন।

প্রেম-যমুনার জল প্রেমে সে বিধুর
কাজ্‌রী-কাফিতে উন্মাদ—
গোকুলে সে পিয়াইল রসে পরিপূর
পিরীতির মহুয়া অগাধ ;
শাজাহাঁ-তাজের প্রাণে সঁপিল মধুর
দম্পতী-প্রেমের সোয়াদ !

জগতে দ্বিতীয় রুরু রাজা শাজাহান
দেবতার মত প্রেম তার,
দিয়ে দান আপনার অর্দ্ধেক প্রাণ
মরণ সে ঘুচাল প্রিয়ার।
মরণের মাঝে পেল সুধা-সন্ধান,
মৃত প্রিয়া স্মরণে সাকার !

কী প্রেম তোমার ছিল—চির-নিরলস,
কী মমতা হে মোগল-রাজ !
পালিলে শোকের রোজা কত না বরষ—
ফল ভখি, পরি' দীন সাজ !
কৃচ্ছ্রের শেষে বিধি পূরাল মানস—
উদিল ইদের চাঁদ—তাজ।

ভেবেছিলে শোকাহত ! হারায়ে প্রিয়ায়
ভেবেছিলে সব হ'ল ধূল ;
হে প্রেমী ! বেঁধেছে বিধি একটি তোড়ায়
চামেলি ও আফিমের ফুল ;
ঝরেছে আফিম-ফুল মরণের ঘায়,
বাঁচে তবু চামেলি অতুল !

টুটেছে রূপের বাসা, জেগে আছে প্রেম,
বেঁচে আছে চামেলি অমল ;
মরণে পুড়েছে খাদ, আছে শুধু হেম
যাত্রীর চির-সম্বল,
কামনা-আকুতি-হীন আছে প্রেম, ক্ষেম,
অমলিন আছে আঁখিজল।

রচিয়াছ রাজা-কবি ! কাহিনী প্রিয়ার,
আঁখিজল-জমানো বরফ-
সমতুল মর্ম্মর—কাগজ তুহার,
দুনিয়ার মানিক হরফ ;
বিরহী গেঁথেছ এ কি মিলনের হার !
কায়া ধরি' জাগে তব তপ !

ভালোবাসা ভেঙে যাওয়া সে যে হাহাকার,
তার চেয়ে ব্যথা নাই, হায় ;
প্রেম টুটিবার আগে প্রেমের আধার
টুটে যাওয়া ভালো বসুধায় ;
নিরাধার প্রেমধারা ভরি সংসার
উছলি পরশে অমরায়।

সে প্রেম অমর করে ধরার ধূলায়,
সে প্রেমের রূপ অপরূপ,
সে প্রেম দেউল রচি' আকাশ-গুহায়
জ্বালে তায় চির-পূজা-ধূপ ;
সম্রাট ! সেই প্রেম প্রাণে তব ভায়
মরলোকে অমৃত স-রূপ।

(সে প্রেমের ভাগ পেয়ে শিলামর্ম্মর
মর্ম্মের ভাষা কয় আজ,
কামিনী-পাপড়ি হেন হয় প্রস্তর,
হয় শিলা ফুলময় তাজ !
চামেলি মালতি যূথীময় সুন্দর
ছত্রে বিরাজে মমতাজ !)

যে ছিল প্রেয়সী, আজি দেবী সে তোমার
তুমি তার গড়েছ দেউল,
অঞ্জলি দেছ রাজা ! মণি-সম্ভার
কাঞ্চন-রতনের ফুল।
ঢেকেছ মোতির জালে দেহ-বেদী তার
অশ্রু-মুকুতা-সমতুল।

সিংহলী নীলা, রাঙা আরবী প্রবাল,
তিব্বতী ফিরোজা পাথর,
বুন্দেলী হীরা-রাশি, আরাকানী লাল,
সুলেমানী মণি থরে থর,
ইরানী গোমেদ, মরকত থাল থাল
পোখ্‌রাজ, বুঁদি, গুল্‌নর,

চার-কো পাহাড়-ভাঙা মসী-মর্ম্মর,
চীনা তুঁতী, অমল স্ফটিক,
যশল্‌মীরের শোভা মিশ্র-বদর
এনেছ ঢুঁড়িয়া সব দিক,
মধুমৎস্থিব্‌ মণি ছুধিয়া পাথর
দেউলে দেওয়ালী মণি-শিখ।

সাত-শো রাজার ধন মানস-মাণিক
সঁপেছ তা সবার উপর,
তাই তো তাজের ভাতি আজি অনিমিখ্
তাই তো সে চির সুন্দর ;
তাই শিস্ দিয়ে ফেরে নন্দন-পিক
গায় কানে গান মনোহর।

তাই তব প্রেয়সীর শুভ কামনায়
ওঠে যবে প্রার্থনা-গান,
মর্ম্মর গুম্বজ ভরি' ধ্বনি ধায়,—
পরশে সে সপ্ত বিমান,
লুফে লুফে ব্যোমচারী মুখে মুখে তায়
দেবতায় সঁপে সেই তান।

(সে ছিল বধূ ও জায়া, মাতা তনয়ের,
তবু সে যে উর্ব্বশীপ্রায়
চিরপ্রিয়া, চির-রাণী, নিধি হৃদয়ের,
চির-প্রেম লুটে তার পায় ;
চির-আরাধনা সে যে প্রেম-নিষ্ঠের
চির-চাঁদ স্মৃতি-জ্যোৎস্নায়।)

বাদ্‌শাহী উবে গেছে, ডুবেছে বিলাস,
ভালোবাসা জাগে শুধু আজ,
জেগে আছে দম্পতী-প্রেম অবিনাশ,
জেগে আছে দেহি প্রেম তাজ ;
জগতের বুক ভরি উজলি' আকাশ,
প্রিয় স্মৃতি করিছে বিরাজ।

(উজ্জ্বল টুক্‌রা তাজ চন্দ্রলোকের
পড়েছে গো খসে ছুনিয়ায়,
এ যে মহা-মৌক্তিক দিগ্‌বারণের
মহাশোক-অঙ্কুশ-ঘায়
এসেছে বাহিরি',—নিধি সৌন্দর্য্যের—
প্রেমের কিরীটে শোভা পায়।)

মনো-যতনের সনে মণি-রতনের
দিল বিয়া রাজা শাজাহান,
পুণ্য-প্রতিমা পানে চাহিয়া তাজের
কেটে গেল কত দিনমান,
বিরহীর অবসান হ'ল বিরহের
যেইক্ষণে টুটিল পরাণ।

(সাধক পাইল ফিরে সাধনার ধন,
প্রেমিক পাইল প্রেমিকায়,
হৃদয় হৃদয় পেল, মন পেল মন,
কবরে মিলিল কায়ে কায় ;
ঘটাইল বারে বারে নিয়তি মিলন
জীবনে,—মরণে পুনরায়।)

*   *   *

(গোলাপ ফোটে না আর,—গোলাপের বাস
হেথা তবু ঘোরে নিশিদিন,
আকাশের কামধেনু ঢালে স্মিত হাস
শীর্ণির ক্ষীরধারা ক্ষীণ ;
মৌন হাওয়ায় পড়ে চাপা নিশ্বাস
যমুনা সে শোনে তটলীন।)

মরণের কালি হেথা পায় না আমল,
শ্মশান—ভীষণ তবু নয়,
বিলাস-ভূষণে তাজ নহে টল্‌মল্
রাজা হেথা প্রতাপী প্রণয় ;
মৃত্যুর অধিকার করিয়া দখল
জাগে প্রেম, জাগে প্রেমময়।

আজিকে দুয়ারে নাই চাঁদির কবাট—
মোতির কবর-পোষ আর,
তন্নু-বেদী ঘিরি' নাই কাঞ্চন-ঠাট,
বাগিচায় নাহিক বাহার ;
তবু এ অভ্রভেদী জ্যোৎস্না জমাট
রাজাসন প্রেম-দেবতার।

মখ্‌মল-ঝল্‌মল্ পড়ে না কানাৎ
শাজাদীরা আসে না কেহই,
করে না শ্রাদ্ধ-দিনে কেহ খয়রাৎ
খির্‌নির তরুগুলি বই ;
বাদশা ঘুমান্ হেথা বেগমের সাথ ;—
অবাক ! চাহিয়া শুধু রই !

(ঝরে গেছে মোগলের আফিমের ফুল—
মণিময় ময়ুর-আসন,
কবরে জেগেছে তার চামেলি-মুকুল
মরণের না মানি শাসন ;
অমল সে ফুলে চেয়ে যত বুল্‌বুল্
জুড়িয়াছে পুলক-ভাষণ।)

জিত মরণের বুকে গাড়িয়া নিশান;
জয়ী প্রেম তোলে হের শির,
ধবল বিপুল বাহু মেলি চারিখান
ঘোষে জয় মৌন গভীর,
চির সুন্দর তাজ প্রেমে নিরমাণ
শিরোমণি মরণ-ফণীর।

কবর-ই-নূরজাহান্

"বর্ ম্যজারে মা গরীবাঁ স্তঃ চেরাগে স্তঃ গুলে !
স্তঃ পরে পরমানা সুজদ্ স্তঃ স্তুতায়ে বুলবুলে ॥"

আজকে তোমায় দেখতে এলাম জগৎ-আলো নূরজাহান!
সন্ধ্যা-রাতের অন্ধকার আজ জোনাক-পোকায় স্পন্দমান।
বাংলা থেকে দেখতে এলাম মরুভূমির গোলাপ ফুল,
ইরান দেশের শকুন্তলা! কই সে তোমার রূপ অতুল?
পাষাণ-কবর-বোরকা খোলো দেখ্‌ব তোমায় সুন্দরী!
দাঁড়াও শোভার বৈজয়ন্তী ভুবন-বিজয় রূপ ধরি।
জগৎ-জেতা জাহাঙ্গীরের জগৎ আজি অন্ধকার,
জাগ তুমি জাহান্-নূরী আলোয় ভর দিক আবার;
কর গো হৃতশ্রী ধরায় রূপের পূজা প্রবর্ত্তন—
কত যুগ আর চল্‌বে অলীক পরীর রূপের শব-সাধন?
(জাগাও তোমার রূপের শিখা, মরে মরুক পতঙ্গ;
রতির মূরতিতে জাগ, অঙ্গ লভুক অনঙ্গ।)
রূপের গোলাপ রোজ ফোটে না বুল্‌বুলে তা জানে গো,
গোলাপ ঘিরে পরস্পরে তাই তারা ঠোঁট হানে গো;—

তুচ্ছ রূপার তরে মানুষ করছে কত দুষ্কৃতি,
রূপের তরে হানাহানি, তার চেয়ে কি বদ্ রীতি ?
খনির সোনা নিত্য মেলে হাট বাজারের দুইধারে,
রূপের সোনা রোজ আসে না, বেচে না সে পোদ্দারে।

*　　　*　　　*

রূপের আদর জান্‌ত সেলিম, রূপ-দেবতায় মান্‌ত সে ;
সোনার চেয়ে সোনা মুখের ঢের বেশী দাম জানত সে ;
বিপুল ভারত-ভূমির সোনা সঞ্চিত তার ভাণ্ডারে
তবুও কেন ভরল না মন ?　হায় তৃষিত চায় কারে ?
তোমার সোনা মুখটি স্মরি' পাগল-সমতুল্য সে,
রূপের ছটায় ঝল্‌সেছে চোখ পুণ্য পাতক ভুল্‌ল সে,—
রক্ত-সাগর সাঁৎরে এসে দখল পেল পদ্মটির
রূপের পাগল, রূপের মাতাল, রূপের কবি জাহাঙ্গীর।—
টাঁকশালে সে হুকুম দিল তোমায় পেয়ে পূর্ণকাম
"টাকায় লেখ জাহাঙ্গীরের সঙ্গেতে নুরজাহাঁর নাম।"
মোহরে নাম উঠল তোমার, লেখা হল তায় শ্লোকে,—
"সোনার হ'ল দাম শতগুণ নুরজাহানের নাম যোগে।"

*　　　*　　　*

মরুভূমির শুষ্ক বুকে জন্মেছিলে সুল্‌তানা।
গরীব বাপের গরব-মণি সাপের ফণা আস্তানা।
তোমায় ফেলে আস্‌ছিল সব, আস্‌তে ফেলে পারল কই ?
দৈন্য দশার নির্ম্মমতা টিঁকল না দু' দণ্ড বই।
জয়ী হ'ল মায়ের অশ্রু, টলে গেল বাপের মন,
ফেলে দিয়ে কুড়িয়ে নিল স্নেহের পুতুল বুকের ধন।
মরুভূমির মেহেরবানী।　তুমি মেহের-উন্নিসা।
তোমায় ঘিরে তপ্ত বালুর দহন চির-দিন-নিশা।

পথের প্রসূন! তোমার রূপে দুর্নিয়তি আকৃষ্ট—
ফেলে-দেওয়া কুড়িয়ে-নেওয়া এই তো তোমার অদৃষ্ট!)

* * *

দিনে দিনে উঠলে ফুটে পরীস্থানের জরীন্ গুল্!
মলিন করে রূপ রাণীদের ফুট্‌ল তোমার রূপের ফুল।
রূপে হ'লে অপ্সরী আর নৃত্যগীতে কিন্নরী,
শ্লোক-রচনায় সরস্বতী ধী-শ্রীমতী সুন্দরী,
তীর ছোড়া আর ঘোড়ায় চড়ায় জুড়ি তোমার রইল না,
এমন পুরুষ ছিল না যে মূরত বুকে বইল না।
রূপের গুণের খ্যাতি তোমার ছাইল ক্রমে সব দিশা,
নারীকুলের সূর্য্য তুমি, তুমি মেহের-উন্নিসা!
বাদশাজাদা দেখল তোমায়—দেখল প্রথম নওরোজে,
খুসী দিলের খুস্‌রোজে তার জীবন মরণ দুই যোঝে।
খস্‌ল হঠাৎ ঘোমটা তোমার সরম-রাঙা মুখখানি
এঁকে গেল যুবার বুকে রূপরাণী গো রূপরাণী!
বাদশাজাদা চাইল তোমায়, বাদশা হ'লেন তায় বাদী;
শের আফগানের বিবি তুমি হ'লে অনিচ্ছায় কাঁদি।
বাঘ মারে শের শুধু হাতে তোমায় পাওয়ার হর্ষে গো,
বর্দ্ধমানের মাটি হ'ল রাঙা তোমার স্পর্শে গো।

* * *

দিনের পরে দিন গেল ঢের ছটা ঋতুর ফুল-বোনা,
বাদশাজাদা বাদশা হ'ল তোমায় তবু ভুল্‌ল না;
অন্যায়ের সে বৈরী চির ভুল্‌ল হঠাৎ ধর্ম্ম-ন্যায়
ডুবে ভেসে তলিয়ে গেল রূপের মোহের কি বন্যায়।
কুচক্রে তার প্রাণ হারাল সরল পাঠান মহাপ্রাণ।
উদারচেতা সিংহ-জেতা সিংহ-তেজা শের আফগান;

সেলিমের দুধ-মায়ের ছেলে সুবাদারীর তৃষ্ণাতে
মারতে এসে পড়ল মারা শেরের অসি-সংঘাতে ;
(তেজস্বী শের ঘৃণ্য কুতব পাশাপাশি ঘুমায় আজ
রাঢ়ের মাটি রাঙিয়ে দ্বিগুণ জাগছে জাহাঙ্গীরের লাজ)
সকল লজ্জা ডুবিয়ে তবু জাগ্‌ছে নারী তোমার জয় !
সকল ধনের সার যে তুমি, রূপ সে তোমার তুচ্ছ নয়।

*   *   *

পাল্কী এল "আগ্রা চল"—শাহান্‌শাহের অন্দরে,
কাছে গিয়ে দেখ্‌লে তফাৎ, আঘাত পেলে অন্তরে।
মহলে কই বাদশা এলেন ? মৌনে ব্যথা সইলে গো,
চোদ্দ আনা রোজ খোরাকে রং-মহলে রইলে গো।
রেশমী পটে নক্সা এঁকে, গড়ে ফুলের অলঙ্কার,
বাঁদী দিয়ে বিক্রী ক'রে হ'ত তোমার দিন-গুজার ;
সাদা-সিধা সুতির কাপড় আপনি পরে থাক্‌তে গো,
চাকরাণীদের রাণীর সাজে সাজিয়ে তুমি রাখতে গো।
স্পর্শে তোমার জুঁই-বুরুজের শিলায় শিলায় ফুট্‌ল ফুল,
রূপে গুণে ছাপিয়ে গেল রং-মহলের উভয় কূল।

*   *   *

কথায় বলে মন না মতি,—সেলিমের মন ফিরল শেষ,—
হঠাৎ তোমার কক্ষে এল, দেখল তোমার মলিন বেশ ;
দেখ্‌ল তোমার পুষ্প-কান্তি, দেখ্‌ল জ্যোতির পুঞ্জ চোখ,
ভুলে গেল খুনের আড়াল, ভুল্‌ল সে দুধ-ভায়ের শোক।
বাদ্‌শা সুধান্ "এ বেশ কেন ? নিজের দাসীর চাইতে ম্লান !"
জবাব দিলে "আমার দাসী—সাজাই যেমন চায় পরাণ।
তোমার দাসীর অঙ্গে খাৃমিন্ ! তোমার খুসীর মতন সাজ।"
বাদশা বলেন "সত্যি কথা, দিলে আমায় উচিত লাজ,

আজ অবধি প্রধান বেগম তুমি মেহের ! সুন্দরী !
চল আমার খাস্‌মহলে মহল-আলো অপ্সরী।
সিংহাসনে আসন তোমার, আজ থেকে নাম নূরমহল,
বাদশা তোমার গোলাম, জেনো, করেছ তার দিল্ দখল্।"

* * *

পাঁচ-হাজারের এক এক মোতি, এম্‌নি হাজার মোতির হার
বাদ্‌শা দিলেন কণ্ঠে তোমার।সাত-সাগরের শোভার সার।
বাদ্‌শার উপর বাদ্‌শা হ'লে বাদ্‌শা হ'লেন তোমার বশ,
অফুরাণ যে স্ফূর্ত্তি তোমার, অগাধ তোমার মনের রস।
দরবারে বার দিলে তুমি রইলে নাকো পর্দ্দাতে,
জাহাঙ্গীর সে রইল শুধু ব্যস্ত তোমার চর্চ্চাতে।
পিতা তোমার মন্ত্রী হলেন, তুমি আসল শাহান্‌শা,
সেনা-নায়ক ভাইটি তোমার যোদ্ধ, কবি আসফ জা।
দেশে আবার শান্তি এল ভারত জুড়ে মহোৎসব—
বাড়ল ফসল শিল্প-কুশল হ'ল ফিরে শিল্পী সব।
নূতন কত শিল্প প্রচার করলে ভারত মণ্ডিতে—
ফুলের আত্মা আতর হ'ল অমর হ'ল ইঙ্গিতে।
তুমি গো সাম্রাজ্য-লক্ষ্মী কর্ম্মে সদা উৎসাহী
জাহাঙ্গীরের পাঞ্জা নিয়ে করলে নারী বাদসাহী;
নারীর প্রতাপ, প্রতিভা আর নারীর দেখে মন্ত্রবল
দরবারী সব চটল মনে, উঠল জ্বলে ওমরাদল ;
বাদ্‌শাজাদা খুরম্ এবং দশহাজারী মহব্বৎ
বিষম হ'ল বৈরী তোমার তবুও তুমি সূর্য্যবৎ
রইলে দীপ্ত, রইলে দৃপ্ত করলে নিরোধ সব হানা
ধী-শ্রী-ছটার ছত্র মাথায় ছত্রবতী সুল্‌তানা!
বাদ্‌শা যখন নজর-বন্দী মহব্বতের ফন্দীতে
চললে তুমি সিংহী সম চল্‌লে স্বয়ং রণ দিতে ;

হাতীর পিঠে হাওদা এঁটে ঝিলাম-নদের তরঙ্গে
ঝাণ্ডা তুলে লড়তে এলে মাতলে তুমি কী রঙ্গে ;
শত্রু মেরে করলে খালি তীরে-ভরা তিন্‌টে তূণ,
আঘাত পেয়ে কর্ণে কাঁধে যুঝলে তবু চতুর্গুণ ;
দুষমনেরা উঁচু ডাঙায়, তুমি নদীর গর্ভে গো,
তোমার হানায় অধীর তবু ভাবছে কি যে করবে গো ;
হঠাৎ বেঁকে বস্‌ল হাতী বিমুখ হ'ল অস্ত্র-ঘায়
ফিরলে তুমি বাধ্য হয়ে ক্ষুব্ধ রোষের যন্ত্রণায়।
বন্দী স্বামীর মোচন-হেতু হ'লে এবার বন্দিনী,
মহব্বতের মুঠা শিথিল করলে ইরাণ-নন্দিনী ;
জিতে তবু হারল শত্রু, করলে তুমি কিস্তিমাৎ,
তোমার অস্ত্র অমোঘ সদা, তোমার অস্ত্র সে নির্ঘাত ;
(ফকীর-বেশে শত্রু পালায়, তোমার হল জয় শেষে,—
তোড়ে তোমার ঐরাবত ঐ মহব্বত-খাঁ যায় ভেসে)।

* * *

আজ লাহোরের সহরতলীর কাঁটাবনের আব্‌ডালে
লুপ্ত তোমার রূপের লহর জঙ্গলে আর জঞ্জালে,
জীর্ণ তোমার সমাধি আজ, মীনার বাহার যায় ঝরি,
আজকে তুমি নিরাভরণ চিরদিনের সুন্দরী !
হোথা তোমার স্বামীর সমাধ যত্নে তোমার উজ্জ্বল ভায়
ঝল্‌মলিছে শাহ-ডেরা রতন-মণির আল্‌পনায়।
গরীব বাপের গরীব মেয়ে তুমি আছ এক্‌লাটি,—
সিংহাসনের শোভার নিধি পালং তোমার আজ মাটি !
শাহ ডেরার সুপ্ত মালিক জেগে তোমায় ডাক্‌ছে না,
তুমি যে আর নাইকো পাশে সে খোঁজ সে আজ রাখ্‌ছে না।
সূক্ষ্ম সোনার সূতায় বোনা নাই সে গদি তোমার হায় !
আজকে তোমার বুকে পাথর, মাথায় পাথর, পাথর পায়।

বিস্মরণী লতার বনে ঘুমাও মাটির বন্ধনে,
গোরী! তোমার গোরের মাটি রূপের গোপীচন্দন এ।
সোহাগী! তোর দেহের মাটি স্বামী-সোহাগ সিঁদুর গো,
জীর্ণ তোমার শ্রীহীন কবর বিশ্বনারীর শ্রী-দুর্গ।

*   *   *

শিয়রে কি লিখন লেখা! অশ্রুভরা করুণ শ্লোক,—
এ যে তোমার দৈববাণী জাগায় প্রাণে দারুণ শোক;—
হে সুলতানা! লিখেছ এ কী আফশোষে সুন্দরী!
লিখছ তুমি "গরীব আমি" পড়তে যে চোখ যায় ভরি।—
"গরীব-গোরে দীপ জ্বেল না ফুল দিয়ো না কেউ ভুলে—
শামা পোকার না পোড়ে পাখ, দাগা না পায় বুল্‌বুলে।"
সত্যি তোমার কবরে আর দীপ জ্বলে না, নূরজাহান!
সত্যি কাঁটার জঙ্গলে আজ পুষ্পলতার লুপ্তপ্রাণ।
নিঃস্ব তুমি নিরাভরণ ধূসর ধূলির অঙ্কেতে,
অবহেলার গুহার তলায় ডুব্‌ছ কালের সঙ্কেতে
ডুব্‌ছে তোমার অস্থিমাত্র—স্মৃতি তোমার ডুব্‌বে না,
রূপের স্বর্গে চিরনূতন রূপটি তোমার যায় চেনা।
সেথায় তোমার নাম ঘিরে ফুল উঠছে ফুটে সর্ব্বদাই,
অনুরাগের চেরাগ যত উজল জ্বলে বিরাম নাই,
চিত্ত-লোকে তোমার পূজা—পূজা সকল যুগ ভরি'
মোগল-যুগের তিলোত্তমা! চিরযুগের সুন্দরী!

'জাগৃহি'

পাপ্‌ড়ি-ঝরা পুরাতনের পাণ্ডুবরণ পদ্মচাকী,—
তার মাঝে কে ঘুমিয়ে আছ,—নয়ন মেল,—তোমায় ডাকি ;
জাগ, ওগো ! ধূসর ধরার হিরণ-বরণ জীবন-কণা !
জাগ পুরাতনের পুরে নূতনেরি সম্ভাবনা !

পুরাতনের ডিম্ব টুটে বাইরে এস নূতন পাখী !
নূতন আঁখির আলোক দিয়ে অন্ধকারের ফুটাও আঁখি ;
জাগাও আশা নূতন আশা নূতন ছন্দ নূতন গতি
গরুড় যদি না হও তুমি সূর্য্যরথের হও সারথি।

শক্ত পাহাড় হচ্ছে গুঁড়া শক্তুসম পলে পলে
মহাকালের বজ্রকঠোর নিবিড় আলিঙ্গনের তলে।
মৌনমুখে যায় পুরাতন শক্তু-কলস মাথায় ক'রে
তুমি এস নূতন জীবন ! কুম্ভ তোমার সুধায় ভ'রে।

তুমি এস নূতন বর্ষে নূতন হর্ষ ! নূতন জ্যোতি।
সর্ষে-পারা বটের বীজে ভবিষ্যতের বনস্পতি।
এস অজয় !—পরাজয়ে, এস অমর ! মৃত্যুপুরে ;
বস ধূলায়,—আসন পেতে দূর্ব্বা-লতার শ্যামাঙ্কুরে।

বিধাতা আর ধাতায় মিলে ঘুরায় মুহু অয়ন্-ঘড়ি,
সমীর ফেরে শমী-বনে অগ্নিমন্থ মন্ত্র পড়ি ;
প্রাচীন দিনের সূর্য্য ঢলে প্রলয়-জলে শয্যা পেতে,
জাগ তুমি নূতন সূর্য্য ! নীহারিকার বুদ্বুদেতে।

পুরাতনের স্তম্ভ চিরে বাইরে এস সিংহতেজে,
জাগ জড়ের সুপ্ত জীবন গোপন শিখায় নয়ন মেজে ;
অবিশ্বাসের হোক্ অবসান, তুমিই তাহার নিশ্বাস রোধ' ;
অন্তরে হও আবির্ভূত হে আত্মদ ! বলপ্রদ !

বৈশাখী

বৈশাখ শুভ বৈশাখ তুমি
দেব-করুণায় মাখা,
মর্ত্ত্য লোকের দুয়ারে রোপিত
কল্পতরুর শাখা।
চম্পকে তুমি ফুল ধরায়েছ
রসালে রঙিন ফল,
দীপ্তি তোমার জপের মন্ত্র
ঝঞ্ঝা তোমার ছল।

কে বলে তোমায় রিক্ত ? তুমি যে
সত্য যুগের আদি,
আলো-শতদল হৃদয়ে তোমার
তুমি হে ব্রহ্মবাদী।
মহেশেরে তুমি পূজেছ পূজিছ
বৈশাখী চাঁপা-ফুলে,
কৌতুক তব কাল-বৈশাখী,
ধ্বজা তব মেঘে ধূলে।

বঙ্গে একদা জাগালে প্রতাপ
কনকোজ্জ্বল স্মৃতি,
পুণ্যাহ মাস বুকে তব লেখা
তার অভিষেক-তিথি ;
চাঁপার উগ্র গন্ধে হৃদয়
মাতাল হইয়া উঠে,
কাঞ্চন-নিভ বৈশাখী চাঁপা
রুদ্রের পায়ে লুটে।

ভারতে করিলে তুমি প্রবুদ্ধ
বুদ্ধেরে দিলে আনি,
এসিয়ার আলো চুমিল প্রথম
তোমার ললাটখানি।
হেম-চম্পক বরণ-বিভায়
ছাইল ধরণীতল,
শিবের চরণে পড়িল তোমার
অমল চাঁপার দল।

জগতের কবি প্রভাময় রবি
তোমারই অঙ্কে শোভে,
চন্দ্রলোকের চকোর মরতে
যার গীত-সুধা লোভে,
চম্পা-পেলব গানগুলি যার
পুলকে আলোক ছায়,—
হাজার হাজার চাঁপা-ফুল পড়ে
সুন্দর-শিব-পায়।

বিশাখা তারায় জন্ম তোমার
নাম তব বৈশাখ,
মধু দান তুমি দিলে দুনিয়ায়
ভাঙিয়া মধুর চাক,
পুণ্য ভানুর আলো-চন্দন
ললাটে তোমার আঁকা,
বৈশাখ শুভ বৈশাখ তুমি
কল্পতরুর শাখা।

নাগকেশর

রাজদুলালী কনক-চাঁপা ফুট্‌ল যেদিন,—তার দোসর
কাঞ্চীপুরের কাঞ্চনিয়া জুট্‌ল সেদিন নাগকেশর ;
মধু-নদের গন্ধ গায়
জুট্‌ল হঠাৎ দখিন বায়
হাওয়াই ঘোড়া ছুটিয়ে এল দখিন হ'তে এ সুন্দর !

মালঞ্চ আজ আলোয়-আলো মোহন রূপের গৌরবে,
আকাশ ভ'রে ঢেউ উঠেছে কিশোর তনুর সৌরভে ;
হিরণ্য-কেশ সূর্য্য তায়
তপ্ত চুমা দিচ্ছে হায়
সোনা হ'য়ে উঠল কেশর তাই কি ?—ভানুর বৈভবে ?

স্বর্ণ শরে পূর্ণ একি গন্ধরাজের তূণখানি !—
পুষ্পকান্তি ললাটে কার তিলক শোভে জাফ্‌রাণী !
মোতির পরে সোনার থর !
চাঁদের বুকে সূর্য্যকর !
সদ্য-জাগা যৌবনে এ কোন্ কামনার রাজধানী।

শঙ্খনাগের মাথায় ওকি সোনার চূড়া গজিয়েছে,
মাতা মধুর মাৎ নিয়ে হায় মাতিয়েছে মন মজিয়েছে ;
মৌমাছিরা মূর্চ্ছা পায়
গর্ম্মি হাওয়া ঝির্ম্মি যায়,
হলুদ ফাগে ভোম্‌রা গুলোয় বোল্‌তা হ'তে ভজিয়েছে।

চীনাংশুকে স্বর্ণমুষ্টি রয়েছে কার উজ্জ্বলি,
ইন্দু নেছে আঁচল পেতে ভানুর কনকাঞ্জলি !
বিশ্ব-কবি সেই কথাই—
লিখ্‌ছে শ্লোকে,—বিরাম নাই,—
ফুল হ'য়ে তার ফুট্‌ছে গো শ্লোক ছন্দে আলোক হিল্লোলি



বনমানুষের হাড়

(বাউলের সুর)

বনের হাওয়া উঠল মেতে ছুটল ভুবনে !
মনের পাগল জাগ্‌ল, ওসে জান্‌ল কেমনে !
ঘরবাসী তুই মনরে আমার পিঞ্জরে তোর বাড়,
(তবু) পঞ্জরে তোর জাগ্‌ছে কি ও ? বনমানুষের হাড় !
[কোরাস্] (ওযে) বনমানুষের হাড় !

(ওকি) ঘুমিয়ে ছিল মনের ঝোলায় প্রাণের অন্দরে,
জাগ্‌ল হঠাৎ বাউল হাওয়ার আউল মন্তরে !
"রাস" নাচে রে ঘূর্ণি বাতাস রোধ ক'রে নিশ্বাস !
মনের বুনো মাদল বাজায় কী তার যে উল্লাস !
উল্লাসে তার সামাল দিতে সৃষ্টিটা তোলপাড় !
[কোরাস্] (ওযে) বনমানুষের হাড় !

ধুলোয় ধুলোয় ধুলোয় ভরে ধুলোট করে কে !
ভাবের ধন আর ভবের মানুষ তুলোট করে রে !
বন ভেঙে কে নগর বসায়, নগর করে বন,
গুঁড়িয়ে দেউল ওড়ায় ফুঁয়ে মাতাল করে মন ;
চাড় দিয়ে কে পাহাড় তোলায়, ক্ষেপায় শিবের ষাঁড় !
[কোরাস্] (ওযে) বনমানুষের হাড় !

ভেল্ চলে গো ভুবন জুড়ে ভেল্‌কী চালায় সে !
হিসাব কিতাব গুলিয়ে দিয়ে শাস্ত্র জ্বালায় রে !

(ওসে) মানেই নাক' বেদের পুঁথি কিম্বা বেদব্যাস!
জ্বালিয়ে কেতাব আগুন পোহায় এম্‌নি বদ্ অভ্যাস!
আগুন লাগায় ভূত সে ভাগায় দেয় ক'রে সাবাড়!
[কোরাস্] (ওযে) বনমানুষের হাড়!

বন মানুষের হাড় পেয়েছে শাক্য কেশরী,
(ওসে) বিজন বনে পালিয়ে গেছে প্রাসাদ পাশরি!
আর পেয়েছে—পেয়েছে গো কমল-মুখী রাই।
(ওসে) কলঙ্কিনী নাম কিনেছে (কুলে) ছ্যায়নিক' কেউ ঠাঁই।
(তবু) অন্তরে তার ফুটেছে ফুল—কদম-ফুলের ঝাড়
[কোরাস্] (ওযে) বনমানুষের হাড়।

পেয়েছে হাড় কালাপাহাড় পেয়েছে তৈমুর
(ও তাই) ভাঙন্-মুখো ভেল্‌কী তাদের, কেবল কি ভাঙচূর!
বেরিয়ে গেছে মৃত্যু-নেশার মত্ত মাতালে,—
ঘূর্ণি হাওয়ায় ছুটিয়ে ঘোড়া মর্ত্ত্যে পাতালে!
উজাড় ক'রে কুণ্ঠা-কুণোর মগজ-ভরা ভাঁড়
[কোরাস্] (ওযে) বনমানুষের হাড়!

(ওরে) বুদ্ধিজীবীর বুকের পাঁজর গোণা গাঁথা সব,—
তার মাঝে তুই করিস্ কোথায় তাণ্ডবে উৎসব?
(ওরে) বনমানুষের হাড়ের পাশা! অঙ্গে বনের চিন,
মানুষের তুই হাতের পাশা হ'স কি কোনো দিন?
কিম্বা বুনোই এম্‌নি রে তুই আড়ির মতই আড়!
[কোরাস্] (ওরে) বনমানুষের হাড়॥

———

জাতির পাঁতি

জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে
সে জাতির নাম মানুষ জাতি ;
এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত
একই রবি শশী মোদের সাথী।
শীতাতপ ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা
সবাই আমরা সমান বুঝি,
কচি কাঁচাগুলি ডাঁটো করে তুলি
বাঁচিবার তরে সমান যুঝি।
দোসর খুঁজি ও বাসর বাঁধি গো,
জলে ডুবি, বাঁচি পাইলে ডাঙা,
কালো আর ধলো বাহিরে কেবল
ভিতরে সবারি সমান রাঙা।
বাহিরের ছোপ আঁচড়ে সে লোপ
ভিতরের রং পলকে ফোটে,
বামুন, শূদ্র, বৃহৎ, ক্ষুদ্র
কৃত্রিম ভেদ ধূলায় লোটে।
(রাগে অনুরাগে নিদ্রিত জাগে
আসল মানুষ প্রকট হয়,
বর্ণে বর্ণে নাই রে বিশেষ
নিখিল জগৎ ব্রহ্মময়।)
যুগে যুগে মরি কত নির্মোক
আমরা সবাই এসেছি ছাড়ি'
জড়তার জাড়ে থেকেছি অসাড়ে
উঠেছি আবার অঙ্গ ঝাড়ি' ;

উঠেছি চলেছি দলে দলে ফের
যেন মোরা হ'তে জানিনে আলা, (২৮)
চলেছি গো দূর-দুর্গম পথে
রচিয়া মনের পান্থশালা ;

কুল-দেবতার গৃহ-দেবতার
গ্রাম-দেবতার বাহিয়া সিঁড়ি
জগৎ-সবিতা বিশ্বপিতার
চরণে পরাণ যেতেছে ভিড়ি'।

(জগৎ হয়েছে হস্তামলক
জীবন তাহারে ধরেছে মুঠে
অভেদের বেদ উঠেছে ধ্বনিয়া,—
মানস-আভাস জাগিয়া উঠে !)

সেই আভাসের পুণ্য আলোকে
আমরা সবাই নয়ন মাজি
সেই অমৃতের ধারা পান করি'
অমেয় শকতি মোদের আজি।

আজি নির্ম্মোক-মোচনের দিন
নিঃশেষে গ্লানি ত্যজিতে চাহি,
আছাড়ি আকুলি আস্ফালি তাই
সারা দেহ মনে স্বস্তি নাহি।

পরিবর্ত্তন চলে তিলে তিলে
চলে পলে পলে এমনি ক'রে,
মহাভুজঙ্গ খোলোস খুলিছে
হাজার হাজার বছর ধরে !

গোত্র-দেবতা গর্ত্তে পুঁতিয়া
এশিয়া মিলাল শাক্যমুনি,

আর তুই মহাদেশের মানুষে
কোন্ মহাজন মিলাল শুনি !
আসিছে সেদিন আসিছে সেদিন
চারি মহাদেশ মিলিবে যবে,
যেই দিন মহা-মানব-ধর্ম্মে
মনুর ধর্ম্ম বিলীন হবে।
ভোর হ'য়ে এল আর দেরী নাই
ভাঁটা সুরু হ'ল তিমির স্তরে,
জগতের যত তূর্য্য-কণ্ঠ
মিলিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে !
(মহান্ যুদ্ধ মহান্ শান্তি
করিছে সূচনা হৃদয়ে গণি,
রক্ত-পঙ্কে পঙ্কজ-বীজ
স্থাপিছেন চুপে পদ্মযোনি)
ভোর হ'য়ে এল ওগো ! আঁখি মেল
পূরবে ভাতিছে মুকুতাভাতি,
প্রাণের আভাসে তিতিল আকাশ
পাণ্ডুর হ'ল কৃষ্ণা রাতি।
তরুণ যুগের অরুণ প্রভাতে
মহামানবের গাহরে জয়—
বর্ণে বর্ণে নাহিক বিশেষ
নিখিল ভুবন ব্রহ্মময়।

বংশে বংশে নাহিক তফাৎ
বনেদী কে আর গর্-বনেদী
দুনিয়ার সাথে গাঁথা বুনিয়াদ্
দুনিয়া সবারি জনম-বেদী।

রাজপুত আর রাজা নয় আজ
আজ তারা শুধু রাজার ভৃত,
উগ্রতা নাই উগ্রক্ষত্রে
বনেদ হয়েছে অমজবুত।

নাপিতের মেয়ে মুরার তুলাল
চন্দ্রগুপ্ত রাষ্ট্রপতি,
গোয়ালার ভাতে পুষ্ট যে কানু
সকল রথীর সেরা সে রথী।

(বঙ্গে ঘরানা কৈবর্ত্তেরা,
বামুন নহে গো—কায়েৎও নহে,
আজো দেশ কৈবর্ত্ত রাজার
যশের স্তম্ভ বক্ষে বহে।)

এরা হেয় নয়, এরা ছোট নয় ;
হেয় তো কেবল তাদেরি বলি—
গলায় পৈতা মিথ্যা সাক্ষ্যে
পটু যারা করে গঙ্গাজলী ;

তারে চেয়ে ভালো গুহক চাঁড়াল,
তারে চেয়ে ভাল বলাই হাঁড়ী,—
যে হাড়ীর মন পূজার আসন
তারে মোরা পূজি বামুন ছাড়ি',

ধর্ম্মের ধারা ধরেছে সে প্রাণে
হাড়ীর হাড়ে ও হাড়ীর হালে
পৈতা তো সিকি পয়সার সুতা
পারিজাত-মালা তাহার ভালে।

রুইদাস মুচি, সুদীন কসাই,—
গণি শুকদেব-সনক-সাথে,

মুচি ও কসাই আর ছোট নাই
হেন ছেলে আহা হয় সে জাতে।
(চণ্ডাল সে তো বিপ্র-ভাগিনা
ধীবর-ভাগিনা যেমন ব্যাস,
শাস্ত্রে রয়েছে স্পষ্ট লিখন
নহে গো এ নহে উপন্যাস।)
(নবমাবতার বুদ্ধ-শিষ্য
ডোম আব যুগী হেলার নহে,
মগধের রাজা ডোম্‌নি রায়ের
কাহিনী জগতে জাগিয়া রহে।)
মদের তৃষ্ণা শুঁড়িবে গড়েছে
মিছে তারে হায় গণিছ হেয়,
তান্ত্রিক দেশে মদের পূজারী
তাহ'লে সবাই অপাংক্তেয়।
কেউ হেয় নাই, সমান সবাই,
আদি জননীর পুত্র সবে,
মিছে কোলাহল বাড়ায়ে কি ফল
জাতির তর্ক কেন গো তবে?
বাউরী, চামার, কাওরা, তেওর,
পাট্‌নী কোটাল, কপালী, মালো,
বামুন, কায়েৎ, কামার, কুমোর,
তাঁতি, তিলি, মালি সমান ভালো;
বেনে, চাষী, জেলে, ময়রার ছেলে,
তাম্বুলী, বারুই তুচ্ছ নয়;
মানুষে মানুষে নাহিক তফাৎ,
সকল জগৎ ব্রহ্মময়!

সেবার ব্রতে যে সবাই লেগেছে
লাগিছে—লাগিবে দু'দিন পরে,
মহা-মানবের পূজার লাগিয়া
সবাই অর্ঘ্য চয়ন করে।

মালাকর তার মাল্য জোগায়
গন্ধবেনেরা গন্ধ আনে,
চাষী উপবাসী থাকিতে না দেয়,
নট তারে তোষে নৃত্যে গানে,

স্বর্ণকারেরা ভূষিছে সোনায়,
গোয়ালা খাওয়ায় মাখন ননী,
তাঁতিরা সাজায় চন্দ্রকোণায়,
বণিকেরা তারে করিছে ধনী,

যোদ্ধারা তারে সাঁজোয়া পরায়,
বিদ্বান তার ফোটায় আঁখি
জ্ঞান-অজ্ঞান নিত্য জোগায়
কিছু যেন জানা না রয় বাকী।

(ভাবের পন্থা ধরে সে চলেছে
চলেছে ভবিষ্যতের ভবে,
জাতির পাঁতির মালা সে গাঁথিয়া
পরেছে গলায় সগৌরবে।)

সরে দাঁড়া তোরা বচন-বাগীশ
ভেদের মন্ত্র ডুবা রে জলে,
সহজ সবল সরস ঐক্যে
মিলুক মানুষ অবনীতলে।

ডঙ্কা পড়েছে শঙ্কা টুটেছে
দামামা কাড়ায় পড়েছে সাড়া,

মনে কুণ্ঠার কুষ্ঠ যাদের
তারা সব আজ সরিয়া দাঁড়া।
তুষার গলিয়া ঝোরা দুরন্ত
চলে তুরন্ত অকূল পানে
কল্লোল ওঠে উল্লাসভরা
দিকে দিগন্তে পাগল গানে;
গণ্ডী ভাঙিয়া বন্ধুরা আসে
মাতেরে হৃদয় পবাণ মাতে,
গো-ত্র আঁকড়ি গরুরা থাকুক
মানুষ মিলুক মানুষ সাথে।
জাতির পাঁতির দিন চ'লে যায়
সাথী জানি আজ নিখিল জনে,
সাথী বলে জানি বুকে কোলে টানি
বাহু বাঁধে বাহু মন সে মনে।
যুদ্ধের বেশে পরমা শান্তি
এসেছে শঙ্খ চক্র হাতে,
প্লাবন এসেছে পাবন এসেছে
এসেছে সহসা গহন রাতে
পঙ্কিল যত পল্বলে আজ
শোনো কল্লোল বন্যাজলে!
জমা হ'য়ে ছিল যত জঞ্জাল
গেল ভেসে গেল স্রোতের বলে।
নিবিড় ঐক্যে যায় মিলে যায়
সকল ভাগ্য সব হৃদয়,
মানুষে মানুষে নাই যে বিশেষ
নিখিল ধরা যে ব্রহ্মময়॥

টিকিমেধ যজ্ঞ

দেবতা দিলেন চুল, মানুষ কাটিয়া কৈল 'টিকি';
খেয়ালে সে কৈল কাবু সুবিখ্যাত শেয়ালের বাপে
টিকির মাহাত্ম্য লিখি'! সমাচ্ছন্ন টিকির প্রতাপে
অর্দ্ধ ধরা; ব্যাখ্যা হৈল "অহো! টিকি কিনা বৈদ্যুতিকী।"
সেই পুচ্ছ আধ্যাত্মিকী…সেই টিকি…কালো ঝিকিমিকি
নির্ম্মূল করিল সিংহ,—তার রৌপ্য কাঁচিটির চাপে।
সর্পযজ্ঞে জন্মেজয় পোড়াইল যথা লক্ষ সাপে,—
সেই মত নষ্ট হৈল বহু টিকি…বৈদিকী…তান্ত্রিকী
টীকিমেধ যজ্ঞে তার;…নষ্ট হৈল সর্প সম ফুঁসি
বাহিরে দেখায়ে রোষ;…মনে মনে মূল্য পেয়ে খুসী
টিকির মালিক যত। অন্তরীক্ষে হাসিল দেবতা;—
অনন্তঃ এ-হেন কাণ্ডে দেবতার হাসিবার কথা।
সাব্যস্ত হইল চুল, শশব্যস্ত টিকি অন্তর্ধান;
কলিযুগে কালীসিংহ উদ্ধারিল দেবতার মান।

কালীপ্রসন্ন সিংহ

তারা নহে প্রবঞ্চক গরু যারা কাটে বকরিদে,—
করুক্ যা' খুসী পরে,—প্রথমে ত মূল্য দিয়া আনে,
মূল্যে হয় গৌণ শুদ্ধি। কিন্তু যারা বঞ্চি যজমানে
গোদানে প্রবৃত্ত করে,—শেষে বেচে কসায়েরে সিধে
দুধ বন্ধে দ্বিধাহীন,—মুখে শাস্ত্র, স্বার্থপঙ্ক হৃদে—
নরকের গন্ধময়,—তাদের কী বলে অভিধানে?—

বল, খেয়ালীর রাজা ! হে রসিক ! বল কানে কানে
কিম্বা বল উচ্চকণ্ঠে ;—যখন রেখেছ তুমি বিঁধে
গৃহভিতে,—মুখ-সর্ব্ব ভণ্ড যত গর্ব্বিতের টিকি—
করিয়াছ যজ্ঞ টিকিমেধ,—তখন কিসের দ্বিধা ?
পুনঃ তুমি এস বঙ্গে পুণ্যশ্লোক সিংহ গুণধাম !
মোহর কিম্মৎ কার, কার টাকা, কার মূল্য সিকি
জেনে নাও, কর নব্য ব্রাহ্মণের মূল্য মুসাবিদা,
কাট টিকি, লেখ নাম, রফা ক'রে ফেলে দাও দাম।

নির্জ্জলা একাদশী

সুজলা এই বাংলাতে, হায়, কে করেছে সৃষ্টি রে—
নির্জ্জলা ওই একাদশী—কোন্ দানবের দৃষ্টি রে।
শুকিয়ে গেল, শুকিয়ে গেল, জ্বলে গেল বাংলা দেশ,
মায়ের জাতির নিশ্বাসে হয় সকল শুভ ভস্মশেষ।

* * *

হাজার হাজার শুষ্ক কণ্ঠে একটি ফোঁটা জল দিতে—
কেউ কি গো নেই কোটির মধ্যে দুর্ব্বলেরে বল দিতে ?
কেউ দেবে না জল পিপাসার ! কেউ করেনি স্তন্যপান।
কেবল এম্‌-এ, কেবল বি-এ, কেবল অহংমন্যমান।
কেবল তর্ক, শুষ্ক তর্ক, কেবল পণ্ড পণ্ডিতী,
হৃদয় নেইক, জীবন নেইক, নেইক স্নেহ, নেই প্রীতি।
দেখ্‌ছে হয়ত নিজের ঘরেই—দেখ্‌ছে এবং বুঝছে সব,
দেখ্‌ছে মায়ের বোনের উপর নির্জ্জলা এই উপদ্রব ;
হয় তো রুগ্ন শরীর ভগ্ন হয় তো মুহু মূর্চ্ছা যায়,
তবুও মুখে জল দেবে না।...ধর্ম্ম যাবে ! হায় রে হায় !

জল দেবে না, ওষুধ মানা, একাদশীর উপোষ যে,
মরা জরার বুকে বসে ভণ্ডগুলো চোখ বোজে ;
হিন্দুয়ানীর বড়াই ক'রে বি-এ, এম্-এ গাল বাজায়,
লম্বা-টিকি মড়ার মাথায় জোনাক-পোকার দীপ সাজায়।

* * *

কচি মেয়ের একাদশী—জল চেয়েছে মার কাছে,
বাপ এসে তা কর্ব্বে আটক.—ধর্ম্ম খসে যায় পাছে :
এও মানুষে ধর্ম্ম ভাবে ! হায় রে দেশের অধর্ম্ম !
হায় মূঢ়তা ! এর তুলনায় হত্যাও নয় কুকর্ম্ম।
হত্যা—সে লোক ঝোঁকেই করে এক নিমেষে সকল শেষ ;
এ যে কেবল দগ্ধে মারা যাপ্য করা মৃত্যু-ক্লেশ ;
বিনা পাপে শাস্তি এ যে, ধর্ম্ম এ নয়, হয়রানী,
এর স্বপক্ষে শাস্ত্র নেইক, থাক্‌তে পারে শয়তানী।

* * *

ধর্ম্ম নাকি নষ্ট হবে !···বাংলা দেশের বাইরে, হায়,
হিন্দু কি আর নেই ভারতে ?···কাঞ্চী, কাশী, অযোধ্যায় ;
তারা কি কেউ পালন করে একাদশীর নির্জ্জলা ?
ভ্রষ্ট সবাই ?···বঙ্গে শুধুই হিঁদুয়ানী নিশ্চলা ?

* * *

স্মার্ত্ত রঘু ! স্মার্ত্ত রঘু ! শুন্‌ছ নাকি আর্ত্তরব ?
দেখছ নাকি বাংলা জুড়ে বাড়ছে তোমার অগৌরব ?
অগৌরবে ডুব্‌ছ তুমি—ডোবাচ্ছ এই দেশটাকে,
যারা তোমায় চল্‌ছে মেনে, টান্‌ছ তাদের ওই পাঁকে।
তোমার পাপের ভাগী হ'তে ডাক্‌ছ জরদ্গব সবে,
একাদশীর এক্‌লা দোষী —বাড়াচ্ছ দল রৌরবে।

* * *

শাস্ত্র গড়ার শক্তি নিয়ে হয়নি তোমার জন্ম, হায়,
পরের উঞ্ছে পেট ভরেছ পরের অন্নে পুষ্টকায়,
তোমার উঞ্ছ-সংহিতাতে নিজের মৌলিকত্ব কই ?
মাথায় তোমার পড়ছে ভেঙে উনিশ মুনির মন্যু ওই !
কার ঘাড়ে কার জুড়লে মাথা ঠিক-ঠিকান নেই কিছু,
নির্জ্জলা এই দুঃখ বিধান গড়্‌ল তোমার মন নীচু।
মণির খনি খুঁড়ে তুমি কেবলি কাঁচ কুড়িয়েছ,
হায় রে শুষ্ক ! হৃদয়বিহিন ! কেবল ধূলো উড়িয়েছ।

* * *

পাঁতি দিয়ে অনেক নরক করলে তুমি ব্যবস্থা,
ভাব্‌ছি আমি পরলোকে তোমার কেমন অবস্থা ?
কোন্ পাঁকে হায় পুঁতছে তোমায় তৃষ্ণার্ত্তদের তীব্র শাপ ?
কোন্ নরকে ডুব্‌ছ তুমি পুণ্যবেশী মূর্ত্তপাপ ?

* * *

তর্পণে যে দিচ্ছে গো জল দিচ্ছে তোমার উদ্দেশে,
তৃষার্ত্তদের নিঃশ্বাসে তা' হয় যে ধোঁয়া নিঃশেষে !
ভিজিয়ে দেবে কে আজ তোমার জিহ্বা, তালু আর গলা,
কোন্ সহৃদয় উঠিয়ে দেবে একাদশী নির্জ্জলা ?

* * *

কে নেবে এই পুণ্য ব্রত ? কে হবে মার পুত্র গো ?
একাদশীর তেপান্তরের খুল্‌বে কে জলসত্র গো ?
কে নেবে মন্দারের মালা মাতৃজাতীর আশীর্ব্বাদ ?
আশায় আছি দাঁড়িয়ে যে তার কণ্ঠে বিজয়-শঙ্খনাদ।

জর্দ্দাপরী

জর্দ্দাপরী! জর্দ্দাপরী! হিরণ-জরির ওড়না গায়
দুপুর বেলার তীক্ষ্ণ রোদে পাখ্‌না মেলে যাও কোথায়?
"যাই কোথায়?—
হায় রে হায়!
সূর্য্যমুখী ফুলের বনে সূর্য্যকান্ত মণির ভায়।"

রূপবতীর রোষের মতন স্বর্ণ সাঁঝে পূর্ণিমার
লাবণ্যে কার হয় সোনালি রজত অঙ্গ চন্দ্রমার?
"আবার কার?—
এই আমার!—
কুঙ্কুমেরি অঙ্কে চরণ রাঙায় উৎস জ্যোৎসনার।"

জর্দ্দাপরী! জর্দ্দাপরি! জমাট জরির বোর্কা গায়
রৌদ্রে এবং বিদ্যুতে দুই পাখ্‌না মেলে যাও কোথায়?
"যাই কোথায়?—
হায় রে হায়
দরদ্‌ দিয়ে বুঝ্‌তে জরদ্‌ গরদ-গুটির দরদ-দায়।"

ধনের ঘড়া কক্ষে তোমার জোনাক-পোকার হার চুলে,
আলেয়া তোর চক্ষে জ্বলে চাইলে চোখে চোখ তুলে!
"চোখ তুলে?—
মন ভুলে?—
কুবের-পুরীর সোনার কবাট হাসির হাওয়ায় যাই খুলে।"

দুর্গমে যে রাস্তা গেছে সেই দিকে তুই দীপ দেখাস্
দুঃসাহসে ধায় যে পিছে কেবল করিস তায় নিরাশ !
"বাস্‌রে বাস্ !
সোনার চাষ—
অম্‌নি কি হয়? সোনার গোলাপ হঠাৎ কারেও ছায় কি বাস।"

এগিয়ে চলিস্ হাতছানি দিস্ পাগল করিস্ আঁখির ভায়,
লোভের কাঁদন জাগিয়ে ফিরিস্ দিস্‌নে ধরা ফিরাস্ পায়।
"ফিরাই পায় ?
হায় গো হায়—
পরশ-মণি চায় যে,—আগে সকল হরষ তার বিদায়।"

জর্দ্দাপরী ! জর্দ্দাপরী ! জরির জুতা সোনার পায়
মাড়িয়ে তুমি চল্‌ছ খালি ফুলের ডালি ডাহিন বাঁয়।
"সোনার পায়
মাড়াই যায়
আমার স্বয়ম্বরের মালা আলোক-লতা তার গলায়।"

ইজ্জতের জন্য

"ইজ্জৎ কী ভেদ্ মুলুক্ কা খিদ্‌মৎমে হ্যায় ছিপা।"—হালি।

অপমানের মৌন দাহে চিত্ত দহে তুষানলে ;
জাতীয় এই প্রায়শ্চিত্ত না জানি কোন্ পাপের ফলে !
ক্ষুব্ধ সাগর আন্‌ল খবর হাল্ আইনে আফ্রিকাতে
রঙের দায়ে ভারত-প্রজা নিগৃহীত নিগ্রো সাথে !
ফুট্‌পাথে তার উঠতে মানা, জরিমানা উঠলে ভুলে,
নাই অধিকার কিছুতে তার কেনা-বেচার লাভে··মূলে।
মাথার উপর মাথট আছে আঘাত দিতে অসম্মানে,
'জিজিয়া' কর দিচ্ছে আজি হিন্দু এবং মুসলমানে !

* * *

কাজের বেলা ছিল কাজী অল্পে-খুসী ভারতবাসী,
অল্পে-খুসী বলেই আবার সবাই তাড়া দিচ্ছে আসি' !
"মজুর ভালো অল্পে তুষ্ট" ভাবছে ওরা সুনিশ্চয়,
"খনির কাজে আখের চাষে ইষ্ট তাহে প্রচুর হয়।
কিন্তু যখন সেই কুলী হয় প্রতিযোগী দোকানদার
অল্প লাভে ব্যবসা জমায়···তখন তোমার টেঁকা ভার।"
মুদী মাকাল উঠল ক্ষেপে ; অমনি হল রাতারাতি
স্বার্থে-গোঁয়ার গোরা-বোয়ার বর্ণভেদের পক্ষাপাতী !

* * *

অম্‌নি গেল সুরু হ'য়ে নূতন নূতন আইন জারি—
"ভারতবাসী কৃষ্ণ অতি" "ভারতবাসী দুষ্ট ভারি",
"অসাব্যস্ত বিবাহ তার, পত্নী তাহার পত্নী নয়,
কারণ বহুনারীর ভর্ত্তা দুশ্চরিত্র সুনিশ্চয়।
খনির তলে খাটুক কুলি, অবসরে চিবোক চানা,
কিন্তু কুলির আফ্রিকাতে কন্যা জায়া আন্‌তে মানা।"

এম্‌নি ধারা ফন্দি ফিকির নিত্য তারা বার করে গো,
বোয়ার মুদি মনু এবং মহম্মদের ভুল ধরে গো।
ভারত এবং হাব্‌সী মুলুক এক রাজারই অধীন জানে,
তবুও ক্ষুদ্রস্বার্থ লাগি সাম্রাজ্যে সে তুচ্ছ মানে।
অথচ এই ভারতবাসী সব সঁপে সাম্রাজ্যটাকে,—
আফ্রিকায় সে ফসল ফলায়, হংকং-এ সে শান্তি রাখে;
অর্থে তাহার রক্তে তাহার ব্রিটিশ-প্রতাপ বর্দ্ধমান,
তিব্বতে সে দৌত্য করে, শ্রেষ্ঠ কবি তাহার দান।
সিংহলে যে সভ্য করে, আরব-কূলে সুখত্রায়,
ব্রহ্মে, শ্যামে, যবদ্বীপে উপনিবেশ যাদের, হায়,—
তাদের ছেলে স্থল পেলে না কূল পেলে না আজ কোথাও,
গর্‌-বনেদি বন্য বোয়ার ভিন্ন তাদের সভ্যতাও।

* * *

এক রাজারই আমারা প্রজা বোয়ার এবং ভারতবাসী,
মোদের বেলা কান্না শুধু, তাদের বেলা শুধুই হাসি।
রাজা শুধু বিরাজ করেন, রাজ্য করে কিঙ্করে,
দশের উচিত শুধরে দেওয়া ভৃত্য যদি ভুল করে,—
রাজার ভৃত্য ভুল করেছে, আমরা সে ভুল কাট্‌তে চাই,
বোয়ার-বিধির বর্ব্বরতা আমরা ঈষৎ ছাঁটতে চাই।
দশের মুখে ধর্ম্ম যেমন আইন্‌ তেম্‌নি দশের মতে,
কেম্‌ন করে টিঁকবে মানুষ বে-আইনীতে বে-ইজ্জতে?
তাই প্রবাসী ভারতবাসী বেঁধেছে বুক আজকে সবে,
পণ করেছে বে-আইনী এই আইনটাকে ভাঙতে হবে।

* * *

দলে দলে ফিরছে তারা সইছে শত লাঞ্ছনা,
ভগবানের রাজ্যে তারা গণ্ডী কোথাও মান্‌ছে না

ধর্ম্ম-আচার করছে তারা, যাচ্ছে জেলে সস্ত্রীকই,
বিনা অস্ত্রে করছে যুদ্ধ, রুখ্‌বে তাদের অস্ত্রে কি ?
নেতা তাঁদের তরুর মত স্তব্ধ, দৃঢ়, দুঃখজিৎ,
নিজের মাথায় বজ্র ধরেন, বিজয় তাঁহার সুনিশ্চিত।
লড়ছে এদের ইষ্টবুদ্ধি, যুঝ্‌ছে এদের মনের বল,
ভবিষ্যতের অন্ধকারে এদের মশাল সমুজ্জ্বল।
ইজ্জতে আজ হাত পড়েছে, ঠেকেছে দেশ দশের দায়ে.
পরবাসে দেশের মানুষ তোমার আনুকূল্য চাহে ;
পেটের জন্য চায়না তারা, 'হক্‌' সীমানার ভাঙছে তট,
তোমার আমার রাখতে ভরম্‌ করছে তাই ধরম-ঘট ;
স্বজাতির হক্‌ রাখতে বজায় সইছে তারা নির্য্যাতন,
চাবুক খেয়ে মরছে প্রাণে, বুক-ফাটা হায় এই বেদন !
ইজ্জতে হাত পড়ল জাতির 'জোৎ' বেচে সে রাখতে হবে—
সাহায্য দাও সাহায্য দাও সাহায্য আজ দাও গো সবে !
দাও সাহায্য দেশের পুরুষ ! পৌরুষের আজ জন্মতিথি,
দশের সঙ্গে যোগ যে তোমার মনে তাহা জাগুক নিতি।
দাও গো কিছু ভারতনারী ! ভারতনারীর অমর্য্যাদায়—
নিজের অমর্য্যাদা তোমার ; ঘুচাও নারী ! নারীর এ দায় !
দাও জমিদার ! দাও অফিসার ! লাট সাহেবের হুকুম আছে,
দাও কিছু দাও স্কুলের বালক ! কিছুও যদি থাকে কাছে।
দাও গো আমীর ! দাও গো ফকির ! মুক্ত তোমার রিক্ত হাতে,
দাও মহাজন ! দাও দোকানী ! দাও কিছু ইজ্জতের খাতে !

* * *

নির্ব্বিরোধী ভারত-প্রজা আড়কাটিদে অত্যাচারে
স্থান হারায়ে মান হারায়ে প্রবাসী আজ সাগর-পারে ;
কেউ বা করে দিন-মজুরী, কেউ বা ক্ষুদ্র দোকানদার,
তাদের শ্রমে শ্যামল আজি মরুস্থলী আফ্রিকার।

রবার গাছের ছায়ায় তাদের পঞ্চায় তের হয় জনতা,
বো-বাব গাছের তলায় ব'সে রামায়ণের কথকতা।
মৃদং বাজে, সারং বাজে, মাদল বাজে, মন্দিরা
ভারত-স্বপন জাগায় সেথা পরবাসের বন্দীরা।

* * *

আজকে তাদের বন্ধ সারং মাদল মৃদং মৌন হায়!
সবাই যদি মন কর তো আবার তারা সাহস পায়,
সবাই যদি মন কর তো চেষ্টা তাদের হয় সফল,
দেশের সুনাম বজায় রাখে উকীল-কুলি-বেনের দল।
অপমানের ঐক্যে আজি এক হয়েছে ভারত-প্রজা—
হিন্দু মুসলমানের মিলন অসম্মানে হচ্ছে সোজা।
সুরু হ'ল নূতন নাট্য সূত্রধারের নূতন নাট,
সাগর-পারে গান্ধী করে জাতীয়তার নান্দী পাঠ।
ইজ্জতেরি দায় আজিকে, ব্রহ্মরন্ধ্রে রুদ্রবীণা
উঠছে কেঁপে, সহায় হও গো যুঝছে তারা অস্ত্র বিনা।

* * *

সহায় হও গো সাহায্য দাও, স্মরণ কর কে খ্রীষ্টান—
সংগোপনে যজ্ঞে মোদের দিয়েছে সর্ব্বস্ব দান;
হিন্দু তুমি হার মানিবে? হার মানিবে মুসলমান?
কর্ণ-শিবি রাজার জাতি!...হাতেমতাইয়ের হে খান্দান!
হও গো সহায় তোমরা সবাই বিভেদ-বুদ্ধি উচ্ছেদে,
ধর্ম্ম তোমার পক্ষে আছেন, দাঁড়াও বন্ধু বুক বেঁধে;
সহায় হও গো সাহায্য দাও নষ্ট হউক্ সব ঘৃণা—
বিশ্বে আসুক নূতন ঐক্য তোমার দানের দক্ষিণা!

———

গঙ্গাহৃদি-বঙ্গভূমি

ধ্যানে তোমার রূপ দেখি গো স্বপ্নে তোমার চরণ চুমি,
মূর্ত্তিমন্ত মায়ের স্নেহ! গঙ্গাহৃদি-বঙ্গভূমি!
তুমি জগৎ-ধাত্রী-রূপা পালন কর পীযুষ দানে,
মমতা তোর মেত্বর হ'ল মধুর হ'ল নবীন ধানে।
পদ্ম তোমার পায়ের অঙ্ক ছড়িয়ে আছে জলে স্থলে,
কেয়াফুলের স্নিগ্ধ গন্ধ—নিশাস সে তোর,—হৃদয় বলে
সাগরে তোর শঙ্খ বাজে—শুনতে যে পাই রাত্রি দিবা,
হিমাচলের তুষার চিরে চক্র তোমার চলছে কিবা!
দেখ্ছি গো রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি তোমার প্রাণের মাঝে,
বিদ্যুতে তোর খড়্গ জ্বলে বজ্রে তোমার ডঙ্কা বাজে।

*　　　*　　　*

অন্নদা তুই অন্ন দিতে পিছ্-পা নহিস্ বৈরীকে,
গৌরী তুমি—তৈরী তুমি গিরিরাজের গৈরিকে!
লক্ষ্মী তুমি জন্ম নিলে বঙ্গসাগর-মন্থনে,
পারিজাতের ফুল তুমি গো ফুট্‌লে ভারত-নন্দনে;
চন্দনে তোর অঙ্গ-পরশ, হরষ নদী-কল্লোলে,
শ্রাবণ-মেঘে পবন-বেগে তোমার কালো কেশ দোলে।
শিবানী তুই তুই করালী আলেয়া তোর খর্পরে!
শত্রু-ভীতি জ্বলছে চিতা, তুলছে ফণা সর্প রে!
বাঘিনী তুই বাঘ-বাহিনী গলায় নাগের পৈতা তোর,
চক্ষু জ্বলে—বাড়ব-কুণ্ড—বহ্নি প্রলয়-স্বপ্ন-ভোর;
অভয়া তুই ভয়ঙ্করী, কালো গো তুই আলোর নীড়,
ভূগর্ভে তোর গর্জ্জে কামান টনক নড়ে নাগপতির,

ভৈরবী তুই সুন্দরী তুই কান্তিমতী রাজরাণী,
তুই গো ভীমা, তুই গো শ্যামা অন্তরে তোর রাজধানী।

*　　　*　　　*

ভাঁটফুলে তোর আগুন ঝাঁটায়, জল-ছড়া দেয় বকুল তায়,
ভাট-শালিকে বন্দনা গায়, নকীব হেঁকে চাতক ধায়,
নাগ-কেশরে চামর করে, কোয়েল তোষে সঙ্গীতে,
অভিষেকের বারি ঝরে নিত্য চের-পুঞ্জিতে।
তোমার চেলী বুন্‌বে ব'লে প্রজাপতি হয় তাঁতী,
বিনি-পশুর পশম তোমায় জোগায় কাপাস দিন রাতি,
পর-গাছা ওই মল্লি-আলী বিনিস্‌সূতার হার গাঁথে,
অশথ-বট আর ছাতিম-পাতার ছায়ায় ছাতা তোর মাথে।
তুই যে মহালক্ষ্মীরূপা, তুই যে মণি-কুণ্ডলা,
ইভ-রদে কবরী তোর ছন্ন কানন-কুন্তলা!
ভাণ্ডারে তোর নাইক চাবী, বাইরে সোনা তোর যত,—
মাটিতে তোর সোনা ফলে, কে আছে বল্‌ তোর মত?
তোর সোনা সুবর্ণরেখার রেখায় রেখায় থিতিয়ে রয়,
ছুট্‌বে কে পারস্য সাগর? মুক্তা সে তোর ঝিলেই হয়;
ঝিলে তোমার মুক্তা ফলে, জলায় ফুলের জল্‌সা রোজ,
তোমার বিলে মাছরাঙা আর মাণিক-জোড়ের নিত্য ভোজ।
তুঁষের ভিতর পীযূষ তোমার জম্‌ছে দানা বাঁধছে গো,
গাছের আগার জল-রুটি তোর পথিকজনে সাধছে গো!
ধূপ-ছায়া তোর চেলীর আঁচল বুকে পিঠে দিছিস্‌ বেড়,
গগন-নীলে ভিড়ায় ডানা সান্ত্রী তোমার গগন-ভেড়।
গলায় তোমার সাতনরী হার মুক্তাঝুরির শতেক ডোর;
ব্রহ্মপুত্র বুকের নাড়ী, প্রাণের নাড়ী গঙ্গা তোর।
কিরীট তোমার বিরাট হীরা হিমালয়ের জিম্মাতে,—
তোর কোহিনূর কাড়্‌বে কে বল? নাগাল না পায় কেউ হাতে।

তিস্তা তোমার ঝাঁপ্টা সীঁথি—যে দেখেছে সেই জানে,
ডান কানে তোর বাঁকার ঝিলিক্, কর্ণফুলী বাম কানে।
বিশ্ব-বাণীর মৌচাকে তোর চুয়ায় যশের মাক্ষি' গো,—
দূর অতীতের কবির গীতি তোর সুদিনের সাক্ষী গো।
নানান্ ভাষা পূর্ণ আজো, বঙ্গ! তোমার গৌরবে,
ভার্জ্জিল্ এবং শ্রীকালিদাস যোগ দিয়েছেন জয়-রবে।
কহ্লনে তোর শৌর্য্য-বাখান্, বীর্য্য মহাবংশময়,
দেশ বিদেশের কাব্যে জাগে মূর্ত্তি তোমার মৃত্যুজয়।
যুঝলে তুমি বনের হাতী নদীর গতি বশ ক'রে,
জিৎলে চতুরঙ্গ খেলায় নৌকা-গজে জোর ধ'রে।
(শত্রুঞ্জয়ের খেল্‌লে গো শত্রুঞ্জ' খেলা উল্লাসে,
কল্লোলে রাজ-তরঙ্গিনী গৌড়-সেনার জয় ভাষে।)

* * *

গঙ্গাহৃদি-বঙ্গভূমি! ছিলে তুমি সুদুর্জ্জয়,
অঞ্জনেরি গিরি তোমার সৈন্যে সবাই করত ভয়;
গঙ্গাহৃদি-বঙ্গ-মুখো ফৌজ আলেক্‌জান্দারী
ঘর-মুখো যে কেন হঠাৎ কে না জানে মূল তারি।
তখনো যে কেউ ভোলেনি সিংহবাহুর বাহুর বল,
তখনো যে কীর্ত্তি খ্যাতি জাগ্‌ছে তোমার আসিংহল,
তখন্ যে তুই সবল স্ববশ স্বাধীন তখন স্ব-তন্ত্র
সাম্রাজ্যেরি স্বর্গ-সিঁড়ি গড়ছ তখন অতন্দ্র।
ধ্যানে তোমার সে রূপ দেখি' গঙ্গাহৃদি-বঙ্গদেশ
তিতি আনন্দাশ্রু জলে, ক্ষণেক ভুলি সকল ক্লেশ।

* * *

কলিযুগের তুই অযোধ্যা, দ্বিতীয় রাম তোর বিজয়,—
সাত খানি যে ডিঙা নিয়ে রক্ষোপুরী করলে জয়;

রাম যা' স্বয়ং পারেন্ নি গো, তাও যে দেখি করলে সে—
লঙ্কাপুরীর নাম ভুলিয়ে ছত্র দণ্ড ধরলে সে।
দীঘি, জাঙাল, দেউল, দালান গড়লে দ্বীপের রক্ষী গো,
বঙ্গ! মহালক্ষ্মীরূপা! জননী! রাজলক্ষ্মী গো!
'ইচ্ছামতী' ইচ্ছা তোমার, 'অজয়' তোমার জয় ঘোষে,
'পদ্মা' হৃদয় পদ্ম-মৃণাল সঞ্চারে বল হৃদ্‌কোষে;
'ডাকাতে' আর 'মেঘনা' তোমায় ডাক্‌ছে মেঘের মন্দ্রে গো,
'ভৈরবে' আর 'দামোদরে' জপ্‌ছে "মাভৈঃ" মন্ত্রে গো;
(রাঢ়ের ময়ূরাক্ষী তুমি, বঙ্গে কপোতাক্ষী তুই,
সাপের ভীতি রমার প্রীতি তুই চোখে তুই সাধিস দুই।)

* * *

উৎসাহকর, চাঁদ সদাগর উৎসাহী তোর পুত্র সব,
ঘুচিয়ে দেছে চরিতগুণে বেনে নামের অগৌরব;
সকল গুণে শ্রেষ্ঠ হ'য়ে শ্রেষ্ঠী নামটি কিন্‌লে গো,
সাধু হ'ল উপাধি—যাই সাধুত্বে মন জিন্‌লে গো;
সিন্ধুসাগর, বিন্দুসাগর, লক্ষপতি, শ্রীমন্ত
বঙ্গে আজো জাগিয়ে রাখে লক্ষ্মী-প্রদীপ নিবন্ত।
কামরূপা তুই, কামাখ্যা তুই, দাক্ষায়ণী, দক্ষিণা,
বিশ্বরূপা! শক্তিরূপা! নও তুমি নও দীনহীনা।

* * *

চৌরাশী তোর সিদ্ধ সাধক নেপাল ভুটান তিব্বতে,
চীন-জাপানে সিদ্ধি বিলায় লঙ্ঘি' সাগর পর্ব্বতে;
হাতে তাদের জ্ঞানের মশাল মাথায় সিদ্ধি-বর্ত্তিকা,
সত্য ও সিদ্ধার্থ-দেবের বিলায় মৈত্রী-পত্রিকা।
শিষ্য সেবক ভক্ত এদের হয়নিক লোপ নিঃশেষে,
অনেক দেশের মুগ্ধ চক্ষু নিবদ্ধ সে এই দেশে;

যেথাই আশা আশার ভাষা জাগ্‌ছে আবার সেইখানে—
ফল্গুতে ফের পদ্মা জাগে জীবন-ধারার জয় গানে।
জাগছে সুপ্ত জাগছে গুপ্ত জাগছে গো অক্ষয়-বটে
কবির গানে জ্ঞানীর জ্ঞানে ধ্যান-রসিকের ধ্যানপটে।
(অশেষ মহাপীঠ গো তোমার আজকে ভুবন উজ্জ্বলে,
অংশ তোমার মার্কিনে আজ, অঙ্গ তোমার ব্রিষ্টলে ;)
বিশ্ব-বাংলা উঠ্‌ছে গ'ড়ে জাগছে প্রাণের তীর্থ গো,
জাতির শক্তি-পীঠ জগতে গড়ছে মোদের চিত্ত গো।
তার পিছনে দাঁড়িয়ে তুমি মোদের স্বদেশ-মাতৃকা !
দিচ্ছ বুদ্ধি দিচ্ছ গো বল জ্বালিয়ে আঁখির স্থিরশিখা !

*　　　*　　　*

(মরণ-কাঠি জীয়ন্‌-কাঠি দেখছি গো তোর হাতেই দুই,—
ভাঙন দিয়ে ভাঙিস্‌ আবার পড়িয়ে পলি গড়িস্‌ তুই ;)
নদ নদী তোর প্রাণের আবেগ, আবেগ বানের জল রাঙা,
পলি দিয়ে পল্লী গড়িস ভাঙন-তিমির দাঁত ভাঙা ;
'গম্‌' ধাতু তোর দেহের ধাতু গঙ্গাহ্রদি নাম্‌টি গো,
গতির ভুখে চলিস্‌ রুখে, বাংলা ! সোনার তুই মৃগ।
গঙ্গা শুধুই গমন-ধারা তাই সে হৃদে আঁক্‌ড়েছিস্‌,—
বুকের সকল শিকড় দিয়ে গতির ধারা পাক্‌ড়েছিস্‌।
সংহিতাতে তোমায় কভু করতে নারে সংযত,
বৌদ্ধ নহিস্‌ হিন্দু নহিস্‌ নবীন হওয়া তোর ব্রত ;
চির-যুবন-মন্ত্র জানিস্‌ চির-যুগের রঙ্গিনী,
শিরীষ ফুলে পান্‌-বাটা তোর ফুল্ল কদম-অঙ্গিনী !
হেসে কেঁদে সাধিয়ে সেধে চলিস্‌, মনে রাখিস্‌ নে,
মনু তোরে মন্দ বলে,—তা তুই গায়ে মাখিস্‌ নে।
কীর্ত্তিনাশা স্ফুর্ত্তি তোমার, জানিস্‌ নে তুই দীর্ঘশোক,
অপ্‌রাজিতা কুঞ্জে নিতি হাস্‌ছে তোমার কাজল চোখ।

*　　　*　　　*

কে বলে রে নেই কিছু তোর ? নেইক সাক্ষী গৌরবের ?
কে বলে নেই হাওয়ায় নিশান পারিজাতের সৌরভের ?
চোখ আছে যার দেখছে সে জন, অন্ধজনে দেখবে কি ?
উষার আগে আলোর আভাস সকল চোখে ঠেক্‌বে কি ?
যে জানে সে হিয়ায় জানে, জানে আপন চিত্তে গো,
জানে প্রাণের গভীর ধ্যানে নও যে তুমি মিথ্যে গো।
আছ তুমি, থাক্‌বে তুমি, জগৎ জুড়ে জাগবে যশ,
উথলে ফিরে উঠবে গো তোর তাম্র-মধুর প্রাণের রস ;
(গরুড়ধ্বজে উষার নিশাস লাগছে ফিরে লাগছে গো,
বিনতা তোর নতির নীড়ে গরুড় বুঝি জাগছে গো !)
জাগছে গানে গানের তানে প্রাণের প্রবল আনন্দে,
জাগছে জ্ঞানে আলোর পানে মেল্‌ছে পাখা সুমন্দে,
জাগছে ত্যাগে জাগছে ভোগে জাগছে দানের গৌরবে,
আশার সুসার জাগছে উষার স্বর্ণকেশের সৌরভে।
ধাত্রী ! তোমায় দেখছি আমি -দেখছি জগৎ-ধাত্রী-বেশ,
জয়-গানে তোর প্রাণ ঢেলে মোর গঙ্গাহৃদি-বঙ্গদেশ !

স্বাগত

(কলিকাতার সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষে)

স্বাগত বঙ্গ-মনীষী-সঙ্ঘ ভূষিত অশেষ মানের হারে !
এ মহানগরে এস—আজি এস ভাবের জ্ঞানের সন্তাগারে।
এস প্রতিভার রাজটীকা ভালে, এস ওগো এস সগৌরবে,
এস পুস্তক-পুণ্ড্র পূজারী সারদার উপাসকেরা সবে।
ফুল্ল মনের অম্লান ফুল ঝরে তোমাদের সমুখে পিছে,
প্রীতির আরতি দিকে দিকে-দিকে, উলু উলু উলু উল্লসিছে।

জলধি-গভীর জাতীয় জীবন,—তার প্রতিনিধি শঙ্খ ঘোষে,
অমৃতের ধারা সঞ্চরে মুহু নাড়ীতে দেশের হৃদয়-কোষে।
এস নিতি নব-নব-উন্মেষ-শালিনী বুদ্ধি করিয়া সাথী,
নূতন নগরী এই কলিকাতা আন হেথা নবীনতার ভাতি।
গৌড় আজিকে গৌরব-হারা, যশোহরে নাই যশের আলো।
অল্প বয়সী এই কলিকাতা প্রবীণেরা এরে বাসে না ভালো ;
বিদেশী ইহারে করেছে লালন, স্বদেশের যত তরুণ হিয়া
ইহারে ঘিরিয়া গুঞ্জরে তবু এরি নয়নের কিরণ পিয়া।
এনেছে তরুণী চন্দন মালা, দাঁড়ায়েছে আঁখি করিয়া নীচে,
নব বঙ্গের নবীনা নগরী তোমাদের সবে আহ্বানিছে।

* * *

এই কলিকাতা—কালিকা-ক্ষেত্র, কাহিনী ইহার সবার শ্রুত,
বিষ্ণু-চক্র ঘুরেছে হেথায় মহেশের পদধূলে এ পূত।
ধাত্রী ইহার ভাগীরথী-ধারা, সতী-পঞ্জর বুকে এ বহে,
পুরাণ-স্মৃতির জড়োয়া-জড়িত এ ঠাঁই কখনো হেলায় নহে।
হেথা প্রকাশিল অনূরু অরুণ অকালে মাতার চঞ্চুঘাতে,
আলোকের রথে সারথি যে আজ অস্ফুট-আঁখি ধূসর প্রাতে।
মহা-ভারতের কল্পনা-পূত মহাজীবনের কেন্দ্র ইহা,
মন্তরে এর মুঞ্জরে মন, অন্তরে এর আলোর স্পৃহা।
হিন্দুর কালী আছেন হেথায়, মুসলমানের মৌলা আলি,
চারি কোণে সাধু পীর চারিজন মুস্কিলাসান চেরাগ জ্বালি'।
অভিষেক হয়ে গেছে এ পুরীর স্বর্গ-নদীর হেমাম্বুতে,—
প্রসাদ-পরমহংস-কেশব-কালীচরণের প্রেমাশ্রুতে !
জন্মিল হেথা বিবেকানন্দ দেশ-আত্মার কুণ্ঠা হরি ;
এ পুরীর রাজপথের ধূলিরে মোরা কহি রাজরাজেশ্বরী।
সকল ধর্ম্ম মিলেছে হেথায় সমন্বয়ের মন্ত্র-সুরে,
স্বাগত সাধক-ভক্ত-বৃন্দ মরতের বৈ-কুণ্ঠপুরে।

এই কলিকাতা ব্যাঘ্র-বাহিনী ছিল এ একদা বাঘের বাসা,
বাঘের মতন মানুষ যাহারা তাহাদেরি ছিল যাওয়া ও আসা,
প্রতাপের সেনা পৌরুষ-ভরে গিয়াছে ইহার বক্ষ দিয়া,
দক্ষিণে এর দক্ষিণ রায় বেড়েছে বাঘের স্তন্য পিয়া।
কালা পণ্টন গোরা কোম্পানী একদা ইহারে করিল রাণী,
কালা ও গোরার স্মৃতির অঙ্কে বাঘ-ডোরা এর আঙিয়াখানি।
মৃত গৌড়ের অমর জীবন বিরাজিছে আজ ইহার দেহে,
সপ্তগ্রামের লুপ্ত বিভব গুপ্ত রয়েছে এ মহা গেহে।
নাহি কলঙ্ক-কালিমা অঙ্ক, সাত সাগরের সলিল আনি'
করেছে ক্ষালন মৈত্র ইহার অন্ধকূপের মিথ্যা গ্লানি।
জগতের সেরা দ্বাদশ নগরী, গণনা ইহার তাদেরি সাথে,
স্বাগত স্বদেশ-ভকত-বৃন্দ এরি রাখী ডোর পর গো হাতে।

*　　　*　　　*

নবীন বঙ্গে এ মহা নগরী মন্ত্র জপিছে মৃত্যুঞ্জয়ে,
পূরবে পছিমে গেঁথে সে তুলিছে একটি বিপুল সমন্বয়ে ;
দানে ও পুণ্যে ত্যাগে মহত্ত্বে গড়েছে গড়িছে ঋষির ছবি,
"তত্ত্ববোধের" "প্রচারে" ঢেলেছে "নবজীনের"র "সাধনা" হবি।
এই নগরীর জন-অরণ্যে ওঠে নৈমিষ-বনের গীতি,
সত্যনিষ্ঠ ঋষি দেবেন্দ্র সত্যযুগের জাগায় স্মৃতি।
রামমোহনের ঐক্য মন্ত্র এ মহানগরী শুনেছে সুখে,
বিদ্যাসাগর দয়া-সাগরের ঢেউ খেলে গেছে ইহারি বুকে।
অক্ষয় হেথা ধর্ম্মের সোনা আগুনে পোড়ায়ে করিল খাঁটি,
জগদীশ হেথা জড়ের জগতে বুলাইয়া দিল সোনার কাঠি।
রমেশ হেথায় প্রচারিল বেদ সব কাঙালীরে শুনাল শ্রুতি ;
হেথায় সিংহ ভাষায় রচিল ভারতের মণি ভারত পুঁথি।
দীপঙ্করের দীপখানি হেথা চির-উজ্জ্বল প্রাণের ব্যয়ে,
নব রসায়নে এ মহানগরী—নদীয়া যেমন নব্য ন্যায়ে।

১২

রামগোপালের কর্ম্মভূমি এ, কৃষ্ণদাসের হৃদয়-প্রিয়,
হেথা বিতরিল প্রাণদ মন্ত্র বাগ্মী বন্দ্য বন্দনীয়।
নীল বানরের বদনবিম্ব দর্পণে হেথা উঠিল ফুটে,
চরণে দলিল ঝুটা সম্মান আটাশ নগর-জ্যেষ্ঠ জুটে।
হারামণি যারা খুঁজিয়া এনেছে তাহাদেরও এই লীলাস্থলী,
স্বাগত কর্ম্মী! বাগ্মী! মনীষী! স্বাগত সত্যসন্ধ! বলী!

* * *

ভাব-ভারতের সারনাথ এই, হেথায় কি এক শুভক্ষণে
চলিল নূতন বোধিচক্র সে নূতন বোধের উদ্বোধনে;
সমন্বয়ের অভিনব সাম ধ্বনিয়া ইহার উঠেছে প্রাণে,
খ্রীষ্টপন্থী ভারত-ভক্ত—তারে এ হিন্দু বলিয়া টানে!
আচারে হয় তো ত্রুটি আছে এর, বিচারে হয় তো রয়েছে গ্লানি,
তবু নবযুগে এ নব তীর্থ, নব সাধনার পীঠ এ জানি।
সনাতন রীতি মানে না এ সব, নূতনেরি যেন পক্ষপাতী;
ক্ষমা কোরো ওগো ক্ষমা কোরো তবু যৌবন আজ ইহার সাথী।
তরু-লতিকার সনাতন রীতি পত্র গজানো সকাল সাঁঝে,
দৈবে রঙীন পুষ্প উপজে রাজাসনে যবে ফাগুন রাজে;
ফুল মাঝে ফল থাকে লুকাইয়া নব জীবনের বীজ সে ফলে,
মুকুলে লাগুক ব্যাকুল বাতাস, সনাতন সে তো আপনি চলে।
নিতি নব নব নব উন্মেষে নবীন জীবন করুক লীলা,
রসাল মুকুলে না লাগে যেন গো অকাল মেঘের দারুণ শিলা।
বুলবুল্ আনো ফাগুন-বারতা পেচকের বুলি ভুলিতে চাহি,
স্বাগত ভাবুক! ভাবে সুতরুণ আশা আশাবরী রাগিণী গাহি।

* * *

সাধনার পীঠ সাধের আসন শিল্পের নব জীবন-ধারা,
এ মহানগরী ভারত-আকাশে সাতাশ তারার নয়ন-তারা।

একদা যে দীপ জ্বালিল ধীমান সে দীপ আজি এ নগরী জ্বালে,
পঞ্চ প্রদীপ—অবনী-গগন-অসিত-মুকুল-নন্দলালে।
মাইকেল মধু হেথা সমাহিত, বঙ্কিম-হেম-ভস্মকণা
ধূলিতে ইহার রয়েছে মিশায়ে কত না ভাবুক রসিক জনা।
হেথা "মহীয়সী মহিলা"র কবি গাহিল মধুর মায়ের স্তুতি ;
বিহারী বঙ্গসুন্দরী-ভালে সঁপিল শ্লোকের শুভ্র যূথী।
কবির "স্বপ্ন-প্রয়াণ" তুরগী, রবির প্রভাত-গীতির শ্রোতা
এই কলিকাতা কোলাহলময়ী, এর ভাগ্যের তুলনা কোথা!
কবি-গুঞ্জনে এ ধূলিপুঞ্জ ধরেছে কুঞ্জবনের ছিরি,
জগৎ উজল যার প্রতিভায় এ সেই রবির উদয়-গিরি।
হেথা আশুতোষ আশু নিরমিল নব নালন্দা শিক্ষা-গেহ,—
দেশের কিশোর হৃদয়গুলিতে বিথারি পক্ষীমাতার স্নেহ।
এরি উপান্তে বৈষ্ণব লালা লভিল প্রথম অমৃত-ছিটা ;
প্রত্ন-প্রেমিক রাজা রাজেন্দ্র,—এইখানে তার আছিল ভিটা।
হেথা পরিষৎ অশথের চারা দিকে দিগন্তে প্রসারে শাখা,
টেঁকচাঁদ আর গুপ্ত কবির প্রকাশে এ ঠাঁই পুলকে মাখা।
গিরিশ হেথায় রঙ্গে মাতিল, রায় দ্বিজেন্দ্র হাসিল হাসি।
স্বাগত কাব্য-কোবিদ! হেথায় উজ্জয়িনীর বাজিছে বাঁশী।

* * *

ভারতের শেষ-বয়সের মেয়ে এ নগরী আজ অর্ঘ্য নিয়া,
বঙ্গবাণীর সকল ভকতে বন্দনা করে ফুল্ল হিয়া,
চন্দন-রসে পুষ্প ডুবায়ে পরায় তিলক উজল ভালে,
মালা-চন্দন ছ্যায় জনে জনে পীরিতি-পরশমণির থালে ;
প্রসন্ন মনে লও যদি সবে সোনা হয়ে যাবে এ ক্ষুদ কুঁড়া,
দোষ ধর যদি, রোষ কর মনে, কুবেরেরও হয় গরব গুঁড়া।
মানস-ভোজের আছে আয়োজন যার যাহা রুচি, যার যা শ্রেয়,—
চারি ভাণ্ডারী বাঁটিছে মনের চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়।

তোমরা সাধক বাণী-উপাসক তোমরা মনীষী ভাবগ্রাহী,
অতিথি ! দেবতা ! মোরা তোমাদের প্রসন্নতার প্রসাদ চাহি ।
চণ্ডীদাসের দায়াদ তোমরা, কবিকঙ্কণ ধনাধিকারী,
ভারতচন্দ্র-সুধার চকোর, মধুচক্র সে তোমা সবারি ;
রবির রশ্মি তোমাদেরি হিয়া রসে লাবণ্যে দিতেছে ভরি,
ভাব-ভুবনের প্রদীপ তোমরা তোমাদের মোরা প্রণাম করি ।
ভাষায় তোমরা সঞ্চার কর প্রাণ-সঞ্চিত আশার জ্যোতি,
তোমাদের সমবেত সাধনায় জাগিছেন মহা-সরস্বতী ।
ভাবের মুলুকে তোমরা মালিক মালিক ভবিষ্যতের ভবে ;
ভাব-লোকে যাহা সত্য আজিকে জীবনে তা কালি সত্য হবে ।
স্বাগত ! স্বাগত ! হে মধুব্রত ! মনীষীবৃন্দ ! মনের মিতা !
তোমা-সবাকার প্রতিভার দীপে আজি এ নগরী দীপান্বিতা ।
স্বাগত জ্যেষ্ঠ ! স্বাগত শ্রেষ্ঠ ! স্বাগত প্রমুখ ! সভাধিপতি !
স্বপ্ন-সারথি ! সত্যের রথী তোমাদের মোরা জানাই নতি ।

মৃত্যু-স্বয়ম্বর

নূতন বিধান বঙ্গভূমে নূতন ধারা চল্‌ল রে
মৃত্যু-স্বয়ম্বরের আগুন জ্বল্‌ল দেশে জ্বল্‌ল রে ।
কুশণ্ডিকার নয় এ শিখা, এ যে ভীষণ ভয়ঙ্কর,
বঙ্গ-গেহের কুমারীদের দুঃখহারী রুদ্র বর ।
মানুষ যখন হয় অমানুষ, আগুন তখন শরণ ঠাঁই,
মৃত্যু তখন মিত্র পরম, তাহার বাড়া বন্ধু নাই ।
মানুষ যখন দারুণ কঠোর আগুন তখন শীতল হয়,
ব্যথায় অরুণ তরুণ হিয়া মৃত্যু মাগে শান্তিময় ।

* * *

একটি মেয়ে চলে গেছে জগৎ হ'তে নৈরাশে,
একটি মুকুল শুকিয়ে গেছে সমাজ-সাপের নিশ্বাসে।
আগুনে সে প্রাণ স'পেছে অগ্নিতেজা নিষ্কলুষ,
মরেছে সে; বেঁচে আছে পুরুষজাতির অপৌরুষ।
অগ্নি তুমি পাবক শুচি, আজকে তুমি রত্নধা,
পরম পুণ্যে লাভ করেছ নারীকুলের এই স্বধা।

* * *

চলে গেছে মায়ার পুতুল শূন্য ক'রে মায়ের কোল,
চলে গেছে স্তব্ধ ক'রে পণ্য-পণের গণ্ডগোল।
বাপের ভিটা রইল বজায়, হ'ল না সে বেচতে আর,
দায় আপনি বিদায় হ'ল জীবন-লীলা সাঙ্গ তার।
না জানি কোন্ স্বর্ণ-হাঙর শূন্য হাওয়ার গ্রাস গিলেছে,
(আজ) লুপ্ত-লজ্জা লোলুপতার ভাগ্যে ক্ষোভের ক্ষার মিলেছে।

* * *

মুলুক জুড়ে প্রেতের নৃত্য, অর্থ-পিশাচ হৃদয়হীন
কর্‌ছে পেষণ, কর্‌ছে পীড়ন, করছে শোষণ রাত্রিদিন।
পুত্রবন্ত বেহাই ঠাকুর বেহাই-জায়া বেহায়া,
বামন অবতারের মত বার করেছে তে-পায়া।
ধার করেছেন পুত্রবন্ত, উদ্ধারিবে মেয়ের বাপ,
অকর্ম্মণ্য অহল্যাদের নইলে মোচন হয় কি শাপ!
এদের নিশাস লাগলে গায়ে বুকের রক্ত যায় থামি;
চোখ রাঙিয়ে ভিক্ষা করে সমাজ-মান্য গুণ্ডামি।
স্নেহ যাদের দেহের ধাতু মমতা যার প্রাণের কথা,
সঙ্কোচে সেই নারী মরে চক্ষে হেরে নির্ম্মমতা।
মনে মনে যাচ্ছে মরে কসাই-হাটের কাণ্ড দেখে,
শ্বশুর খোঁজেন বাপের মান্য বাপের গলায় চরণ রেখে।

ক্ষীণ যে পুরুষ সেই অমানুষ হৃদয় তাহার নিষ্করুণ,
উদারতার ধার ধারে না, বীর্য্যবিহীন সে নির্গুণ।
অক্ষমে কি জান্‌বে ক্ষমা? চির-কৃপার পাত্র সে,
প্রত্যাশী সে,—পর্‌গাছা সে,—বৃহৎ উকুন মাত্র সে।
কন্যা ঘরের আবর্জ্জনা!—পয়সা দিয়ে ফেল্‌তে হয়,
"পালনীয়া শিক্ষণীয়া"—রক্ষণীয়া মোটেই নয়!
ভদ্র ধাঙড় আছেন দেশে করেন যাঁরা সদগতি,
কামড় তাদের অর্দ্ধরাজ্য,—পরের ধনে লাখ-পতি।
হায় অভাগ্য! বাংলাদেশের সমাজ-বিধির তুল্য নাই,
কুলটাদের মূল্য আছে, কুলবালার মূল্য নাই।
বিয়ে ক'রে কিন্‌বে মাথা,—তাতেও হবে ঘুষ দিতে,
জামাই যেন জড় পদার্থ,—শ্বশুরকে চাই 'পুশ্‌' দিতে।
খুদ খেয়ে সব আছে শুয়ে দাঁতের ফাঁকে খুদ সাঁধিয়ে,
আসবে শ্বশুর সোনাপাখী, সোনায় দেবে দাঁত বাঁধিয়ে।
চাই শ্বশুরের সোনার কাঠি সুপ্তভাগ্য চিয়াতে,
চাই মানুষের বুকের রুধির জোঁকের ছানা জীয়াতে।

* * *

কিশোর যারা প্রাণের টানে চাইবে তারা কিশোরী,
হায় কি পাপে রয়েছে দেশ বিধির বিধান বিসরি?
যাদের লাগি ধনুর্ভঙ্গ, যাদের লাগি লক্ষ্যভেদ,—
যাদের লাগি সকল চেষ্টা, সকল যুদ্ধ সকল জেদ,—
পৌরুষেরই ধাত্রী যারা, উৎস এবং প্রবাহ,—
যাদের গৃহ,—যারাই গৃহ,—কর্ম্মে যারা উৎসাহ,—
যাদের পূজায় দেবতা খুসী, যাদের ভাগ্যে ধনার্জ্জন,—
পুরুষ জাতির প্রথম পুঁজি, দুঃখ-ভোলা যাদের মন,

উচ্চে তাদের করবে বহন,—উদ্বাহ নাম সফল যায়,
নৈলে কিসের পুরুষ মানুষ ? ক্লৈব্য পরের প্রত্যাশায়।

* * *

সত্যিকারের পুরুষ যারা ফিরত না'ক ভিখ মাগি,
শিবের ধনুক ভাঙত তারা কিশোরীদের প্রেম লাগি।
যৌবনও সে সত্য ছিল,—প্রতিষ্ঠিত পৌরুষে,
ছিল না'ক লোলুপ দৃষ্টি শ্বশুর-বাড়ীর মৌরুশে।
যেদিন দময়ন্তী করেন স্বয়ম্বরে মাল্যদান,
তখন নারীর দেবতা হতে নরের প্রতি অধিক টান ;
আমরা এখন দিচ্ছি ভেঙে নারীর প্রাণের সেই মোহ,
পুরুষ নারীর মাঝে এখন কুবেররূপী কুগ্রহ।

o * *

বাংলাদেশের আশার জিনিষ ! ওগো তরুণসম্প্রদায় !
জগৎ আজি তোমা-সবার উজল মুখের পানে চায় ;
হাতে তোমার রাখীর সূতা, কণ্ঠে তোমার নূতন গান,
জগৎ জুড়ে নাম বেজেছে, রাখ গো সেই নামের মান ;
অপৌরুষের শেষ-রেখাটি নিজের হাতে মুছতে হবে,
কন্যা-বলির এই কলঙ্ক লুপ্ত কর তোমরা সবে।
সকল প্রজার প্রজাপতি পরিণয়ে প্রসন্ন,
তাঁর আসনে কদাচারী কুবের কেন নিষণ্ণ ?
তোমরা তরুণ ! হৃদয় করুণ, তোমরা বারেক মিলাও হাত,
জাতির জীবন গঠন কর, কর নূতন অঙ্কপাত।
নূতন আশা, নূতন বয়স, সবল দেহ, সতেজ মন,
তোমরা কর শুভকাজে অশুভ পণ বিসর্জ্জন।
পাটোয়ারী-গোছ বুদ্ধি যাদের দাও উঠিয়ে তাদের পাট,
পাটে বস তোমরা রাজা, দাও ভেঙে দাও বাঁদির হাট।

তোমাদেরি দোহাই দিয়ে নিঃস্ব জনে দিচ্ছে চাপ,
পিতার সত্য পালন—পুণ্য, পিতার মিথ্যা পোষণ—পাপ।
সতীদাহ গেছে উঠে, কন্যাদাহ থাক্‌বে কি ?
রোগের ঋণের শেষ রাখ না, কলঙ্কের শেষ রাখবে কি ?
স্বর্গে গেছে স্নেহদেবী বঙ্গভূমির নন্দিনী,
রাজপুতানার কিষণ-কুঁয়ার আজকে তাহার সঙ্গিনী ;
অম্বা তাহার চুম্বে ললাট,—উপেক্ষিতা সেই নারী,—
য়ুদীয়া-গ্রীস-রোম-কুমারী স্বর্গপথে দেয় সারি।
বাপের ব্যথার ব্যথী মেয়ে কোমল স্নেহের লতিকার
ফুরিয়ে গেছে মর্ত্ত্যজীবন, নাইক তাহার প্রতিকার ;
নারীর মান্য করতে বজায় গেছে মরণ পায়ে দলি
দেশের দশের অপরাধের নিরপরাধ এই বলি।

* * *

স্বর্গে গেছে স্নেহদেবী, মৃত্যু তাহার বিফল নয়,
আত্মদানের সার্থকতা ওতঃপ্রোত বিশ্বময় !
মৃত্যু দানে নূতন জীবন মৃত্যুজয়ী নারী নরে,
জট্‌-পাকানো সংস্কারের নাগপাশে সে ছিন্ন করে।
হায় বালিকা! তোমার কথা জাগবে দেশের অন্তরে,
তোমার স্মৃতি লজ্জা দেবে পরপীড়ক বর্ব্বরে।
দেশাচারের জাঁতার তলে জীবন দেছ কল্যাণী !
টল্‌ল এবার বিধির আসন তোর মরণে রোষ মানি।
দশের মুখে ধর্ম্ম আজি তাইত জেগে উঠল রে !
টন্‌ক নড়ে' উঠল জাতির, পাপের প্রভাব টুট্‌ল রে !
স্বর্গে গেছ পুণ্য-শ্লোকা ! মৃত্যু তোমার অভিজ্ঞান,
মৃত্যু-স্বয়ম্বরের স্মৃতি দহুক দেশের অকল্যাণ।

হেলাফুল

তৃণেরও চাইতে যে আসন নীচু
সে আসনে তুমি বসালে আমায় বসালে,
হেলায় আমারে ভাসালে পাথারে
সকল ভরম খসালে গরব খসালে।
নিশির তিমিরে মিশি'রে
কাঁদিয়া মরি যে শিশিরে,
নিষ্প্রভ করি' রাখিলে আমায়
পদ্মের রাঙা রূপেরি রক্ত মশালে।
আলোর ভুবনে শতদল-বনে নিদালি আমারি নয়নে,
ফুলের মেলায় গভীর হেলায় শুকাই সলিল-শয়নে ;
কেহ না পুছিল পরিচয়
একি জীবনের অপচয়,
ভালো বেসে কেউ এল না সুধাতে—
বিষে কি সুধায় রসালে এ প্রাণ রাসালে।

গান

(ওগো) এই কি তোমার খেলা !
লীলার খেলা !
(বঁধু) অন্ধ হিয়ার আঁধার ভ'রে
(শুধু) মেলবে ধাঁধার মেলা !
লাগবে আগুন যখন ঘরে
আসবে তখন প্রদীপ করে,
(তুমি) পরশ-মণি সেদিন দেবে
(যেদিন) সোনায় হবে হেলা।

সন্তানক

নন্দন-বনে কল্পতরুর পাশে
সন্তানকের শ্যামল বিতান হাসে ;
স্বর্গ-বায়ুর নিশ্বাস লাগে গায়,
মর্ত্ত্যমানব সন্তান-বর চায়।

সন্তানকের ফুল দেবতার বরে
স্বপনে ঝরিয়া মানুষের কোল ভরে ;
কোলে পেয়ে নিধি হিয়া বিস্ময়াকুল !—
সন্তান হয় সন্তানকের ফুল !

আনে সে জীবনে নন্দন-আহ্লাদ—
কল্পতরুর কাম্য ফলের স্বাদ ;
কল্প-লোকের সুষমা ভুবন ছায়,
স্বর্গ-সোপান—চক্ষে সে দেখা যায় !

ছোট ছোট ছোট নন্দন যার ঘরে
নন্দন-বনে সেই তো বসতি করে,
সেই স্নান করে মন্দাকিনীর নীরে,
ক্ষুধা সে মিটায় স্বর্গ-ধেনুর ক্ষীরে।

নন্দন-বনে কল্পতরুর কোলে
সন্তানকের শোভন বিতান দোলে ;
কল্পতরু—সে সব নিধি দান করে,
বুক ভরে শুধু সন্তানকের বরে।

লাল পরী

লাল পরী গো! লাল পরী!
ইন্দ্র-সভার সুন্দরী!
কখন্ আসিস্ কখন্ যাস্!
কার গালে যে গাল বোলাস্!
কার ঠোঁটে যে ঠোঁট থুলি!
কার হাতে পায় তুল্‌তুলি—
ফোটাস্ রাঙা পদ্ম গো
জান্‌বে তা কোন্ মন্দ গো।

তোর চুমাতে হয় যে লাল
খোকা খুকীর হাত পা গাল,
আঙুলগুলি কুঙ্কুমের
কিশোর কেশর তুল্য হয়,
দেয়ালা তুই তার ঘুমের
তাই ঘুমে প্রফুল্ল রয়;
লাল পরী গো! লাল পরী!
স্বপ্ন-পুরীর অপ্সরী!

ইন্দ্রলোকের রীত এ কি!
লুকিয়ে যেতে আস্‌তে হয়!
দেবতা হ'য়েও তোর, দেখি,
লুকিয়ে ভালো বাস্‌তে হয়!

সবুজ পরী এক-ঝোঁকা
নয় সে মোটে তোর মতন,
তাই তো মানা আজ ঢোকা
ইন্দ্রপুরে তার এখন ;
সবুজ পরী এক ঝোঁকে
মানুষ রাজার পুত্রকে
বাস্‌ল ভালো কায়মনে
মিল্‌তে এল তার সনে ;
এই অপরাধ—এই তো পাপ,
অম্‌নি হ'ল দৈব শাপ,—
থাক্‌তে হবে মর্ত্ত্যে গো
মৃত্যু-কীটের গর্ত্তে গো।

সবুজ পরী টল্‌ল না
শাপের ভয়ে ভুল্‌ল না,
ভালো বেসেই ধন্য সে
চায় না কিছু অন্য সে ;
যেখানে তার চিত্ত রে,
থাক্‌বে সেথাই নিত্য সে ;
চায় না যেতে স্বর্গে আর
মানুষ যে প্রেম-পাত্র তার।
করবে তারি দাস্য গো—
যে তার আজ উপাস্য গো!
তাই মরতের পথখানি
সবুজ ক'রে রইল সে,
মর্ত্ত্যে হ'ল চাক্‌রাণী,
প্রেমে সবই সইল রে।

তুমি তা নও লাল পরী !
লুকিয়ে এস লুকিয়ে যাও,
স্বপ্ন-সোঁতায় সঞ্চরি'
খুকীর গালে গাল বুলাও !
আবীর বিনা অশোক ফুল
তোমার বরে হয় অতুল,
খোকা খুকীর হাত পা ঠোঁট
হয় সে শিউলী ফুলের বোঁট ;
নাই অজানা কিচ্ছু মোর
চুমু গোলাপ-পাপড়ি তোর,
সাঁঝের মেঘে মুখ মোছো
উষার আলোয় কুল্‌কুচো ;
লুকিয়ে ফের। সুন্দরী
না দেখতে কেউ যাও সরি।
লাল পরী গো ! লাল পরী !
কিশোর-লোকের অপ্সরী !

কিশোর কিশলয় পরে
তোমার পরশ সঞ্চরে,
তোমার চুমায় লাল গুলাল
লাল দুলালী লাল দুলাল,
ছোঁয় গোপনে তোমার হাত
সিঁদুর কৌটা আল্‌তা-পাত।
ফিরছ তরুণ ফুর্ত্তিতে
ডালিম-ফুলি কুর্ত্তিতে !

নব বধূর আয়নাতে
কচি ছেলের বায়নাতে
পড়ছ ধরা পড়ছ গো,
রাঙা ঘোড়ায় চড়ছ গো,
ফিরছ মুহু সঞ্চরি'
লাল পরী গো। লাল পরী।

প্রথম গালি

বয়েস— আড়াই কি তুই
মনটি নিরমল জুঁই,
হাল্‌কা যেন হাওয়া
মেয়ে সে মুখ-চাওয়া
মায়ের কাছে কাছে
ছায়ার মত আছে
জানেনা মা বিনা কিছুই

আর সে দিদি চেনে তার
দিদি সে সাথী খেলিবার,
ছুটিতে পিঠোপিঠি
তবুও খিটিমিটি
হয় না বেশী বেশী
নাইক রেষারিষি
কলহ নাইক নিতুই।

জগৎ মানে যেন,—তার—
মা, দিদি আপনি সে আর,
এ ছাড়া কিছু নেই
চেনে না কারুকেই,
অকথা কুকথার
ধারে না কোনো ধার
শেখেনি আজো 'তুই' 'মুই'।

একদা হ'ল দুটি বোনে
পুতুল নিয়ে কি কারণে
ঝগড়া কাড়াকাড়ি,
তখন দিয়ে আড়ি
হারিয়া কাঁদো-কাঁদো
হ'য়ে সে আধো আধো
কহিল "ডিডি। টুমি—টুই।"

মৌলিক গালি

বকেছিল তার দিদি-মাষ্টার
পড়া সে পারেনি ব'লে
অক্ষর-পরিচয়ের ছাত্রী
অভিমানে তাই ফোলে।
ভারি গম্ভীর হ'য়ে ব'সে আছে
মুখখানি ভার ক'রে,

খেলুনিরা তার চোরা-চোখে চেয়ে
দূরে দূরে সব ঘোরে।

আমি অতশত কিছুই জানি নে
প্রতি দিনকার মত
আদর করিতে কাছে গেনু, সে তো
নড়িল না প্রথমত ;
খুনসুড়ি সুরু করিনু যখন
চ'টে সে কহিল ভাই,
"তুমি হস্‌স-ই ! তুমি দীগ্‌ঘ-ঈ !
তুমি যাও ! তুমি ছাই !"

ইল্‌শে গুঁড়ি

ইল্‌শে গুঁড়ি ! ইল্‌শে গুঁড়ি !
ইলিশ মাছের ডিম।
ইল্‌শে গুঁড়ি ইল্‌শে গুঁড়ি
দিনের বেলার হিম।
কেয়াফুলে ঘুণ লেগেছে
পড়তে পরাগ মিলিয়ে গেছে,
মেঘের সীমায় রোদ জেগেছে,
আল্‌তা-পাটি শিম্‌।
ইল্‌শে গুঁড়ি ! হিমের কুঁড়ি,
রোদ্দুরে রিম্‌ঝিম্‌।

হাল্‌কা হাওয়ায় মেঘের ছাওয়ায়
ইল্‌শে গুঁড়ির নাচ।
ইল্‌শে গুঁড়ির নাচন দেখে
নাচ্‌ছে ইলিশ মাছ।
কেউ বা নাচে জলের তলায়,
ল্যাজ তুলে কেউ ডিগ্‌বাজী খায়;
নদীতে ভাই! জাল নিয়ে আয়,
পুকুরে ছিপ গাছ।
উল্‌সে ওঠে মনটা, দেখে
ইল্‌শে গুঁড়ির নাচ।

ইল্‌শে গুঁড়ি— পরীর ঘুড়ি,—
কোথায় চলেছে?
ঝুম্‌রো চুলে ইল্‌শে গুঁড়ি
মুক্তো ফলেছে!
ধানের বনের চিংড়িগুলো
লাফিয়ে ওঠে বাড়িয়ে মুলো;
ব্যাঙ্‌ ডাকে ঐ গলাফুলো,
আকাশ গলেছে;
বাঁশের পাতায় ঝিমোয় ঝিঁঝি
বাদল চলেছে।

(মেঘায় মেঘায় সুয্যি ডোবে,
জড়িয়ে মেঘের জাল,
ঢাক্‌লো মেঘের খুঞ্চে-পোষে
তাল-পাটালির থাল।)

লিখছে যারা তালপাতাতে
খাগের কলম বাগিয়ে হাতে
তাল্‌-বড়া দাও তাদের পাতে
টাট্‌কা ভাজা চাল ;
পাতার বাঁশী তৈরী ক'রে
দিয়ো তাদের কাল ।

খেজুর পাতার সবুজ টিয়ে
গড়তে পারে কে ?
তালের পাতার কানাই-ভেঁপু
না হয় তারে দে ।
ইল্‌শে গুঁড়ি—জলের ফাঁকি—
ঝরছে কত,—বলব তা কী ?
ভিজতে এল বাবুই পাখী
বাইরে ঘর থেকে ;—
পড়তে পাখায় লুকালো জল
ভিজলো নাকো সে ।

ইল্‌শে গুঁড়ি ! ইল্‌শে গুঁড়ি !
পরীর কানের দুল,
ইল্‌শে গুঁড়ি ! ইল্‌শে গুঁড়ি !
ঝুরো কদম ফুল ।
ইল্‌শে গুঁড়ির খুন্‌সুড়িতে
ঝাড়ছে পাখা—টুনটুনিতে,

নেবুফুলের কুঞ্জটিতে
দুলছে দোদুল্ দুল্ ;
ইল্‌শে গুঁড়ি মেঘের খেয়াল
ঘুম-বাগানের ফুল।

আষাঢ়ের গান

কোথাকার ঢেউ লেগেছে
আজি ঐ গগন পরে,
ধোঁয়া-ধার সোঁত ভেঙেছে
মেঘের থরে।
গেছে চোখ জুড়িয়ে গেছে,
দিনে আজ রাত নেমেছে,
সাগরের নীল এনেছে
কাজল ক'রে।

ঝড়ে আজ ঝুলনো ঝুলে
তমাল তালে পাতায় শাখায়,
বিজুলী ঘোমটা তুলে
দিনের আলোয় চমকে তাকায়।
বেজেছে তাল মাদলে
নটেশের নূতন দলে ;
আষাঢ়ের মীড় বাদলে
লীলায় সরে।

ঘরে আজ নয় রে থাকা,
নয় রে থাকা, নয় রে কভু ;
পোড়ে তো পুড়বে পাখা
উড়বে চাতক, উড়বে তবু।
বাহিরে কদম ফুটে
নূতনের পরশ লুটে
হরষের তুফান উঠে
প্রাণ সায়রে।

ইন্দ্রজাল

শূন্য ভুবনে ছাউনি এ কার ?
ছায়া পড়ে কার গগন-ভালে ?
রিক্ত দ্যুলোক ভরিয়া উঠিল
কোন্ দেবতার ইন্দ্রজালে !

নিকষ-পাষাণ কান্ত-লোহায়
নিঙাড়িয়া গড় গড়িল কে রে ?
হাওয়ার উপরে পুরী পত্তন,
নয়ন বচন অবাক হেরে !

বারুদ-বরণ মেঘের বুরুজ
সীসার বরণ কোমর-কোঠা,
মোরচা-বন্দী মেঘ-গঞ্জীনে
ঝলসিছে মুহু জলুসী টোটা !

ত্রাস-দস্যুর ত্রি-অরুণ আঁখি
ফিরে কি আবার ত্রিলোক শোষে ?
কাহারে দলন করিতে দেবতা
বাহিনী সাজান জ্বলিয়া রোষে ?

আড়-বাড় আর ঘাঁটি মুহড়ায়
'হাঁকার' বাজায় দামামা কাড়া,
হের দেখ কার বিপুল বাহিনী
হামার হয়েছে পাইতে ছাড়া !

জোড়া-আয়নাতে কি খবর চলে ?
বিজুলী কি আনে ?···নিকাশী চিঠি !
তীর-বেগে যত বীর বাহিরিল
ছর্‌রা ছুটিল ঝলসি দিঠি !

বখেড়িয়া উনপঞ্চাশ হাওয়া
ক্ষেত রোকে আর বখেড়া করে,
তোড়ে তোড়াদার বন্দুকে আর
লব্‌লবি টেনে ধোঁয়ায় ভরে !

কালো বারুদের নস্য টানিয়া
কাল-হাঁচি হাঁচে কামান নভে,
যোজন-পাল্লা গোলা উগারিয়া
ভরে দশদিক ভীষণ রবে !

মেঘের সঙ্গে মেশে দূর বন
ঝাপটে দাপটে পালট খেয়ে,
ত্রাহি ত্রাহি ডাকে ত্রাস-দস্যুটা,
শোষণ-অসুর পালায় ধেয়ে!

দেবতার মুখে হাসি ফোটে ফিরে
সোমরসে-ভিজা শ্মশ্রুতটে,
দাঁড়ান ইন্দ্র ইন্দ্রধনুটি
লম্বিত করি' আকাশ-পটে!

ঐরাবতের অঙ্কুশ হানি
ঐন্দ্রজালিক লুকান হেসে,
মুগ্ধ মানব স্নিগ্ধ ধরণী
নিবেদিছে প্রীতি দেবোদ্দেশে।

এস তুমি বাদল-বায়ে ঝুলন ঝুলাবে;
কমল-চোখে কোমল চেয়ে কূজন ভুলাবে।
শীতল হাওয়া—নিতল রসে—
বনের পাখী ঘনিয়ে বসে;
আজ আমাদের এই দোলাতেই দু'জন ঝুলাবে;
এস তুমি নূপুরপায়ে ঝুলন ঝুলাবে।

(আজ) গহন ছায়া মেঘের মায়া প্রহর ভুলাবে ;
অবুঝ মনে সবুজ বনে লহর তুলাবে।
কূজন-ভোলা কুঞ্জে একা
এখন শুধু বাজবে একা ;
হাল্‌কা জলে ঝামর হাওয়া চামর ঢুলাবে !
(আর) গহন ছায়া মোহন মায়া প্রহর ভুলাবে।

এস তুমি যূথীর বনে দুকুল বুলাবে ;
কোল দিয়ে ঐ কেলি-কদম্‌-মুকুল খুলাবে।
বাইরে আজি মলিন ছায়া
মলিদা-রং মেঘের মায়া,
অন্তরে আজ রসের ধারা রঙীন্‌ গুলাবে !
এস তুমি মোহের হাওয়া মিহিন্‌ বুলাবে।

(ওগো) এমন দিনে ঘরের কোণে শয়ন কি লাভে ?
কিসের দুখে নয়ন-জলে নয়ন ফুলাবে ?
আয়গো নিয়ে সাহস বুকে
পিছল পথে সহাস মুখে,
নূতন শাখে নূতন সুখে ঝুলন ঝুলাবে ;
(এস) উজল চোখে কোমল চেয়ে ভুবন ভুলাবে।



কাজ্‌রী-পঞ্চাশৎ

(১)

(এল)　　শ্রাবণ ফিরে ভুবন পরে
এল মিলন্‌-ধাম,
সেই পাপিয়ার পিয়াস-হরণ
সেই যে ঘনশ্যাম।
(বিধুর ধরার বন্ধু এল
(আজ) পূরবে মনস্কাম—
(দেখ)　　দিগ্বিদিকে চিক দিয়েছে
ঝুরন্‌ অবিশ্রাম।)

(২)

(মেঘ)　　ভ্রমর হয়ে উড়্‌ল ঝাঁকে
কী কালো ছায়া !
খুল্‌লে এখন ঘোম্‌টা কে বল্‌
বলবে বেহায়া ?
(ওসে)　　দিনকে করে মিলন-রাতি
এম্‌নি তার মায়া !
(তার)　　মনটি ভালো আলোয় ভরা
কালো তার কায়া !

(৩)

(আমরা) ঝুলিয়ে দোলা দুলিয়ে দেবো
বাদল-হাওয়াতে,
পাখীর সুখের জান্‌ব সোয়াদ
পিয়াল্‌-ছাওয়াতে !
গাইব পাখীর চাইতে মধুর
(ভুবন) ভরব গাওয়াতে,
খেল্‌বে মেঘে বিজুলী এই
চোখের চাওয়াতে।

(৪)

(আহা) (লুকিয়ে ছিল ওই বিজুলী
কোন্ কাজল-চোখে !
কালো মেঘের ডাক শুনে কি
উঠল সে চম্‌কে !)
কদম-ফুলে ভাব লাগে রে
(সেই) আলোর পুলকে,
কার পানে কে চায় লুকিয়ে
জান্‌বে কি লোকে ?

(৫)

(ও কার) মিলিয়ে গেল নীলাম্বরী
নিবিড় বাদলে !
শ্যামল বনে সঘন সাঁঝে
মেঘের কাজলে !
(ওগো) কোন্ তমালে ঝুল্‌নো তোমার ?
(বল) কোন্ মালা গলে ?
(তোমায়) সৌরভে আজ চিন্‌ব গহন
রসের অতলে !

(৬)

(ওগো) কোন্ বনে আজ বাঁধলে দোলা
গহন আঁধারে !
তোমার গলার মালা কোথায়
গন্ধ বিথারে !
(শুধু) (গন্ধে তোমার পাই যে নাগাল
(নীরব) ঝুলন্-সাঁতারে,
(তোমার) রূপ-বিজুলী ডুব দিয়েছে
বাদল-পাথারে !)

(৭)

(তুমি) (আস্‌ছ পথে ভূঁই-চাঁপাতে
ভুবন সাজায়ে !
বাদল-ধারায় তাল মিলায়ে
(মৃদু) নূপুর বাজায়ে !
হাস্‌ছ তুমি জুঁই চামেলির
পরাণ বাঁচায়ে !
আস্‌ছ তুমি পেখম-খোলা
ময়ুর নাচায়ে !)

(৮)

(সখী) যখন কেবল শ্রবণ চলে
নয়ন না চলে—
সেই শ্রাবণের আমল এখন
এ রঙ্-মহলে।
(আজ) শোন্ গো কেবল দাদুর কী কয়
(আর) ঝিল্লী কি বলে,
এক্‌লা পাখী কী গায়—বাদল-
ধারার বিরলে !

(৯)

(আজ) কুঞ্জ-পথে সবুজ কানাৎ
নতুন কে দিলে !
মেঘ-ডম্বরী রঙের তাঁবু
(ধারা-) জলের ঝিল্‌মিলে।
আজ বেরুবার নেই মানা আর
সব সখী মিলে,
বাঁশীর সুরে সুর বাঁধা আজ
বাসর-নিখিলে।

(১০)

(আজ) নূতন শাখে বাঁধ্‌ তোরা সই
নূতন হিন্দোলা,
আজ্‌কে হাওয়ার নূতন দুয়ার
হল যে খোলা !
(নব) নীপের দীপে কেয়ার ধূপে
আজ ভুবন ভোলা,
নূতন বঁধুর নূতন-মধুর
কাজ্‌রী উতলা !

(১১)

(ওলো) ঘোম্‌টা খোলা সরম ভোলা
আজ বিধির লেখা,
(প্রথম) ভয়-ভাঙার পুলকে প্রাণে
ধ্বনিছে কেকা !
কূল ভেঙেছে যমুনা আজ
(তার) নাই সীমা-রেখা,
(শুধু) ঘনঘটার ঘোম্‌টা রেখে
চল্‌ পথে একা !

(১২)

(ওগো) এমন দিনে উদাস মনে
কে ঘরের কোণে ?
(এস) আপনাকে আজ লোফালুফি
করব পবনে।
বুক দিয়ে আজ বিঁধব বাতাস
(আকাশ) ঠেক্‌বে চরণে,
কিশোর তনুর সকল অণু
ভরবে শ্রাবণে।

(১৩)

(আজ) যে দোলাতে দুজন ঝুলায়
সেই দোলা বাঁধিস্‌,
বন্ধু বিনে, নইলে যে হায়,—
ঠেক্‌বে সবই বিষ।
মিশ্‌ কালো ওই মেঘে মিশে
(আজ) ঝুলন অহর্নিশ,
বিজুলী ডোর ধরবে দোলার
উথ্‌লাবে হরিষ।

(১৪)

(আজ) বাদল রাতির কাজল পাঁতি
এল কার তরে।
পৌঁছে দিল পূবের বাতাস
কাহার অন্তরে।
(সজল আঁধার কী বোল্‌ বলে
(আজ) বিভোল অম্বরে।
(হায়) বাঁশীর পাগল বেরিয়ে প'ল
বাজ মাথায় ক'রে।)

(১৫)

(আজ) গগন পরে থর দিয়ে কে
গড়লে এ মৌচাক !
কে খোঁচালে হঠাৎ !—ক্ষেপে
ছুট্‌ল কিসের ঝাঁক !
ছুট্‌ল রাগে বুঁদ হয়ে সব
(চোকের) দুয়ার রেখে ফাঁক !
ঝুঁঝিয়ে ঝরে রসের ধারা
অবাক গো অবাক !

(১৬)

(ওই) মেঘের দেশে রাত হ'ল, দ্যাখ্‌
হাওয়ায় লাগে ঢুল !
গুগ্‌গুলু উগারে তরল
অপ্‌রাজিতার ফুল !
নীল কমলে ঢাক্‌ল ডানায়
কালো ভ্রমরকুল
(যেন) সাপের শেযে গা ঢেলে কে
এলিয়ে দিল চুল !

(১৭)

(ও কে) দোল্‌ দিল মোর মনে, ওগো !
তাই দোলে ভুবন !
শ্রাবণ দোলে পবন দোলে
দোলে সকল বন !
হৃদয়-দোলায় চল্‌ছে গো কার
আনন্দ-ঝুলন !
ঝুলন-মাতাল রাগ-রাগিণী
কাজরী-নিমগন !

(১৮)

(এবার) ফুট্‌ল কিনা কদম বনে
খবর রাখি নে,
শ্রাবণী ফুল ফুটেছে মোর
মনের বিপিনে !
(বঁধু !) (আমরা হলাম পুলক-কদম
(তোমার) সোহাগ-সুদিনে,
(মোদের) পরাগ-ভরা এই অনুরাগ
নাও তুমি জিনে !)

(১৯)

(গেছে) ঝুল্‌নো বেঁধে রাখাল-ছেলে
সকাল বেলায় আজ,
সেই দোলাতে দুল্‌তে হবে
তোমায় রাখাল-রাজ !
(মোদের) রাই-রাজা পরাবে তোমায়
(আপন) মাথার ফুলের তাজ,
(আজ) হিন্দোলে হিল্লোলে কেবল
টল্‌বে সকাল সাঁঝ।

(২০)

(মোদের) দুপুর-বেলাই ঝুলন্ খেলা
আইন্ মানি নে,
(আজ) ঘনঘটাই ঘোমটা যে, তাই
ঘোমটা টানিনে।
কে বিদেশী যায় যে পথে
আমরা জানিনে,
যে খুসী সে হাস্থক হাসি
আমল আনিনে।

(২১)

(ওকি !) দোলন্‌-চাঁপা দুল্‌ছে হাওয়ায়
দোলন্‌-চাঁপার ফুল !
(তার) দোলন্‌ দেখে ঝুম্‌কো জবা
দুল্‌ছে গো দোদুল্‌ !
তপ্ত দুধের মাখন তনু
(তারে) দেখ্‌লে যে হয় ভুল !
মুখটি কচি কাঁচা-দুধের
ননীর সমতুল।

(২২)

(আমরা) ভালোবাসার রূপ দেখিনি
(শুধু) নাম শুনি গো তার।
শুন্‌তে যে পাই আওয়াজ বাদল-
ধারায় অনিবার।
চোখ্‌ বুজে তার ডাক শোনা যায়
সাত সাগরের পার,
(তার) পরশ পেলে প্রাণ নাকি হয়
গুলাবে গুলজার !

(২৩)

(আজ) তোমার তরে এনেছি এই
সন্ধ্যামণি ফুল,
এই দোপাটি হবে তোমার
দুটি কানের দুল ;
চরণ-পিঁড়ি হবে রাধা-
পদ্ম এ রাতুল,
রায়-বেলে সই সাজাব আজ
তোমার কালো চুল।

(২৪)

(আজ) ঝুলন-দিনে ফুল গহনা,—
সোনা না-মঞ্জুর !
কঠিন সোনা আজকে মানা
আজ রাখ তায় দূর।
ফুলের কাঁকণ ফুলের মুকুট
(আর) ফুলের রতনচূড়,
ফুলের নূপুর বাজবে নীরব
ভরবে হৃদয়পুর।

(২৫)

(ওগো) তোমরা চোখে কাজল দিয়ো
হরিণ-লোচনা !
ওই কাজলে আমরা করি
কাজ্‌রী রচনা।
ওই কাজলে হয় গো সজল
বাদল-জোছনা,
ওই কাজলে উজল হিয়া
লুকায় শোচনা।

(২৬)

(আজ) অন্ধকারে গন্ধ ফুলের
হোলি-খেলার ধুম !
মাদল বাজে বাদল মেঘে
নাইক চোখে ঘুম।
পিচকারী সব ভরছে কেয়া
(আর) কদম সে কুঙ্কুম,
গন্ধে রঙীন্ অঙ্গে হাওয়া
সঞ্চরে নিঝুম !

(২৭)

(তোমরা) দুলিয়ে বেণী ঝুলিয়ে দিলে
রেশ্‌মী হিন্দোলা !
ঝুম্‌রো বটের ঝুরি মোদের
ঝুলনের ঝোলা !
রাজার মেয়ে তোমরা সবাই,
(মোরা) রাখাল মন্‌-ভোলা !
অ-বোলা কে কয় ? তোমাদের
ভারি বোল্‌বোলা।

(২৮)

(আজ) ঝামর হাওয়ায় তরল মোতি
ফিরতেছে লীলায় !
তাই বুঝি গো মুক্তোঝুরি
তোমার তনু ছায় !
কি দিয়ে কিশোরী ! গোরী !
(বল) মুছাই, হায়, তোমায় ?
(শুধু) আঁখির পাতা বুলাই, সখী !
তোমার গোরা গায়।

(২৯)

(আহা) এম্‌নি ভিজে আস্‌তে কি হয়
ও বাঁশীর পাগল !
(তোমার) সোনার গায়ে মুক্তোসুঁটি
সুটিয়ে পড়ে জল।
ভয় কি গো নেই দেয়ার ডাকে ?—
(এই) বিষম ঝড় বাদল !
(ওগো) ভালোবাসার এম্‌নি অভয়—
এম্‌নি কি তার বল !

(৩০)

(ওগো) তোমার দোলা কদম-শাখে
আমার তমালে ;
কাছে-কাছেই চল্‌ছে দোলন
(তবু) নাইক নাগালে !
ওই আঁচলের আভাস লাগে
এ মোর কপালে !
(তোমার) চুলের রাশি নিশাস ফেলে
নিশির আড়ালে ।

(৩১)

(আজ) তোমার আমার মন মিলেছে
মনের মালঞ্চে !
কে জানে আজ দুনিয়া সমাজ
পড়শী পঞ্চে ?
অঞ্চলে বেঁধেছি মোরা
(আজ) সাত রাজার ধন যে !
কাঞ্চনে নাই রুচি, চরণ
মাণিকের মঞ্চে !
(আজ) তোমার আমার ফুল ফুটেছে
মনের মালঞ্চে ।

(৩২)

(দোলা) দুল্‌ল এবার বাদল হাওয়ায়
হারিয়ে দিগ্বিদিক !
দুল্‌বে কে, আর কে দোলাবে
(তার) নাই কিছুরই ঠিক !

ভয়-ভোলা মন ভুল্‌ছে ভরম
আজ সরমে ধিক্ ;
(আজ) যে পারে সে দিক ছড়িয়ে
যে পায় লুফে নিক্।

(৩৩)

(আজ) ডুব-সাঁতারে যায় কে চুপে
হারা পূর্ণিমায়!
গহন মেঘের ওপার দিয়ে
স্বপন-সীমানায়!
চাঁদ! যেয়োনা অমন করে
(তুমি) পালিয়ো নাগো হায়,
(আজ) আনন্দেরি গন্ধরাজে
পূজ্‌ব যে তোমায়!

(৩৪)

(আজ) কাজল-লতার পাতার পরে
ভ্রমর বুলেছে।
কাজল আঁখির জল্‌সাতে মোর
কাজ্‌রী খুলেছে।
চন্দনী পরশে হাওয়ার
(আজ) ভুবন ভুলেছে,
হিন্দোলে আনন্দ-ঘন
ছন্দে দুলেছে।

(৩৫)

((ওগো) আজ কোথাকার ঢেউ লেগেছে
সারা গগনময় !
সাগর চুরি করেছে রে,
পুকুর চুরি নয়।
চল্‌ছে যখন এমন চুরি
(ওগো) তখন কিসের ভয় ?
(আজ) চোরা-চোখে চাইলে, ধরা
পড়বে না নিশ্চয়।)

(৩৬)

(বল) শ্রাবণ ! তুমি শিখবে কবে
নয়ন বাঁকানো ?
ভুল্‌তে তুমি বসেছ চোখ
মেলে তাকানো !
হিম যে তোমার নাকের নিশাস
(তোমায়) যায় না জাগানো,
পান্তা-বাতাস নেবু-ফুলের
গন্ধ মাখানো !

(৩৭)

(আমার) কাজ্‌রী গাথার কাজল-লতা
দিব কার করে !
কার দু'আঁখির আপ্‌নি-কাজল
আঁখির ঘুম হরে !
(কার) পায়ের পাতা ছন্দ রচে
(বাদল) মেঘের ডম্বরে !
কার পুলকে নীপ্‌-মুকুলের
অঙ্গ শিহরে !

(৩৮)

(আমায়) সকল ভুবন দোল্ দিলরে
জনম জনমে !
দোল্ দিল আনন্দ-বিষাদ
শঙ্কা-সরমে !
দোল্ দিল কামিনী কুঁড়ি
(মোর) গোপন মরমে !
সূর্য্য-তারার নাগর-দোলার
ছন্দেরি সমে !

(৩৯)

(ওগো) বাদল-মেলার শাওন-বেলার
আর কত বাকী !
(আমায়) দোল্ দিয়ে গিয়েছে সে তাই
দুল্‌ছি একাকী !
দুল্‌ছে দোলা, ভুল্‌ছে না মন,
মিছাই মুখ ঢাকি,
(হ'ল) আঁখির লোরে ঝামর হাওয়া,—
মেল্‌বে কী আঁখি।

(৪০)

(ও তোর) মানের দোলা দুলছে সে কই ?
দুল্‌ছে মন্থরে !
ডুরি যে তার গেছে কেটে
অলখ্ মন্তরে !
(তোর) একলা-গরব আঁখির জলে
(হায়) আজ যে সন্তরে।
যে কেঁদে যায়, কাঁদিয়ে সে, হায়,
যায় জনম-তরে।

(৪১)

(ও সে) স্বপ্নে আমার এসেছিল
কুঞ্জে সজনী !
ছিল সে মোর কুসুম-শেযে
সকল রজনী।
ছিনিয়ে হঠাৎ কে নিল তায়
(হায়) কিছুই না জানি !
(শুধু) শুন্‌ছি জেগে দেয়ার হা-হা
আর গরজনি।

(৪২)

(মরি) আজ্‌কে কারে দেব্‌তা ডাকে
ডাকে গো দেয়া !
দিনের আলোয় ছায় যে উঁকি
আকাশ-আলেয়া !
আজ যমুনার জমাট নীলে
(ও কে) জমায় শেষ খেয়া !
গায়ে কাঁটা ছায়, শিউরে ওঠে
কদম আর কেয়া !

(৪৩)

(আজ) জীবন মরণ ঝুলন খেলে,
দোল দিয়েছে কে !
সুধা-সুরা-সোম-ধুতূরার
ঢেউ পিয়েছে কে !
(আজ) বাদল-ধারায় জ্যোৎস্না জড়ায়
(হায়) সে রঙ্গ দেখে !
ঝুলন ঝোলে ঝাণ্ডা তালের
ঝঞ্ঝাতে বেঁকে !

(৪৪)

(হায়) অশ্রু-জলের শ্রাবণ দেখে
বন্ধু ! কোথা যাও ?
দাঁড়াও আবার ঝুলনো বাঁধি
রথ রাখ, দাঁড়াও !
মাধব ! ঐ মাধবী লতার
কুঞ্জ পানে চাও !
(বারেক) গাও বাঁশীতে পাগল গানের
শেষ কলিটি গাও।

(৪৫)

(তুই) উজান বয়ে চল্‌ যমুনা !
চল্‌ অনুরাগে,
চল্‌ নিয়ে ফের তুইরে মোদের
বঁধুর সোহাগে।
চোখের কাজল কানের সোনা
(তোরে) দিব যা' লাগে,
কাজল-গাথা আঁধার রাতে
গাইব তোর আগে।

(৪৬)

(এবার) হিন্দোলা হায় বন্ধ আমার,
বন্ধু মথুরায় ;—
বাদল-নিশির আঁধারে মোর
নাইরে প্রদীপ হায় !
(তবু) বাতাস আমায় দোল্‌ দিতে চায়,
(ফুল্‌) সৌরভে ভোলায়,
কাজ্‌রী সুরে নয়ন ঝুরে
পরাণ লহরায়।

(৪৭)

(এবার) কুটিলা ! তোর ঝুলন হবে,
(আর) করিস্‌নে তুই রোষ ;
কুব্জা হ'ল দোলার বিবি,
তোর হ'তে কি দোষ ?
রাই-কমলের দিন গিয়েছে,
(তার) শুকায় হৃদয়-কোষ ;
(এখন) কুবুজা-কুটিলার আমল
আর কিসের আফ্‌শোষ ?

(৪৮)

(আমার) নয়ন-জলের শ্রাবণ এল,
বন্ধু এল না !
ঝুলন-দোলায় রইল পরাণ,—
(সুখে) দুল্‌তে পেল না !
হায় ! মথুরা এতই কি দূর ?—
খবর গেল না !
যমুনা কি সাগর হ'ল
অশ্রুতে লোণা !

(৪৯)

(তুমি) মোহন বাঁশীর মধুর ডাকে
ডাক্‌লে না, হায়, আজ ;
ডাক দিয়েছে বন্ধু ! তোমার
বাজের পাখোয়াজ !
(আমার) ভাব-কদমের ফুটল কি ফুল !
(মোর) টুট্‌ল গো ভয় লাজ !
(তোমার) আওয়াজ পেয়ে বেরিয়ে এলাম
(তুমি) কই গো হৃদয়-রাজ !

(৫০)

(হায়) ঝুমকো-ফুলের ঝালর-গাঁথা
ঝুলন অবসান,
কোথায় প্রেমী ? কোথায় প্যারী ?—
ভুবন ব্যবধান !
শূন্য দোলা দুলছে তবু.
চল্‌ছে তবু গান !
(তবু) বাঁধছে গোকুল-গোলক-সেতু
কাজ্‌রী অফুরান্‌ !

নীল পরী

কানে সুনীল অপ্‌রাজিতা, পাপ্‌ড়ি চুলে জাফ্‌রাণের,
পায়ে জড়ায় নূপুর হ'য়ে শেষ বাসরের রেশ গানের,
নীল সাগরে নিচোল তোমার গগন নীলে উত্তরী,
নীল পরী গো নীল পরী !

কণ্ঠেতে নীল পদ্মমালা, টিপ্‌টি নীলা কাঁচ-পোকার,
ধূপের ধোঁয়া পাখ্‌না তোমার, মূল কি তুমি সব ধোঁকার !
ভুলের প্রদীপ নয়নে তোর পিন্ধনে মেঘ-ডম্বরী,
নীল পরী গো নীল পরী !

ঢুল লাগে ওই রূপ দেখে হায় ঢুলের তুমি চল্‌ বিথার,
তন্দ্রা তোমার সুর্ম্মা চোখের তন্দ্রা তোমার আল্‌তা পা'র,
নীল গাভী নীল মেঘ দু'হে নাও তার বিজুলী শিং ধরি'
নীল পরী গো নীল পরী !

স্বপ্ন তোমার শাড়ীর আঁচল, মূর্চ্ছা নিচোল নীলবরণ,
ঘুম সে তোমার আলগা চুমা, মরণ নিবিড় আলিঙ্গন,
বিদায়ে নীলকণ্ঠ পাখী ক্লান্ত আঁখির শর্ব্বরী
নীল পরী গো নীল পরী !

জন্মাষ্টমী

বিশ্বে আজি ওতঃপ্রোত তড়িতের সঘন স্পন্দন,
বিদ্যুতের দৌত্য চলে মিলাইতে ছিন্ন ভিন্ন মেঘে ;
অন্ধ-করা অন্ধকারে বন্ধ দৃষ্টি, যামিনী গহন,
বন্দীর মন্দিরে হায় ক্ষুব্ধ ঝঞ্ঝা আছাড়িছে বেগে।

লুপ্ত যত গতিপথ ভরা বরষার অশ্রুধারে,
জাগে উপবাসী চিত্ত বিশ্বাসেব বিত্ত বুকে করি,'—
গতিহীন মুক্তিহীন প্রব্যথিত শৃঙ্খলের ভারে,—
আনন্দের নাহি লেশ, জাগি' তবু যাপিছে শর্ব্বরী।

এলে কি এলে কি ওগো গুপ্তচারী শিশু যাদুকর ?
মধু-দৈত্য অধিকারে মোহ-ঘেরা মথুরা নগরে ?
প্রাচীরের হের-ফের,—লোহার কবাট ভয়ঙ্কর,—
তা' সবে ভেঙে কি এলে অপথের মাঝে পথ ক'রে ?

এলে কি আনন্দরূপ ! পুলকিয়া সুপ্ত নীপবন,—
ফণীফণা-ছত্রশিরে শান্ত শিশু আনন্দে-নির্ভয় !
রাখালেরে কোল দিতে আচারীর নাশিতে পারণ
এস তুমি দর্পহারী ! এস প্রেমী ! এস সর্ব্বজয় !

এস আলো-করা কালো! এস ফিরে কালিন্দীর কূলে,
বাজাও মুরলী তব,—যমুনা উজান যাহে বয়,—
এস রাস-নৃত্যে ফিরে দোলে ছলে ঝুলনায় ঝুলে
এস তুমি হে কিশোর! রিক্ত শাখে এস কিশলয়!

এস ইন্দ্র-অর্ঘ্য-হারী! নব বেদ কর উচ্চারণ!
নিয়ম-দারুণ দেশে হোক ফিরে তারুণ্যের জয়;
ভয়-পাণ্ডু পাণ্ডবের এস বন্ধু! এস জনার্দ্দন!
এস পাঞ্চজন্যধারী কংসের বংশের চিরভয়।

বর্ষে বর্ষে যুগে যুগে জাগে দেশ তব প্রতীক্ষায়,
তব জন্মতিথি-দিনে কীর্ত্তনি তোমার কীর্ত্তিকথা;
এলে কি বিচিত্র-কর্ম্মা! পুনরায় এলে কি ধরায়?
জরাভরা ভারতের চিত্তবাসী চির-তরুণতা!

চিত্রশরৎ

এই যে ছিল সোনার আলো ছড়িয়ে হেথা ইতস্তত,—
আপনি খোলা কম্‌লা-কোয়ার কম্‌লা-ফুলি রোয়ার মত,—
এক নিমেষে মিলিয়ে গেল মিশমিশে ওই মেঘের স্তরে,
গড়িয়ে যেন পড়্‌ল মসী সোনায় লেখা লিপির পরে।

আজ সকালে অকালেরি বইছে হাওয়া, ডাকছে দেয়া,
কেওড়া জলের কোন্ সায়রে হঠাৎ নিশাস ফেললে কেয়া!
পদ্মফুলের পাপড়িগুলি আস্‌ছে ভেরে আলোক বিনে,
অকালে ঘুম নাম্‌ল কি হায় আজকে অকাল-বোধন দিনে!

হাওয়ার তালে বৃষ্টিধারা সাঁওতালী নাচ নাচতে নামে,
আবছায়াতে মূর্ত্তি ধরে, হাওয়ায় হেলে ডাইনে বামে ;
শূন্যে তারা নৃত্য করে, শূন্যে মেঘের মৃদং বাজে,
শাল-ফুলেরি মতন ফোঁটা ছড়িয়ে পড়ে পাগল নাচে।

তাল-বাকলের রেখায় রেখায় গড়িয়ে পড়ে জলের ধারা,
সুর-বাহারের পর্দ্দা দিয়ে গড়ায় তরল সুরের পারা !
দিঘির জলে কোন্ পোটো আজ আঁশ ফেলে কী নক্সা দেখে,
পোনা-পোনাদের তরুণ পিঠে আলপনা সে যাচ্ছে এঁকে।

ডাল্‌পালাতে বৃষ্টি পড়ে, শব্দ বাড়ে ঘড়িক্-ঘড়ি,
লক্ষ্মীদেবীর সামনে কারা হাজার হাতে খেল্‌ছে কড়ি !
হঠাৎ গেল বন্ধ হ'য়ে মধ্যিখানে নৃত্য খেলা,
ফেঁসে গেল মেঘের কানাৎ উঠল জেগে আলোর মেলা।

কালো মেঘের কোল্‌টি জুড়ে আলো আবার চোখ চেয়েছে।
মিশির জমী জমিয়ে ঠোঁটে শরৎ-রাণী পান খেয়েছে !
মেশামিশি কান্নাহাসি, মরম তাহার বুঝবে বা কে।
এক চোখে সে কাঁদে যখন আরেকটি চোখ্ হাসতে থাকে।

শরতের হাওয়ায়

এই শীতল আলোক শরতেরি হাওয়া ফিরিছে সঞ্চরি'
তবু তালবীথী দোলে যে তালে,—না দোলে সে তালে বল্লরী !
তরল কাঞ্চনে
বিহরি আন্‌মনে ;
হায় ! কার হিয়া দোলে কি তালে এখন, কে জানে সুন্দরী !
কি সুরে সুর ধরি' !

এই নিরাকুল হাওয়া ফিরিছে নীরব ভুবনে ঢেউ তুলি'
বনে সকল যন্ত্রে একা কে যন্ত্রী বুলায় অঙ্গুলি।
তাহারি মন্তরে
সুষমা সঞ্চরে ;
তবু শেফালি তেমন হ'লনা বন্ধু যেমন বান্ধুলি !
সে কথা কই ভুলি ?

আজ তুমি আর আমি আছি কাছাকাছি এ মর-নন্দনে,
তবু কে জানে কাহার মন দোলে আজ কেমন স্পন্দনে !
এ হৃদি-মন্দিরে
যে সুর বন্দী রে,—
হায়, কোন্‌খানে আর ওঠে সে রণিয়া এমনি ক্রন্দনে—
গুমরি বন্ধনে !

হায়, কাছে-থেকে-দূর ! হয় ত বিধুর তুমিও সুন্দরী !
বুঝি তমালের দলে যে সুরের খেলা জানে তা বল্লরী !
দ্রুত ও মন্থরে
কাননে প্রান্তরে,
হায় ধ্বনিয়া রণিয়া ওঠে না কি এক মোহন মন্তরই,—
শারদ দিন ভরি' !

বোধন

(গান)

(আজি) পূর্ণ হৃদয়ের পূর্ণ কুম্ভ সারে সারে ।
বন্দনমালা নন্দিছেরে দ্বারে দ্বারে ।
(আজি) শেফালি জাগে নিশি অতন্দ্রিতা,
(কোটি) দীপ্ত নয়নের দীপান্বিতা,
(হ'ল) কমল বিহ্বল আলোক লাগি অন্ধকারে ।

নীলকণ্ঠ পাখী

ছাড়িব বলিয়া ধরি তোরে পিঞ্জরে !
মুক্তি দিতেই বেয়াধের মত বাঁধি !
অল্প মেয়াদে—দু'চারি দিনের তরে—
বনের পাখীরে কাঁদায়ে আপনি কাঁদি !

আগে পিছে তোর অবাধ অব্যাহত
মুক্তির হাওয়া বহিছে রাত্রি দিন,
মুক্তি-সায়রে গান ওঠে অবিরত
মুক্তির লোকে বাজে আলোকের বীণ !

তার মাঝে তুই করিস বিহার, পাখী !
বারো মাস, হায়, তারি মাঝে তোর বাস ;
আমি তোরে শুধু দু'দিনের তরে রাখি
বন্দী করিয়া রাখি রে আপন পাশ ।

আমার সমুখে অগাধ অনিশ্চয়
পিছনে কেবল বন্ধন-স্মৃতি জাগে ;
বন্দী হৃদয় সাধ করে সঞ্চয়,—
মুক্তেরে বাঁধি' মুক্তি সে দিতে মাগে।

ছাড়া নাহি পাই—ছেড়ে দিয়ে তাই দেখি,
ছেড়ে দিতে বাঁধি—অজানার স্বাদ পেতে,
কল্পনা ফিরে আসে রে আকাশে ঠেকি'
কল্পলতার সন্ধানে যেতে যেতে।

সাগর সেঁচিতে গরল পেয়েছে যারা—
সে গরল ভখি' কণ্ঠ হয়েছে নীল,—
নীলার কণ্ঠী কণ্ঠে পরেছে তারা,
নীলকণ্ঠের সাথে তাই এত মিল !

মিতা তুই মোর রে নীলকণ্ঠ পাখী।
তোরে দেখে আমি আশ্বাস পাই প্রাণে,
পরেছে যে জন বিষাদের কালো রাখী
তোর মুক্তিতে নিজে সে মুক্তি মানে।

বিজয়োৎসবে উৎসাহে মাতে প্রাণ
পুলকে উদাস আঁখি ভরে কূলে কূলে,
উৎসারি উঠে বিজয়ার জয় গান
খাঁচার দুয়ার ধীরে যবে দিই খুলে।

উধাও ! উধাও ! উড়ে তুই যাস্ ভেসে,—
বুলায়ে দোলায়ে নীল ডানা নীলাকাশে,
নীল পতঙ্গ ! নীলাব্জ মাঝে শেষে
মিলাইয়া যাস্ ! সন্ধ্যা ঘনায়ে আসে।

ধীরে ধীরে জলে ডুবে যায় দর্পণ ;
আমি বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবি !
বন্দী পাখীরে মোচন করিয়া মন
মনে মনে, হায়, করে মুক্তির দাবী !

বেয়াধের মত বেঁধে মোরা রাখি তোরে
খেয়ালের ঝোঁকে সুখহীন পিঞ্জরে,
তবু দিয়ে যাস্ অমৃতে তিতায়ে, ওরে !
মুক্তির হাওয়া বুলাস্ প্রাণের পরে !

পুরীর চিঠি

ধূ ধূ বালির বিথার যেথা মিলায় পারাবারে
আমি এখন রয়েছি সেই পাতাল-পুরীর দ্বারে।
সমুখে নীল জলের রাশি নেই কিনারা কূল,—
ফোটেনা এই কালীদহে রাঙা কমল ফুল।
হীরাকষের কষ মেতেছে তুঁতের রসে বুসি'
গড়ায় যেন বিশ্বলোকের ললাট-লিপির মসী।
আস্‌মানী নীল রঙের সাথে জঙ্গলা নীল মেশে,—
জগৎ যেন মিলিয়ে যাবে প্রলয়-মেঘের দেশে !

*   *   *

নীল কাজলের তুমি আমার চোখে বুলায় কে রে !
যে দিকে চাই নিবিড় নীলে নয়ন আসে ভেরে !

মায়া-কাজল মন্ত্র-পড়া ভুল কিছু নেই তায়,—
মায়া-ভুবন মুক্ত হেরি আমার ডাহিন বাঁয়।
পাতাল-পুরীর সিং-দরজায়, উছল ঢেউয়ের পাশে,
ময়াল-সাপের হুড়কা ঠেলে নাগবালারা আসে ;
মুক্তা-ঘেরা ঘোম্‌টা তুলে চোখ্‌ মেলে যেই তারা,
ভেঙে পড়ে বেলোয়ারী ঢেউ—ফেনা ফটিক-পারা।

* * *

ফেরৎ ঢেউয়ের পথ আগুলে দাঁড়ায় বাঘা ঢেউ,
সাপ্‌টে তিমি গিল্‌তে পারে এম্‌নি বৃহৎ কেউ!
বলের গর্ব্বে পর্ব্বে পর্ব্বে সাগর ওঠে ফুলে
দিগ্‌ দিগন্তে অঙ্গ মেলে অট্টহাসি তুলে!—
সরিৎ-পতির হস্তামলক স্তব্ধ বসুন্ধরা,
তিমি-গেলা তিমিঙ্গিলা আতঙ্কে আধমরা।—
চৌদ্দ মাদল বাজে হঠাৎ,—হৃদয় ওঠে মেতে,—
হরধনুর্ভঙ্গ-খেলা ভঙ্গ-তরঙ্গেতে।

* * *

দক্ষিণের এই দ্বারে স্বয়ং মৃত্যু আছেন বুঝি
চারদিকে তাই যমের মহিষ ঢেউয়ের যোঝাযুঝি,
চারদিকে তাই হাপর চলে, হাঁপর হ'য়ে দেখি,
চারদিকে তাই মাথা কোটে স্বর্গলোভী ঢেঁকি!
ঢেউয়ের পরে ঢেউ চলেছে—শুধু ঢেউয়ের মেলা,
ঢেউয়ের সাথে তলায় কত সাগরিকার ভেলা।
কঙ্কাবতীর নৌকাটি—তাও—এড়ায়নি এই চোখ,—
নেবু-ফুলের ডোর-জড়ানো গলুইটা ইস্তক!

* * *

লাখ্ হাতীর ওই হল্‌কা বেরোয় কার শোভা-যাত্রাতে ?
বরুণ-পুরীর বাড়ব-ঘোড়া ছুটছে সাথে সাথে !
এরাই বুঝি বাঁধা ছিল কপিল-গুহা-তলে
ছাড়া পেয়ে ছুটল হঠাৎ ঘুন্টি-মালা গলে !—
কোন্ দিকে ধায় নেই ঠিকানা, ঠিক লেগেছে 'ভুলো'
ভিড় করে তার পিছন নেছে দ্রবিড় কতকগুলো !
ক্ষুদ্র প্রাণীর প্রাণান্ত হয় তরঙ্গ-সঙ্কটে,—
জলোৎকা আর সঙ্কটা মাছ আছড়ে পড়ে তটে।

* * *

কতই কথা লিখছে সাগর, লিখছে বারো মাস,
উতলা ঢেউ লিখছে সাগর-মথন-ইতিহাস ;
দেখছি আমি মুহুর্মুহু জাগছে দিকে দিকে
সাপের রশি সাপের ফণা চিহ্নিত স্বস্তিকে ;
উঠছে সুধা, ফুটছে গরল ; যাচ্ছে যেন চেনা
আঢ়ক-হাতে লক্ষ্মী !—সাথে লক্ষ্মী-কড়ি ফেনা।
ছন্দে ওঠে মন্দ ভালো ;—চলছে অভিনয়
দেবাসুরের দ্বন্দ্ব-লীলা দুরন্ত দুর্জ্জয়।

* * *

ঝড়ের বেগে ঝাণ্ডা নিশান ওঠে এবং পড়ে
নীল-জাঙিয়া নীল আঙিয়া অসুরগুলো লড়ে !
হঠাৎ হ'ল দৃশ্য বদল উল্‌টে গেল পট
ঘাঘরা ঘোরায় কোন্ মোহিনী মাথায় সোনার ঘট !
তারে ঘিরে অপ্সরীরা তয়ফা নেচে যায়
ফেনার চারু চিকণ কারু দুলছে পায়ে পায়।
কালীদহের কমল-কলি কালিপেটা পাখী
চরণে তার শুভ্র ফুলের অঞ্জলি দেয় আঁকি।

* * *

এই সমুদ্র—ভীষণ, মধুর ;—কাছে থেকেও দূর ;
জগৎ-পতির গোপন ছবির রহস্য-মুকুর।
এই তো হরি-বাসর-রাতের শয্যা সুবিস্তার,
শেষ-তোলানি সোনার মোহর—উষার কিরণ-ভার।
জ্যোৎস্না-রাতে এই সমুদ্র আনন্দ-ফোয়ারা ;—
কাল্-অগুরুর পাত্রে ঝরে চন্দনেরি ধারা।
ঢেউয়ের হাজার কুজা হেথায় করছে ঠেলাঠেলি
কুঁজায় সোজা করে যে তায় দেখবে নয়ন মেলি।

*   *   *

এই সমুদ্র বিশ্বরাজের বিমুক্ত রাজপথ,
জগৎ-জয়ের শক্তি-সাধন্-মার্গ সুমহৎ।
কঠোর পণের কুঠার দিয়ে মোদের ভৃগুরাম
হঠিয়ে এরে, গড়েছিলেন নগর অভিরাম !
এই সমুদ্র বশে এনে বঙ্গ-যুবরাজ
বিজয় সিংহ পরেছিলেন সম্রাটেরি তাজ।
শ্রীমন্ত এ পার হয়েছেন ভয়-ভাবনা ভুলে,
অগস্ত্য এ পান করেছেন অঞ্জলিতে তুলে।
এই সমুদ্র,—কান্ত, রুদ্র,—বিরাগ এবং স্পৃহা
অঘোর-শয়ান স্বয়ম্ভূদেব তাঁর প্রতিমা ইহা।
এই সমুদ্র চতুর্মুখের মতন চতুর্দ্দিকে
মারণ ঘোষে অথর্ব্বে আর শান্তি সামে ঝকে।
এই সমুদ্র অগাধ অকূল দুরন্ত দুর্গম,—
শক্তিমানের সাঁতার-পানি, দুর্ব্বলের এই যম।
এই সমুদ্র—গণ্ডুষে এ পান করেছি মোরা,—
পার হ'তে আজ পাঁতি খুঁজি—অগস্ত্যের আবখোরা !

*   *   *

এই সমুদ্র রক্ষা করে আপন বক্ষ-নীড়ে
বুদ্ধদেবের পুণ্য-পূত ভিক্ষা-পাত্রটিরে।
মৈত্রী-মন্ত্রে হ'বে যেদিন দীক্ষা সবাকার
মৈত্রেয় দেব বুদ্ধ হবেন—বিশ্বে অবতার ;
যুদ্ধ যেদিন লুপ্ত হবে শুদ্ধ হবে মন
সেদিন সাগর ফিরিয়ে দেবে গচ্ছিত সেই ধন ;
চতুর্মহাদেশের লোকে তুল্‌বে বরণ ক'রে
প্রেমের কণায় রাজ-ভিখারীর পাত্রখানি ভ'রে।

* * *

এই সমুদ্র !—কুক্ষিতে এর আগুন আছে, বলে,
আমি জানি আঁধারে এর জলে জোনাক্ জ্বলে।
ভেলার আঠা অন্ধকারে জড়ায় যখন আঁখি—
ঘরে যখন ফিরেছে লোক, কুলায়-মাঝে পাখী—
তখন জ্বলে ঢেউয়ের মালায় জলের জোনাক পোকা ;—
তটের সীমায় চূর্ণ হীরা—নেইক লেখা জোকা !
লুটেছি সেই সাপের মাণিক ভয় করিনি ফণা
ধরেছি দুই হাতে লুফে বাড়ব-শিখার কণা।

* * *

এই সমুদ্র—খাম-খেয়ালি,—খেয়ালের এই ধাম,—
পাতাল-পুরীর দ্বারে লেখায় 'স্বর্গ-দুয়ার' নাম !
এই সমুদ্র,—মুদ্রা তো ঢের,—রত্ন আছে পেটে,
পেলাম মাত্র রঙীন্ ঝিনুক—বেলার বালি ঘেঁটে।
এই সমুদ্র,—সমূহ ঘুম আছে ইহার হাতে,—
পাচ্ছি প্রসাদ যখন-তখন দিনে এবং রাতে।
এই সমুদ্র কর্ম্মী স্বয়ং কাজ-ভুলানোর রাজা—
ত্রিসীমায় এঁর যে এসেছে কাজ-ভোলা তার সাজা।
লিখ্‌ব কোথায় পুরীর কথা,—হ'লনা তার লেশ
সাগরের সাত কাহন কথায় পুরীর চিঠি শেষ।

সমুদ্রাষ্টক

সিন্ধু তুমি বন্দনীয়, বিশ্ব তুমি মাহেশ্বরী ;
দীপ্ত তুমি, মুক্ত তুমি, তোমায় মোরা প্রণাম করি।
অপার তুমি, নিবিড় তুমি, অগাধ তুমি পরাণ-প্রিয় !
গহন তুমি, গভীর তুমি, সিন্ধু তুমি বন্দনীয়।

সিন্ধু তুমি, মহৎ কবি, ছন্দ তব প্রাচীন অতি ;—
কণ্ঠে তব বিরাজ করে 'বিরাট-রূপা-সরস্বতী'।
আর্য্য তুমি বীর্য্যে বিভু, ঝঞ্ঝা তব উত্তরীয় ;
মন্দ্রভাষী ইন্দু-সখা, সিন্ধু তুমি বন্দনীয়।

সিন্ধু তুমি প্রবল রাজা, অঙ্গে তব প্রবাল-ভূষা,
যত্নে হেম-নিষ্ক-মালা পরায় তোমা সন্ধ্যা-উষা !
স্বাধীন-চেতা মৈনাকেরে ইন্দ্র-রোষে অভয় দিয়ো ;
উপপ্লবে বন্ধু তুমি, সিন্ধু তুমি বন্দনীয়।

তমাল জিনি বরণ তব, অঙ্গে মরকতের দ্যুতি,
কর্ণে তব তরঙ্গিছে গঙ্গা-গোদাবরীর স্তুতি ;
নর্ম্মসখী নদীর যত অধর-সুধা হর্ষে পিয়ো।
লাস্যগতি, হাস্যরতি, সিন্ধু তুমি বন্দনীয়।

দিগ্‌গজেরা তোমার পরে নীলাব্জেরি ছত্র ধরে,
আচ্ছাদিত বিপুল বপু বলদেবের নীলাম্বরে ;
ক্ষুব্ধ ঢেউই লাঙল তব মুষলধারী হে ক্ষত্রিয় !
অপ্সরী সে অঙ্ক-শোভা ; সিন্ধু তুমি বন্দনীয়।

উদয়-লয়ে ছন্দে গাঁথ কর্ম্মী তুমি কর্ম্মে হারা ;
সাগর ! ভবসাগর তুমি, তুমি অশেষ জন্মধারা ;
তোমার ধারা লঙ্ঘে যারা তাদের কাছে শুল্ক নিয়ো,
শাসন কর, পালন কর, সিন্ধু তুমি বন্দনীয়।

মেঘের তুমি জন্মদাতা, প্রাবৃট তব প্রসাদ যাচে,
বাড়ব-শিখা তোমার টীকা, জগৎ ঋণী তোমার কাছে,
রত্ন ধর গর্ভে তুমি, শস্যে ভর ধরিত্রীও,
পন্থা—পদ-চিহ্ন-হরা ; সিন্ধু তুমি বন্দনীয়।

উগ্র তুমি বাহির হ'তে, ব্যগ্র তুমি অহর্নিশি,
অন্তরেতে শান্ত তুমি আত্মরতি মৌনী ঋষি।
তোমায় কবি বর্ণিবে কি ? নও হে তুমি বর্ণনীয়,
আকাশ-গলা প্রকাশ তুমি, সিন্ধু তুমি বন্দনীয়।

পূর্ণিমা রাত্রে সমুদ্রের প্রতি

জড়ায়েছ পুষ্পদাম সুবিপুল তরঙ্গ-বাহুতে
কার লাগি মহাবাহু ? কারে দিবে আলিঙ্গন-পাশ ?
জ্যোৎস্না-বারুণীর রসে অসম্বৃত এ মহা উল্লাস
কেন আজি দেহ-মনে ? হবে বুঝি চন্দ্রমা রাহুতে
সন্ধি আজ শুভক্ষণে—পরিণয় জীবনে মৃত্যুতে !
তাই কি মুরলী ত্যজি পাঞ্চজন্যে আজি অভিলাষ ?

অসীমে সসীমে হবে সুনিবিড় বাসর-বিলাস
এইখানে, এইক্ষণে ! অপরূপ বরে ও বধূতে
সুলগনে সংঘটনা !—অপূর্ব্ব শৃঙ্গার-বেশ আহা
আজি তব চিত্তহারী ! জ্যোৎস্না-চন্দনের পত্রলেখা
শ্রীঅঙ্গে শোভিছে কিবা !—অপরূপ তব অভিসার
আকাশে দেউটি জ্বালি ! কার লাগি ? কেবা জানে তাহা ?
নির্জ্জন সৈকত-ভূমি,—এ সঙ্কেত-স্থলে আমি একা,—
ডেকে নাও, কোল দাও গৌরাঙ্গের মত একবার।

সিন্ধু-তাণ্ডব

(পঞ্চচামর ছন্দের অনুসরণে)

মহৎ ভয়ের মূরৎ সাগর
বরণ তোমার তমঃশ্যামল ;
মহেশ্বরের প্রলয়-পিনাক
শোনাও আমায় শোনাও কেবল।

বাজাও পিনাক, বাজাও মাদল,
আকাশ পাতাল কাঁপাও হেলায়,
মেঘের ধ্বজায় সাজাও দ্যুলোক,
সাজাও ভূলোক ঢেউয়ের মেলায়।

ধবল ফেনায় ফুটুক তোমার
পাগল হাসির আভাস ফেনিল,
আলাপ তোমার প্রলাপ তোমার
বিলাপ তোমার শোনাও, হে নীল !

কিসের কারণ আকাশ-ভাষণ ?
কিসের তৃষায় হৃদয় অধীর ?
পরাণ তোমার জুড়ায় না হায়
অধর-সুধায় অযুত নদীর ?

বেদের অধিক প্রাচীন নিবিদ্
নিবিদ্ হতেও প্রাচীন ভাষায়,—
মরম তোমার নিতুই জানাও
হে সিন্ধু ! কোন্ সুদূর আশায় ?

সুধার আধার চাঁদের শোকেই
তোমার কি এই পাগল ধরণ ?
মথন-দিনের গভীর ব্যথায়
মরণ-সমান আঁধার বরণ।

গলায় তোমার নাগের নিবীত,
ঢেউয়ের মেলায় সাপের সাপা ;
চাঁদের তরাস রাহুর গরাস,
রাহুর তরাস তোমার দাপট।

হাজার যোজন বিথার তোমার,
বিপুল তোমার হৃদয় বিজন ;
তোমার ক্ষোভের নিশাস মলিন
করুক প্রাবৃট্ মেঘের সৃজন।

রবির কিরণ ছড়ায় তরল
গোমেদ মাণিক মনঃশিলায়,—
মুনাল পাখীর সুনীল পাখায়,
কুনাল পাখীর আঁখির নীলায়।

বিষের নিধান যে নীল-লোহিত
নিদান বিষের বিষম দহন
তাঁহার ছায়ায় রহুক নিলীন
মায়ায় যে জন গভীর গহন।

বাজাও মাদল, বিভোল পাগল!
উঠুক্ হে জয়জয়ন্তী তান;
বাজের আওয়াজ তোমার কাছেই
শিখুক নবীন মেঘের বিতান।

ঢেউয়ের ঘোড়ার কে হয় সওয়ার,
কে হয় জোয়ার-হাতীর মাহুত?
ডাকাও সবায়, মিলাও সবায়,
পাঠাও তোমার প্রগল্‌ভ দূত।

প্রাচীন জগৎ গুঁড়াও এবং
নূতন ভুবন গড়াও হেলায়,
উঠুক্ কেবল 'ববম্' 'ববম্'
চতুঃসীমার বেলায় বেলায়।

জতুর পুতুল বসুন্ধরায়
ও নীল মুঠায় জানাও পেষণ!
জানাও সোহাগ কি ভীম ভাষায়!
প্রেমের ক্ষুধায় কী অন্বেষণ!

জগন্নাথের শীতল শয়ান
তুমিই কি সেই অনন্ত নাগ?
ফণায় ফণায় মাণিক তোমার,
পাথার-হিয়ায় অতুল সোহাগ।

তিমি'র পাঁজর তুফান তোমার,
খেলার জিনিস হাঙর মকর,
সগর-কুলের স্বখাত সলিল
নিধির নিধান হে রত্নাকর !

ভুবন-ভ্রূণের দোলার শিকল
তুমিই দোলাও, নীলাব্জ-নীল !
আকাশ একক তোমার দোসর,
সোদর তোমার অনল অনিল।

ঝামর ঢেউয়ের ঝালর হেলায়
অলখ্ বেতাল দিনের আলোয়,
রভস তোমার আসব সমান
দিবস নিশায় আলোয় কালোয়।

বাসব যাহায় করেন পীড়ন
সহায় শরণ তুমিই তাহার,
রাজার রোষের আশঙ্কা নেই
ঢেউয়ের তলায় লুকাও পাহাড়।

আগম নিগম গোপন তোমার
কখন কী ভাব,—বোঝায় কে সেই ?
এসেই—"অয়ম্ অহম্ ভো"—এই
বলেই তফাৎ রোষের বেশেই !

বিরাগ তোমার যেমন বিষম,—
সোহাগ তেমন, তেমন শাসন ;
ঢেউয়ের দোলেই ভুবন দোলাও,
ভূমার কোলেই তোমার আসন।

সুধার সাথেই গরল উগার!—
পাগল! তোমার কী এই ধরণ?
জগৎ-জয়ের মূরৎ সাগর!
মহৎ ভয়ের মহৎ শরণ!

অন্ধকারে সমুদ্রের প্রতি

হে সমুদ্র! হে ভীষণ! অন্ধকারে আমি পথহারা;
ভ্রুচোখে ভেলার আঠা কী কুহকে গিয়েছে জড়ায়ে!
জোয়ারে ফুলিছ তুমি, ঢেউয়ে ঢেউয়ে স্ফুলিঙ্গ ছড়ায়ে
গ্রাসিছ সৈকত-ভূমি তৃপ্তিহীন রাক্ষসের পারা!

আকাশ ঢেকেছে মেঘে; ক্ষান্ত হও; একি তব ধারা?
চারিদিকে চোরা বালি ঢেউ আসে গড়ায়ে গড়ায়ে,—
জড়ায়ে ধরিতে চায়—ক্রূর বাহু বাড়ায়ে বাড়ায়ে,
রাত্রি কালো, তুমি কালো,—রন্ধ্রহীন অন্ধকার কারা!

এ কী! হিংস্র! হৃষ্ট মনে জপিছ মারণ-মন্ত্র তুমি
মান না মিনতি নতি? জান না কি বলী কার বলে
নরকুল? অকূলে সে ভাসে যবে ত্যজি দৃঢ় ভূমি
তার লাগি শূন্যতলে অচঞ্চল ধ্রুবতারা জ্বলে;
স্মরিয়া অভয়নাম—দৃঢ় পদে অসঙ্কোচে ভ্রমি,
সমুদ্রে গোষ্পদ গণি, অন্ধকার দলি চিত্ত-বলে।

সমুদ্র-পান

হে নীলাম্বু! হে বিপুল! ইন্দ্রনীল-নীলাম্বর-সাথী!
সূর্য্যের বারুণী সুরা! যোদ্ধৃ-দেবতার বীরপান!
আসিয়াছি শূন্য শুষ্ক; - অন্তরের তৃষ্ণার নির্ব্বাণ
করিবারে চাহি ওহে! দ্রবীভূত অন্ধ অমারাতি!

চাহিনা অমূল্য মণি, মাণিক্য মৌক্তিক দিব্যভাতি,
কিম্বা সমুদ্রের মুদ্রা; আমি চাহি মহা মহীয়ান্
গূঢ় তব গরিমার সুদুর্লভ দুর্জ্জেয় সন্ধান;
ক্ষুদ্র দেহে রুদ্র মোরা সিন্ধু-গ্রাসী অগস্ত্যের জাতি।

সর্ব্ব-রস-রত্নাকরে পিয়ে লব একটি গণ্ডূষে,
পূর্ণ হব সর্ব্ব রসে বজ্র-গর্ভ মেঘের মতন;
সমুদ্রের মহাদ্রোণী পরিণত করি' রিক্ত তুষে
উদ্ঘাটিব পাতালের বিচিত্র প্রবাল-কুঞ্জবন;
শূন্য—পরিপূর্ণ হবে সপ্ত সাগরের সার শুষে,—
আহরিব আত্মা-মাঝে অমূর্ত্ত সমুদ্র অসেচন!

স্বর্গদ্বারে

(পুরী)

আমি স্বর্গ-দুয়ারে দাঁড়ায়েছি আজ
সম্মুখে পারাবার,—
সে যে অযুত জিহ্বা নাড়ি' যুগপৎ
জপিতেছে অনিবার,—
"সোঽহমহং সঃ" "বম্ বম্ বম্"
"ওম্" "ওম্" "ওঙ্কার!"

এ কি ধেয়ানের রঙে রঙীন সাগর
বিরাজিছে মহিমায়,
যেন মৃত্যু-মথন ভস্ম আহরি'
বিভূতি করেছে তায়,
মরণের নীল বরণ হরিয়া
অ-মৃত রাগিণী গায়!

আজি কল্পনা-দূতী লয়ে যায় মোরে
স্মরণ-সরণী পারে,—
যত মৃত্যুবিজয়ী সাধকের সাথে
সত্যের অভিসারে,—
পুণ্যের দীপে দীপালি যেথায়
বিধাতার সেই দ্বারে।

হেথা ধেয়ান নেমেছে জ্ঞানের নয়নে,
জ্ঞান সে ডুবেছে ধ্যানে,
হেথা ধ্যানের জ্ঞানের গঙ্গাসাগর,—
একাকার ধ্যানে জ্ঞানে,—
'আমি-ও-তুমির' চক্রতীর্থ
এ সাধন-উদ্যানে!

হেথা মীরা ও নানক বাঁধিয়াছে ডেরা,
কবীর পেতেছে থানা,
আর স্থাপিয়াছে মঠ শঙ্কর হেথা
ফিরিয়া তীর্থ নানা;
স্বর্গ-দুয়ার অবারিত, আর
বাধা নাই, নাই মানা।

হেথা সমাহিত সেই যবনের ছেলে
বৈষ্ণব হরিদাস,—
নিতি ভোর হ'তে সাঁঝ, সাঁঝ হ'তে ভোর
জপে যার উল্লাস,—
গোরা দিল যারে বেলা-বালুকায়
রচি' অন্তিম বাস।

হায়, এবি কোন ঠাঁই অমিয় নিমাই
অসীমে দিয়েছে কোল,—
ওই উত্তাল ঢেউয়ে হেরি শ্যামবাহু
আশ্লেষ-উতরোল!
স্বর্গ-দুয়ার- অর্গল-হারী
বাহু লাগি' হিয়া লোল।

আমি স্বর্গদ্বারে খোলা দেখি আজ
স্বর্গের সব দ্বার,
ওগো হের আনন্দ- বাজারে হেথায়
দেবতা দেছেন 'বার'!
জাতি-পাঁতি-কুল মূল খোয়াল রে
প্রেমে হ'ল একাকার।

ওই নীল-বিভ্রমে আকাশের আলো
দিকে দিকে 'দশা' পায়,
আর 'ভ্রমি' যায় বায়ু আয়ুহীন সম
মুহু মুহু মূরছায়,
ব্যাপি ক্ষিতি অপ্ অপ্সরা সব
সরে যায়, ফিরে চায়!

একি ! অঙ্গ বিবশ— মন নিরলস—
চিদ্-ঘন-রস-পান !
করি দিবালোক ফিঁকা আনন্দ-শিখা
স্ফুরিছে জ্যোতিষ্মান্ !
মর্ত্ত্য-ভুবনে অমৃতের সেতু
নেহারি বিদ্যমান !

তাই স্বরগের এই সিংহদুয়ারে
সিন্ধু সতত জাগে.
সে যে অসীম-বিশ্ব আকাশ-দোসর
সিংহ-সোসর হাঁকে,—
অলখ্ দেবের পাঞ্চজন্য
জনে জনে জনে ডাকে।

ওরে ! কারা পিয়ে আজো মদের মদিরা ?
কে পিয়ে মোহের ভাঙ্ ?
ওই আদি-মৃদঙ্গ বোলে তরঙ্গ
'ধিক্ তান্' ধিগেতান্ !
দেবতার দ্বারে কে দ্বিজ শূদ্র ?
কিবা সোনা ? কিবা রাঙ্ ?

এই অসীম-সাকার— স্বপনের সেতু—
মিলনের পারাবার,—
হেথা : কুণ্ঠা কিসের ? দ্বন্দ্ব কিসের ?
এ যে স্বর্গেরি দ্বার ;—
"সোঽহমহং সঃ" "ওম্" "ওম্" হেথা
মিলে মিশে একাকার।

মহানদী

তোমারে দেখিনি তব গৌরবের দিনে মহানদী,
দেখিলাম শুধু হায় ও তোমার শীতশীর্ণ বেশ ;
ছিন্ন ধারা, ক্লান্তগতি,—গতি-পথে বিঘ্ন সে অশেষ—
অসংখ্য শিলার স্তূপ শৈলাকারে জাগে নিরবধি
ধূসর ধূমল কৃষ্ণ ;—আশঙ্কা সে আশারে নিরোধি
জাগে যেন শতস্কন্ধ। মন্দদশা হেরি পাই ক্লেশ,
বক্ষে জগদ্দল শিলা সামর্থ্যের চিহ্ন নিরুদ্দেশ
নাম শেষ ও মহত্ত্ব। তবু, জানি, বর্ষা নামে যদি—
নামে যদি কূলহারা প্লাবনের পাবনী ফোয়ারা
পাবে তুমি ঝড়-গতি মহানদী! মহা বেগবতী!
ভেসে যাবে বিঘ্ন বাধা গঙ্গা-স্রোতে ঐরাবত পারা ;
মুক্ত হবে পন্থা তব—তব আত্ম-স্রোতোবেগে, সতী!
মহাবিঘ্ন বাধা সেথা যেথা মহাজীবনের ধারা ;
আজি বিঘ্ন বলবান,—দিনান্তরে লুপ্তবাধা গতি।

রূপনারায়ণ

কে তোমারে দিল নাম? কোন গুণী? রূপনারায়ণ!
কে দেখিল দিব্যচোখে নীর-শায়ী রূপ-দেবতায়?
সে কোন্ বিস্মৃত কবি? পরশিল একটি কথায়
ভাবের অতলস্পর্শ, অর্পিল প্রাণের রসায়ন
গোত্রহীন নীরধারে? বিশ্ব-বেদ-সূক্তের সায়ন
নমস্য সে নামহীন। কান্ত তুমি সমুদ্রের প্রায়,
শান্ত দেবতার মত, আকাশেরে চুম্বিছ লীলায়

হে বিপুল ! কণ্ঠে তব সন্ধ্যার মন্দার-উপায়ন !
অপ্রকাশ অনন্ত-শয়ন বেদতার বিশ্ব তুমি—
হে বরদ ! লক্ষ্মীরূপা ক্ষেত্রভূমি তব পদে বাঁধা ;
অঙ্গে সমুদ্রের মুদ্রা—সঙ্গে উপনদীদের পুঁজি ;
ত্বরাহীন তন্দ্রাহীন চলিয়াছ তট চুমি' চুমি' ।
আকাশের ছবি বুকে,—তুমি যেন আকাশেরি আধা,
মহাশান্তি মহাব্যাপ্তি আত্মার সতীর্থ তুমি বুঝি !

চট্টলা

সিন্ধু-মেখলা ভূধর-স্তনী রম্যা নগরী চট্টলা !
অয়ি বরাঙ্গী ! শ্যামলা, শোভনা, নিবিড়-কানন-কুন্তলা !
বাড়ব-ঘোড়ারে বাঁধিয়া রেখেছ দুয়ারে তোমার সুন্দরী !
বক্ষে পুষিছ দিব্য অনল করাল শিখাটি সংবরি ।

সুন্দরী তুমি কোমলে-কঠিন, বিরাজিছ কিবা গৌরবে,
কঠিনতা তুমি ঢেকেছ সবুজে—সবুজ বনের সৌরভে ;
নীলিমা-শ্যামলে কঠিনে-কোমলে অপরূপ রূপস্ফূর্ত্তি গো,
চট্টলা ! তুমি বঙ্গভূমির ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি গো !

জগতের যত পণ্য-তরণী ভিড়াও তোমার বন্দরে,
পাঠাও তোমার নিপুণ নাবিক মথিতে সাগর-মন্দরে ;
অন্দরে তব কনকোজ্জ্বলা কুন্দ-হাসিনী সুন্দরী,
পরী পাহাড়েরে বিজন করিয়া গৃহবাসী কি গো হয় পরী ?

কবি রচে তব বন্দনা-গীতি, সাগর শোনায় সূক্ত গো,
কর্ণফুলীর পাঠশালা তব হোক্ চির-জয়-যুক্ত গো !
হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমানের অভেদ-ধাত্রী চট্টলা !
কমনীয়া ! তুমি নহ নমনীয়া রূপসী ! কপাল-কুণ্ডলা !

ইৎমদ্-উদ্দৌলা

বাদ্‌শা বেগম কেউ নাই এ কবরে—
এ কবরে বাদ্‌শার আছেন শ্বশুর,
জ্‌াঁক্ জমকের হেথা নাইক কসুর
তবু এরে দেখে মন সম্ভ্রমে না ভরে।

গোলাপ ফুটিয়া হেথা আছে থরে থরে,
থরে থরে এ কবরে ফলেছে আঙুর,
আরামের উপাদান আছে ভরপুর,
মৃত্যু যেন মারা গেছে নর্ত্তকীর ঘরে !

তুচ্ছ আড়ম্বরে ভরা সমাধি-মন্দির—
জড়োয়ার কুচি মোড়া আগোগোড়া তার,-
প্রাচীর, মিনার, ছাদ, ভিতর, বাহির,—
ঢেকে যেন আছে এক দামী জামিয়ার !

বিলাস-ভবন-তলে সমাহিত লাস !—
কবরে কেবল আঁকা বোতল-গেলাস !

বিশ্রাম-ঘাটে

জলে কচ্ছপ ও স্থলে পাণ্ডা-পো
কিল্‌বিল্‌ করে, হরি !
অন্তরীক্ষে পবন-পুত্র,—
বিশ্রাম কোথা করি ?

মাথায় রৌদ্র, শুষ্ক রসনা,
অঙ্গ ভরেছে ধূলা
এ সময়ে হায় বকে ও বকায়
কংসের চেলাগুলা !

যমুনার জল করে ছল ছল,
ছল-ছল করে আঁখি ;—
এ তিনের হাতে উদ্ধার পেতে
হরি হে তোমায় ডাকি ।

কংস মরেছে, বংশ রয়েছে
আজো তিন রূপ ধরি' ;
তব রাজধানী দেখিতে আসিয়া
হরি ! হরি ! প্রাণে মরি ।

বিশ্রাম-ঘাটে বিশ্রাম নাই
এ যে গো বিষম দায়,
বিশ্রাম-হারী গুণ্ডা মারিতে
এস হরি মথুরায় ।

✓বৃন্দাবনে

"বন হ'ল বৃন্দাবন শ্যামচন্দ্র বিনে"—
এ কান্না কেঁদ না আর কেহ অতঃপর,
দেখে যাও বৃন্দাবন হয়েছে শহর :
কার সাধ্য ওরে আজ নিতে পারে চিনে ?

হরি হেথা নাই বলি' নিকুঞ্জে বিপিনে
হরিতেরও চিহ্ন নাই ; ধূলিতে ধূসর
নিধুবন ঘিরিয়াছে প্রাচীর দুস্তর !
মাধবের মাথা হেঁট করগেট টিনে।

বন নাই বৃন্দাবনে, হায় বনমালী,
ধূলা বালি ইঁট কাঠ ইমারৎ খালি।

মানুষের কাণ্ড দেখে মরমেতে ম'রে
সরে গেছে এক পাশে যমুনা তোমার ;
এস না এস না শ্যাম এ শুষ্ক শহরে,
বৃন্দাবনে বনমালা মিলিবে না আর।

যমুনার জল

অপ্রেমেরি হাওয়া আমার লেগেছে গায়ে,—
আন্ গো তোরা যমুনা-জল,—দে গো ছিটায়ে ;
একলা হয়ে মর্ম্মে মরে
এক পাশে হায় আছি সরে
আছি প্রেমের ঠাকুর-ঘরের দ্বারে দাঁড়ায়ে ;
অপ্রেমেরি হাওয়া আমার লেগেছে গায়ে।

এনে দে রে পরশ করি যমুনা-বারি,
প্রেমে শুচি প্রাচীন দিনের হরষ বিথারি ;
সৃষ্টিছাড়া হৃদয়টাকে
দিই বিলিয়ে যাকে-তাকে
শাস্ত্র-ছাড়া প্রেমের ডাকে দু'হাত পশারি ;—
এনে দে রে পরশ করি যমুনা-বারি।

ওই যমুনা প্রেমে শুচি প্রেমেরি ধারা—
রাজার মেয়ে রাখাল ছেলের মিলন-পিয়ারা ;
দেয় সে বুকে পরের ছেলে,—
উজান বহে অবহেলে !
করতে শেখায় পরকে আপন,—আপনা-হারা
ওই যমুনা সব্-ভুলানো প্রেমেরি ধারা।

আজ যেন মন গঙ্গাজলে শুচি না মানে,—
অপ্রেমেরি হাওয়া আমার লেগেছে প্রাণে ;
প্রেমে শীতল জল যমুনার
ছড়িয়ে দে রে অঙ্গে আমার !
অচল রথের চলুক চাকা প্রেমেরি টানে,
আজকে হৃদয় গঙ্গাজলে শুচি না মানে !

গঙ্গাজলে অঙ্গ শুচি—শাস্তরে বলে,
আমি জানি মন শুচি হয় যমুনাজলে ;
রাখাল ছেলের মুখের মিঠে
মানুষ করে শাস্ত্রকীটে,—
অপ্রেমেরি শুষ্ক হাওয়া লুকায় অতলে ;
আমি জানি মন শুচি হয় যমুনা-জলে।

আন্ গো তবে যমুনা-জল এনে দে, ওরে !
অপ্রেমের এই প্রেতের পরশ ঘিরেছে মোরে ;
ছড়িয়ে দে প্রেমহীনের মাথে
মিলিয়ে দে রে সবার সাথে,
ঢুক্‌ব প্রেমের ঠাকুরঘরে, থাক্‌ব না সরে ;—
আন্ তোরা আন্ যমুনাজল—এনে দে, ওরে ।

গুরু-দরবার

(অমৃৎসর)

ভক্ত জাগো ভজন্-রাগে ভোর হ'ল গো দ্বার খোলো
(তোমার) মৃত্যুতরণ অশ্রু জ'মে অমৃৎ-সরোবর হ'ল !
গহন আঁধার রাত্রি শেষে
অরুণ এল তরুণ হেসে
অলখ্ এল আলোর বেশে চোখ্ মেল গো মুখ তোলো ।

ফুট্‌ল তোমার অমৃৎ-সরে সোনার কমল ফুট্‌ল গো,
(ওগো) সেই কমলে সেই দেউলে অলখ্ ভ্রমর জুট্‌ল গো !
সেই ভ্রমরের গুঞ্জরণে
রাগ-রাগিণীর কুঞ্জবনে
হৃদয়-পরাণ-নয়ন-মনে সারং বেজে উঠ্‌ল গো !

অলখ্-মৃণাল অতল-তলে উঠ্‌ল কখন্ হিল্লোলি'
(মরি) নিরঞ্জনের অঞ্জনে কার গোপন আঁখি উজ্জ্বলি' !
ক্ষীর-সুকোমল পদ্ম-ডাঁটায়
ঘিরল কে গো খড়্গ-কাঁটায়
আঁধার ঠেলে আলোর কূলে পৌঁছে দিতে অঞ্জলি ।

তখন ছিল মেঘলা আকাশ বজ্র ছিল উদ্যত,
(দারুণ) দেশ-ভাঙা ঝড় ফিরতেছিল দেউল ভেঙে উদ্ধত,
তখন সবে ভক্ত-গুরু
হচ্ছে তোমার ভজন সুরু
ধ্যানে সোনার পদ্ম-মুকুল করছে গ্রীবা উন্নত।

গানে তোমার থাম্‌ল গো ঝড়, বাণে তোমার টুট্‌ল মেঘ,
(ওগো) তিন ভুবনে ধরতে নারে বিপুল তোমার প্রাণের বেগ,—
তোমার প্রাণের কোকনদে
ফেল্‌লে ঢেকে পঞ্চনদে
অমৃতের এই অতল হ্রদে ডুব্‌ল ভেদের সকল ভেক।

(আজ) দরবারীরা আস্‌ছে তোমার দরবারেতে করছে ভিড়,
(তোমায়) খাজ্‌না দিতে হাজির কত আলম্‌গীরের বন্দ্য বীর,
মগন তুমি আজ ধেয়ানে,
তুল্‌ছ না যে কিছুই কানে!
গুরু জাগো! ভক্ত জাগো! বাদ্‌শা জাগো! কলম্‌গীর!

(ওগো) অটল তোমার দাঁড়িয়ে আছে দাঁড়িয়ে আছে স্বর্ণমঠ
জাগ্‌ছে আদিগ্রন্থ তোমার ভক্তহিয়ার বাক্যপট।
কখন্ গুরু! জাগ্‌বে তুমি?
গ্রন্থ এবং খড়্গ চুমি'
ভারত তোমার শিখ হ'বে গো ভক্ত তেজী নিষ্কপট।

রাজর্ষি রামমোহন

(গ্রীক Bumos বা বেদীভূমক ছন্দের অনুসরণে)

তোমারে স্মরণ করে পরম শ্রদ্ধায়
তব শ্রাদ্ধদিনে বঙ্গ। চিত্ত তার ধায়—
তোমার সমাধি-তীর্থে ; হে মনস্বী! নিত্য-স্মরণীয়!
নব্য বঙ্গে তুমি গুরু, ব্রহ্মনিষ্ঠ! ওহে সত্যপ্রিয়!
আশা দিয়া ভাষা দিয়া বাঁচালে স্বদেশ,
অর্থহীন নারীহত্যা-পাতকের শেষ
করিলে, বাঁচালে বহু প্রাণী,
যুক্তিবলে মুক্তি দিলে আনি ;
বেদান্ত, কোরান, বাইবেলে
মিলালে তুমি হে অবহেলে ;
নবযুগ প্রবর্ত্তিলে তুমি
উদ্বোধিলে সুপ্ত মাতৃভূমি ;
উচ্চে ধরি' তর্ক-তরবার
বিশ্বমৈত্রী করিলে প্রচার!
কীর্ত্তি তব কীর্ত্তনীয় প্রতিভা অদ্ভুত!
বিশ্বে মহা মিলনের তুমি অগ্রদূত,
যুগ-যুগন্ধর রাজা! রাজ-পূজা প্রাপ্য সে তোমার ;—
মরিয়া মিলালে তুমি বিশ্বসাথে চিত্ত বাঙালার।

দিগ্বিজয়ী

দেশে আসে দিগ্বিজয়ী দিগ্বিজয়ী কবি,
জয়োদ্ধত পশ্চিমের জয়মাল্য লভি।
দেশে আসে দিগ্বিজয়ী—কত কথা জাগে আজি মনে,
রঘুর বিজয়-যাত্রা ফুটে ওঠে কল্পনা-নয়নে,
শত্রুর প্রাসাদ-শীর্ষে রোপিয়া অশথ
হূন পারসীকে দলি' চলে মহারথ,
তবু সে রাজার দিগ্বিজয়
সেই জয় বাহুবলে হয়।
চিত্তে জাগে আরেক বারতা
শঙ্করের দিগ্বিজয়-কথা,
তপ্ত তৈলে কটাহ ভরিয়া
তর্কযুদ্ধ বেলান্ত ধরিয়া
পণ্ডিতের সেই দিগ্বিজয়
বুদ্ধিবলে সম্ভব সে হয়;—
দায়ে ঠেকি' বড় বলে পরাস্ত যে জন
সে কথায় সায় নাহি দেয় প্রাণমন।
কবি রবি কবি শুধু—রঘু নয়, শঙ্কর সে নহে,
তবুও সে দিগ্বিজয়ী, বিশ্ব-কবি ছত্র তার বহে—
মুগ্ধ মনে, আনন্দে স্পন্দিয়া তোলে বিশ্বের পরাণ
বঙ্গ-রবি,—অস্তভূমি পশ্চিমের স্পর্শে সে অম্লান।

অভ্যুদয়িক

(রবীন্দ্রনাথের "নোবেল্-প্রাইজ" পাওয়াতে)

রবির অর্ঘ্য পাঠিয়েছে আজ ধ্রুবতারার প্রতিবাসী,
প্রতিভার এই পুণ্য পূজায় সপ্ত সাগর মিল্‌ল আসি'।
কোথায় শ্যামল বঙ্গভূমি,—কোথায় শুভ্র তুষার-পুরী,—
কি মন্তরে মিল্‌ল তবু অন্তরে কে টান্‌ল ডুরি!
কোলাকুলি কান্নায় গোরায় প্রাণের ধারায় প্রাণ মেশে,
রাজার পূজা আপন রাজ্যে, কবির পূজা সব দেশে।

*　　　*　　　*

বাংলা দেশের বুকের মাঝে সহস্রদল পদ্ম ফোটে,
পবনে তার আমোদ ওঠে ভুবনে তার বার্ত্তা ছোটে,
জন্ম যাহার শান্ত জলে সুপ্ত লহর স্নিগ্ধ বাতে
সাগরে তার খবর গেছে শুভদিনের সুপ্রভাতে;
তুষারে তার রূপ ঠিকরে রং ফলায়ে মেঘের গায়,
রঙীন ক'রে প্রাণের রঙে অরুণ-রাণী অরোরায়।

*　　　*　　　*

'রাজার পূজা আপন দেশে, কবির পূজা বিশ্বময়'—
চাণক্যের এই বাক্য প্রাচীন মিথ্যা নয় গো মিথ্যা নয়।
পাহাড়-গলা ঢেউ উঠেছে গভীর বঙ্গসাগর থেকে,
গল্‌ল এবার কঠোর তুষার দীপ্ত রবির কিরণ লেগে;
বাতাসে আজ রোল উঠেছে "নিঃস্ব ভারত রত্ন রাখে!"
সপ্ত-ঘোটক-রথের রবি সপ্ত-সিন্ধু ঘোটক হাঁকে!

*　　　*　　　*

বাহুর বলে বিশ্বতলে করিল যা' নিপ্পনিয়া,—
বাংলা আজি তাই করিল !—হিয়ায় ধরি' কোন্ অমিয়া
মানবতার জন্মভূমি এশিয়ার সে মুখ রেখেছে,—
মর্চ্চে-পড়া প্রাচীন বীণার তারে আবার তান জেগেছে।
তান জেগেছে—প্রাণ জেগেছে –উদ্বোধিত নূতন দিন.
ভুজঙ্গ আজ নোয়ায় মাথা, ভেদের গরল বীর্য্যহীন।

* * *

জাদুর মুলুক বাংলা দেশে চকোর পাখীর আছে বাসা,
তাহার ক্ষুধা সুধার লাগি', সুধার লাগি' তার পিপাসা।
পূর্ব্বাকাশে গান গাহে সে, পশ্চিমে তার প্রতিধ্বনি,
আজকে তাহার গান শুনিতে জগৎ জাগে প্রহর গণি ;
অন্তরে সে জোয়ার আনে না জানি কোন্ মন্তরে গো
অন্তরীক্ষে সদ্যোজাত নূতন তারা সন্তরে গো !

* * *

বাংলা দেশের মুখ পানে আজ জগৎ তাকায় কৌতূহলী,
বঙ্গে ঝরে পরীর হাতের পুণ্য-পারিজাতের কলি !
'বঙ্গভূমি ! রম্য তুমি' বল্‌ছে হোরা, শোন গো তোরা,
"ধন্য তুমি বঙ্গকবি পরাও প্রেমে রাখীর ডোরা ;
বিশ্বে তুমি বক্ষে বাঁধ, শক্তি তোমার অল্প নয়,
ধ্রুবতারার পিয়াসী গো শুভ তোমার অভ্যুদয়।"

* * *

অন্ধকার এই ভারত উজল রবি তোমার রশ্মি মেখে,
তাই তো তোমার অর্ঘ্য এল নৈশ রবির মুলুক থেকে ;
তাই তো কুবের-পুরীর পারে দীর্ঘ উষার তুষার-পুরী
সোনার বরণ ঝর্ণা ঝরায় গলিয়ে গুহার বরফ-ঝুরি ;
দুর্গতির এই দুর্গ মাঝে তাই পশে প্রসন্ন বায়ু,
পুষ্ট তোমার সুকৃতিতে দেশের ভাতি জাতির আয়ু।

* * *

ধন্য কবি ! কাব্য-লোকের ছত্রপতি ! ধন্য তুমি,
ধন্য তুমি, ধন্য তোমার জননী ও জন্মভূমি।
বঙ্গভূমি ধন্য হ'ল তোমায় ধরি' অঙ্কে কবি !
ধন্য ভারত, ধন্য জগৎ, ভাব-জগতের নিত্য-রবি।
পুণ্যে তব পুষ্ট আজি বাল্মীকি ও ব্যাসের ধারা,
বিশ্ব-কবি সভায় ওগো ! বাজাও বীণা হাজার-তারা !

মনীষী-মঙ্গল

(বিজ্ঞানাচার্য্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের সংবর্দ্ধনা উপলক্ষে রচিত)

জ্ঞানের মণি প্রদীপ নিয়ে ফিরিছ কে গো দুর্গমে
হেরিছ এক প্রাণের লীলা জন্তু-জড়-জঙ্গমে।
অন্ধকারে নিত্য নব পন্থা কর আবিষ্কার,
সত্য-পথ-যাত্রী ওগো তোমায় করি নমস্কার।

দাস্য-কালি যাহার ভালে জন্ম তব সেই দেশে
বিশ্বেরও নমস্য আজি প্রতিভা-বিভা-উন্মেষে ;
গরুড় তুমি গগনারূঢ় বিনতা-নীড়-সম্ভূত,
দেবতা সম ললাটে তব স্ফুরে কী আঁখি অদ্ভুত !

দরদী তুমি দরদ দিয়ে বুঝেছ তৃণলতার প্রাণ,
খনির লোহা প্রাণীর লোহ পরশে তব স্পন্দমান ;
কুহকী তুমি, মায়াবী তুমি, একি গো তব ইন্দ্রজাল
কুহুমে তব নৃত্য করে বনের তরু বন্-চাঁড়াল !

মরমী তুমি চরম-খোঁজা মরম শুধু খুঁজেছ গো,
লজ্জাবতী লতার কি যে সরম তাহা বুঝেছ গো ;
অজানা রাজপুত্র সম জড়ের দেশে একলাটি
পশিয়া নৃপ-বালার ভালে ছোঁয়ালে একি হেমকাঠি।

হিম যা' ছিল তপ্ত হ'ল মেলিল আঁখি মূর্চ্ছিত
নূতন পরিচয়ের নব চন্দনেতে চর্চ্চিত !
বনের পরী তুলিল হাই জাগিল হাওয়া নিশ্বাসে,
জড়েরা বলে মনের কথা তোমার প্রতি বিশ্বাসে।

দ্বন্দ্ব যত জনম-শোধ চুকিয়া গেল অকস্মাৎ !
চক্ষে হেরে নিখিল লোক জীবনে জড়ে নাই তফাৎ !
ভুবন ভরি' বিরাজ করে অনন্ত অখণ্ড প্রাণ—
প্রাণেরি অচিন্ত্য লীলা জন্তু জড়ে স্পন্দমান।

জ্ঞানের মহাসিন্ধু তুমি মিলালে যত নদনদী,
বজ্রমণি ছিদ্র করে প্রতিভা তব, তীক্ষ্ণধী।
আনন্দেরি স্বর্গে তুমি জ্ঞানের সিঁড়ি নিত্য হে !
সত্য-মহাসমুদ্রেতে সঙ্গমেরি তীর্থ হে !

অণুর চেয়ে ক্ষুদ্র যিনি জনক মহাসমুদ্রের
করিলে জ্ঞানগম্য তাঁরে কি বিপ্রের কি শূদ্রের ;
দ্বন্দ্বহারা আনন্দের করিলে পথ পরিষ্কার
সত্য-পথ-যাত্রী ওগো তোমায় করি নমস্কার।



আলোর তোড়া

(প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রদের পক্ষ হইতে ডাক্তার জগদীশচন্দ্রকে একটি আরতির দীপ-বৃক্ষক দেওয়া হইয়াছে ; উহার সমস্ত দীপগুলি জ্বালিলে আলোর তোড়ার মতন দেখায়।)

—আলোর তোড়া বাঁধছ কারা চাঁপার কলি দীপশিখায়
এমন তোড়া তোমরা সবাই যাচ্ছ দিতে হায় গো কা'য় ?
শিল্পী হিয়ার কল্পলতাব এ যে গো ফুল প্রফুল্ল !
ভাবের মূর্ত্তি !—ভাবুক বিনা বুঝবে ইহার কে মূল্য ?
ফুলের তোড়া সবাই নেবে, আলোর তোড়া ধরবে কে ?
—জ্ঞানের অমল দীপ্তিতে যার সকল আঁধার হরবে রে !
হরবে আঁধার ভরবে আলোয় চার মহাদেশ দশ দিশা
সিন্ধুপায়ী অগস্ত্যেরি মতন যাহার জ্ঞানতৃষা ;
গরুড় সম পিয়ে যে জন, প্রাবৃট সম পিয়ায় গো,
সেই নেবে এ আলোর তোড়া জড়কে যে জন জীয়ায় গো।
—এমন মানুষ মিল্‌বে কোথায় ?
—আছে মোদের সঙ্গে সে
তেমন মানুষ বিধিব কৃপায় জন্মেছে এই বঙ্গেতে !
খণ্ড জ্ঞানের গণ্ডগোলে কভু না যায় ধ্যান টুটে,—
পূর্ণ জানার পরশমণি বিরাজ করে যার মুটে, —
জ্ঞান-ভুবনের জ্যোতিষ্ক সব যার আরতির দীপ জ্বালে,
জ্ঞানের যজ্ঞে শেষ যে টীকা সেই টীকা আজ যার ভালে,
দীপ্ত আঁখির দীপান্বিতা চল্‌ন্-পথে যার নিতি
সোনায় মোড়া আলোর তোড়া গাইছে তারি জয়গীতি,
দেশের আকাশ রাঙিয়েছে যে ঘুম ভাঙানো কুঙ্কুমে
আলোর ধ্বজা উঠিয়েছে যে চির-ঘুমের এই ভূমে,
তারি হাতে সাজ্‌তে পারে বিশ্বপ্রাণের স্ফূর্ত্তি এ।
এই অনুপম আলোর তোড়া তার প্রাণেরি মূর্ত্তি এ।

এই অনিমিখ ঊর্দ্ধ শিখা - এই যে সোনা স্পন্দমান
এই তো গুরুদক্ষিণা ঠিক—এই জাগরণ মূর্ত্তিমান।
শ্রুতির বাণী কেবল শুনে হয়নি খুসী, দ্রষ্টা সে
জীবন-জড়ে ঐক্য-হেতু নবীন-সেতু-স্রষ্টা সে ;
সত্যে সে যে চক্ষে হেরে স্পর্শ করে দুই হাতে
বিশ্ব হ'ল শিষ্য তাহার কখন্ তাহার অজ্ঞাতে !
প্রকাশ করা ধর্ম্ম এবং দীক্ষা তাহার অলোক রে
আলোর তোড়া প্রাপ্য তারি জ্ঞেয়ান-রথের চালক যে !
নিজের জ্ঞানের দীপটি দিয়ে কতই প্রাণের সুপ্ত দীপ
জ্বালিয়েছে সে জাগিয়েছে গো পরিয়ে দেছে তারার টিপ,
তার প্রতিভার রশ্মি ঘিরে প্রতিভা সব ফুটেছে গো,
বাংলা জুড়ে আলোর তোড়া আপ্নি বেঁধে উঠ্ছে গো ;
সেই তোড়ার এই প্রতিচ্ছবি, অগ্রদূত এ ভবিষ্যের,
প্রতিভূ এ অনাগত আলোর ভালোর এ বিশ্বের !

মহাকবি মধুসূদন

পয়ার পায়ের বেড়ী ভাঙি কবিতার
উড়ালে বিদ্রোহধ্বজা, হে কবি বিদ্রোহী !
কত দুঃখে দহি আর কী লাঞ্ছনা সহি
করিলে হে মুক্তি পন্থা তুমি আবিষ্কার !
সাহিত্যে-সগরখাতে ভাগীরথী-ধার
দিলে আনি ; মৃত্যু যাহা গিয়াছিল দহি
জীবন জাগালে তাহে, বিমোহিলে মহী ;
দেখালে ভাস্বর-মূর্ত্তি কুণ্ঠিত ভাষার।

শৃঙ্খলে শৃঙ্খলা বলি মান নাই মনে,
মূঢ় জনে তাই তোমা কহে উচ্ছৃঙ্খল ;
প্রবল জীবন-বেগ জাতির জীবনে
মূর্ত্ত তুমি মহাসত্ত্ব ! ওগো মহাবল !
দীপ্ত শিখা তুমি সুপ্ত আগ্নেয় পর্ব্বতে,
অরুণ সারথি তুমি আলোকের রথে।

৺দীনবন্ধু মিত্র

তুমি ছিলে নাট্যকার হে বরেণ্য ! ছিলে না'ক নট
করতালি-মাধুকরী তুমি কভু করনি জীবনে ;
সমাজ-শোধন-ব্রতে ব্রতী যারা ছিল কায়-মনে—
নব্য বঙ্গে যারা গুরু—স্থাপিয়াছে সুমঙ্গল ঘট—
তাদের চরিত্র লয়ে তুমি ব্যঙ্গ করনি বিকট
বীভৎস-কুৎসিত ভাষে। হে রসিক তব আলাপনে
ক্ষুণ্ণ নহে পুণ্য-ধারা ; রোধ' নাই কণ্টক-রোপণে
উন্নতির পন্থা কভু। দেশবন্ধু তুমি নিষ্কপট।
অন্যায়ের বৈরী তুমি বিদ্রূপে বিঁধেছ অত্যাচার,
হাস্যমুখে চিরদিন করিয়াছ সত্যের ঘোষণ,—
নীলকর-বিষধর করেছিল গরল উদগার,—
নীলকণ্ঠ সম তুমি নির্ভয়ে তা' করেছ শোষণ।
বারীকের ভিত্তি গড়ি' নিমচাঁদ করি' আবিষ্কার
হাসি দিয়া নাশি' রোগ করেছ হে সুপথ্যে পোষণ।

তান্‌কা-সপ্তক

(কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মৃত্যুতে)

অশ্রুর দেশে
হাসি এসেছিল ভুলে ;
সে হাসিও শেষে
মরণে পড়িল ঢুলে।
অশ্রু-সায়র-কূলে।

সে ছিল মূর্ত্ত
হাস্যের অবতার,
প্রতি মুহূর্ত্ত
ধ্বনিত হাসিতে তার।
হরষের পারাবার !

ত্র্যম্বক প্রভু
তারে দিয়েছিল হাসি,
হাসি তার কভু
জমাট তুষার-রাশি।
সে পুন "মন্দ্র" ভাষী !

ফেনিল হাস্য
সাগরের মতো তার ;
বিলাস, লাস্য,
হুঙ্কার, হাহাকার,—
মিলে মিশে একাকার !

জ্যোৎস্না রাত্রি
চুপে তারে নেছে ডেকে
পারের যাত্রী
গিয়েছে এ পার থেকে
হাসির অঙ্ক রেখে !

আলো অবসান
শেষ মলিনতা জিনে,
পরিনির্ব্বাণ-
তিথির পূর্ব্ব দিনে,
লঘু মনে বিনা ঋণে !

দেশ-জোড়া শোকে
অ-শোকের মূল দহে ;
এ অশ্রু-লোকে
অশ্রু দ্বিগুণ বহে।
তবু সে শীতল নহে !

শতবার্ষিকী

(৺প্যারীচাঁদ মিত্রের শততম জন্মদিনে রচিত)

সোজাসুজি শাঁখা শাড়ী সিঁদুরে কাজলে
সাজালে হে স্বদেশের সরস্বতীটিরে,
বিনা আড়ম্বরে আহা নিজ বুক চিরে
আলতা পরালে দুটি চরণ-কমলে।

আনন্দ-কুন্দের মালা গেঁথে কুতূহলে
দিলে গলে ; কুন্দ ফুলে অঙ্গ দিলে ঘিরে ;
আয়ীর বাউটি-স্থূটে দেখিলে না ফিরে
রহিল সে সংস্কৃতের সিন্ধুকের তলে।

যে বলে গো বাঙ্‌লা বুলি বোঝে সে তোমারে,
তোমারে দলিতে নারে সময়ের চাকা ;
বাঙালীর সরস্বতী-মন্দিরের দ্বারে
বিদেশী যাত্রীর পক্ষে পাণ্ডা তুমি পাকা।

সহজে নিয়েছ কেড়ে স্বদেশের হিয়া,
সহজ ভাষার প্রেমে তুমি সহজিয়া।

ডেভিড হেয়ার

দুর্গতি-দুর্গম দেশে ভালবেসে আত্মীয়ের মত
জ্বেলেছিলে শুভ্র দীপ শুদ্ধ জ্ঞান প্রবুদ্ধ করিতে ;
জনমি খ্রীষ্টান-কুলে খ্রীষ্ট-নামে তরাতে তরিতে
চাহ নাই ; তাইত নাস্তিক তুমি নর-সেবা-ব্রত।

অর্থদানে মুক্তপাণি, বিদ্যা দানে অতন্দ্র নিয়ত,
আর্তের ছাত্রের বন্ধু, ছিলে পটু মানুষ গড়িতে
স্নেহবিত্ত চিত্ত দানে ; নব্য বঙ্গে—বিকল ঘড়িতে
বিনি মূলে কল-বল নিত্য তুমি জোগায়েছ কত !

কুড়ায়ে পথের রোগী সংক্রামকে দিলে তুমি প্রাণ,—
তবুও নাস্তিক তুমি !—ও অস্থি নেবে না গোরস্থান !

তাই ছাত্র-পল্লী-তলে বিরাজিছ ছাত্রের দেবতা!
সমাধা—সমাধি সেথা পবিত্র ব্রতের যেথা সুরু!
ছাত্র-পরম্পরা স্মরে পুণ্য তব জীবনের কথা—
মনুষ্যত্ব-ধর্ম্মে পূত—হে নাস্তিক! আস্তিকের গুরু!

আচার্য্য ত্রিবেদী

প্রাচ্যের প্রাচীন বেদ—ত্রয়ী যার নাম
সে তিনে আত্মস্থ করি মনীষা তোমার
হে মনস্বি নহে তৃপ্ত, অন্তর-ক্ষুধার
খাদ্য লাগি অন্বেষণ তব অবিশ্রাম।

প্রতীচ্য-বিজ্ঞান-বেদ নব্য জ্ঞান-ধাম
শিখিলে শিখালে তুমি গূঢ় মর্ম্ম তার,
হে জ্ঞানী ধ্বনিছে তব কণ্ঠে অনিবার
বিজ্ঞানের মহা যজু, প্রজ্ঞানের সাম।

দুর্গমে সুগম করে তোমার প্রতিভা
জিজ্ঞাসা-মশাল জ্বালি চল তুমি আগে,
শিশু জিনি চিত্ত চির-কৌতূহলী কিবা
জ্ঞান-যজ্ঞ-শেষ-টীকা ও ললাটে জাগে।

বাণী-পূজা লাগি তুমি গড় নব বেদী
বিজ্ঞানে প্রজ্ঞানে ধ্যানে বরেণ্য ত্রিবেদী।

হরমুকুট গিরি

(কাশ্মীর)

আঁখি রে ! তোর ঘুচিল ঘোর
টুটিল দুখ — দুখেরি লোর,
ওরে চপল ! হ'লি সফল
একি উজল সমুখে তোর !

একি বিপুল ! একি নিখুঁৎ !
কাড়িল মন এ অদ্‌ভুত !
কোথা পাহাড় জড়োয়া-হার
জটে জড়ায় জবিরই সুৎ !

হরমুকুট ! হরমুকুট !
ভূ-স্বরগের সুমেরু-কূট
গগনে প্রায় ভিড়ায়ে কায়
করিতে চায় তারকা লুট !

বিজুলি থির হ'য়ে নিবিড়
রয়েছে কার বেড়িয়া শির !
হীরা-ফটিক উজলি, দিক
ঘিরেছে কার জটারি নীড় !

হরমুকুট ! হরমুকুট !
জুড়ি' পাহাড় জড়োয়া বুঁট
কী অপরূপ ! ছায়া ও ধূপ
ভজে তোমায় সাঁচা ও ঝুট

হরমুকুট ! হরমুকুট !
শিলা-সুঘট জটা ও জুট !
জটা-টোপর করেছে হর
নদী নিথর হয়েছে ছুট্ !

ধারা জমাট রূপালি ঠাট
কালো-কটার কাঁড়ি বিরাট
ঘিরিয়া—পাক দেছে—অবাক !-
বেঁধেছে জট করিয়া আঁট।

কালো শিলায় ছকিয়া ছক
ঝকিছে হিম—গিরি-ভুজগ,
নিরেট নীর ভাগীরথীর
জটাতে থির শশী অলখ্ !

গিরিরাণীর দু' আঁখি পর
আনো স্বপন ওগো টোপর,
তোরে অজর করিল হর
উমা-মিলন্-স্মিরিতি-ধর।

হরমুকুট ! হরমুকুট !
কত নদীর প্রাণেরি পুট,
কত ধারার চির-আধার
তুমি অশেষ তুমি অটুট !

হর-মুকুট ! হর-মুকুট !
গিরিরাজের দানেরি মুঠ !
কত নীলাব কত লোলাব
আছে তোমার ধ্যানে অফুট।

রিক্তাতিথির অতিথি

পদ্ম যখন ঝরে গেছে সায়র শূন্য ক'রে
জাফ্‌রানে ফুল ফোটেনি একটিও
তখন যারা অতিথ এল তোমার দুয়ার পরে
হায় গো তাদের দিচ্ছ তুমি কি ও?
রিক্তাতিথির অতিথি হায় যারা
শূন্য হাতেই ফিরবে কি গো তারা?

শূন্য হাতে ফিরবে কিগো ফিরবে শূন্য মনে
বিদায় নিয়ে যাবে মলিন হেসে,
হায় গো আশাভঙ্গে ভেঙে পড়বে ক্ষণে ক্ষণে
কেমন ক'রে ফিরবে, বল, দেশে?
কেন ব্যথা দিচ্ছ তুমি প্রাণে
একটি কুসুম ফোটাও না জাফ্‌রানে।

সুফেদ্ তরুর সবুজ তুলি মায়া-কাজল ভ'রে
বুলিয়ে তুমি দাও না ওদের চোখে,
দেখে তোমায় নিক্‌না সবাই এক নিমিষের তরে
বিজন পথে আধেক স্বপ্নালোকে,
দেখুক্ তোমায় দিনে দুই পহরে
বরফ-হরফ লেখা ললাট পরে।

দেখুক তুমি আস্‌ছ নেমে—আস্‌ছ নেমে নেমে
শৈল-শিলায় চরণ রেখে রেখে
ঝঞ্ঝা-তরল ঝরছে ঝিলম পায়ের পাতা ঘেমে
পাষাণ-সোপান ফসল দিয়ে ঢেকে:
ঝর্ণা-ঝোরায় ঝারির ধারা পাতে
ঝরছে তোমার অমৃত্ দিন-রাতে।

চক্ষু সফল হোক দেখে ওই বিনিস্মৃতায় গাঁথা
বলাকা-বকফুলের মালা তব,
স্বর্ণ মেঘে মায়া-মৃগ-চর্ম্ম-আসন পাতা
সন্ধ্যা-দেবীর স্বপ্ন-সমুদ্ভব।
জ্বালিয়ে মশাল তাজা সরল শাখে
দেখুক্ হিয়া তোমায় তারার ফাঁকে।

ওগো অ-ধর! দাও ধরা দাও! নয়ন-মনোহর!
ক্লান্ত পথিক আস্‌ছি পাহাড় ভেঙে,
অন্তরে আজ লাগুক আভা, আনন্দ-সুন্দর!
এর বেশী আর চাইনে তোমার ঠেঞে;
দেখ্‌তে যেন পাই ক্ষণিকের তরে
শ্রীটুক্ তোমার সুপ্ত শ্রীনগরে।

দ্রাক্ষা যখন কুঞ্জ হ'তে ফুরিয়েছে নিঃশেষে
কাকের খাদ্য কাও-দ্রাছে বন ভরা
তখন যারা অতিথ এল তোমার দুয়ার-দেশে
জুড়িয়ে তুমি দাওগো তাদের ত্বরা;
দ্রাক্ষা নাইবা রইল গো একটিও
কটাক্ষে সব সফল ক'রে নিয়ো।

জাফরানের ফুল

ও কি　　ফুট্‌ল গো ফুট্‌ল দিগন্ত ভরি
কারা　　জাগ্‌ল ধূসর ধূলি-শয্যা-পরি !
এ কি !　ভাণ্ডারে হাট ক'রে ধন লোটানো !
এ কি !　চাষ দিয়ে রাশ ক'রে ফুল ফোটানো !

আমি　　চল্‌ব কি, চল্‌লে যে ফুল মাড়াব,
শেষে　　সাধ করে ভুল করে দিক হারাব ;
আঁখি　　রঙ্গে পতঙ্গেরি ধায় পিছনে
নীলে　　ডুব দিয়ে যায় মিলে কোন্ গগনে ।

এ কি　　চঞ্চলতার ডানা বৃন্তে বাঁধা !
এ কি　　মূর্চ্ছনাময় গীতি মৌনে সাধা !
এ কি　　স্নিগ্ধ দীপান্বিতা পাপ্‌ড়ি আলোর ।
এ কি　　নীল নাগিনীর মরি চক্ষেরি লোর !

ও যে　　স্বপ্ন জোগায় তবু ঘুম হরেছে,
ও যে　　ঝিল্লীরই রিম্‌ঝিমি রূপ ধরেছে !
ও যে　　বুকভরা প্রাণভরা নীল নিরমল
ও কি　　অপ্সরী-হস্তেরি রত্ন-ফসল !

ও যে　　জাগ্‌ল পিয়াস নিয়ে জাগ্‌ল, মরি !
তৃষা　　মিট্‌ল শিশির জলে একলা ওরি,
তবু　　নীল হ'ল তৃষ্ণাতে লাল রসনা
বুকে　　বহ্নি-শিখার সনে তপ্ত সোনা !

তবু হর্ষে আপন-হারা মঞ্জু-মধুর
ও যে নিশ্বাসে সিক্ত অনঙ্গ-বধূর,
তারি গন্ধে আনন্দে বিমুগ্ধ মদির
ও যে কস্তুরী কাশ্মীর-স্বর্ণমৃগীর।

ও কি ইন্দ্রেরি অঞ্জলি ইন্দ্রনীলার,
ও কি স্বর্গীয় অর্ঘ্য এ পৃথ্বী-শিলার;
ও কি বুদ্বুদে উদ্ভূত নাগ-সরিতের
ও কি স্বপ্ন-বিভোল্ আঁখি নীল্-লোহিতের!

ও যে মৃত্যু-মদির চির প্রাণ-কণিকা
ধরে সৌরভে বিদ্যুৎ ও ফুল-কলিকা,
ও যে অপ্সরী নয় মরি' চিত্তহরি,
রাণী জাফ্রাণী সুন্দরী পুষ্প-পরী।

তাতারসির গান

(বাউলের সুর)

রসের ভিয়ান্ চড়িয়েছে রে নতুন বা'নেতে;
তাতারসির মাতানো বাস উঠেছে মেতে।
মাটির খুরি, পাথর-বাটি
কি নারকেলের আধ্-মালাটি,
বাঁশের চুঙি পাতার ঠুঙি আনরে ধর্ পেতে!
রসের ভিয়ান আজকে সুরু নতুন বা'নেতে।

জিরেন্ কাটে যে রসখানি জিরিয়ে কেটেছে,
টাট্‌কা রসের সঙ্গে সে ভাই কেমন খেটেছে,
শুক্‌নো পাতার জ্বাল জ্বলেছে,
কাঁচা সোনার রঙ ফলেছে,
বোল্ বলেছে ফুটন্ত রস গন্ধ বেঁটেছে।
জিরেন্ কাটে রসের ধারা জিরিয়ে কেটেছে।

রসের খোলা খাপ্‌রা-রাঙা ভাপ্‌রা লাগে গায়,
কেউ কি তবু সরবে ?—বরং এগিয়ে যেতেই চায়
নড়বে না কেউ জায়গা ছেড়ে,
রসের ফেনা উঠছে বেড়ে,
লম্বা তাড়ুর তাড়ার চোটে টপ্‌চে ফেটে যায়,
রসের ধোঁয়ায় ঘাম দিয়েছে লম্বা তাড়ুর গায়।

মিঠার মিঠা! তাতারসি? তুমি কি মিষ্টি!
বিধাতার এই সৃষ্টি-মাঝে বাঙালীর সৃষ্টি
প্রথম শীতের রোদের মত
তপ্ত যত মিষ্টি তত,
মিতা তুমি পদ্ম-মধুর,—অমৃত-বৃষ্টি!
লোভের জিনিস! তাতারসি! তুমি কি মিষ্টি!

রসের ভিয়ান্ বার ক'রে ভাই গুড় করেছে কে?
—গুড় করেছে গৌড়-বঙ্গ বনের গাছ থেকে;
গুড়ের জনম-ঠাঁই এ বলে
জগৎ এরে গৌড় বলে,
মিষ্টি রসের সৃষ্টি মানুষ এই দেশে শেখে;
রসের ভিয়ান্ বার করেছি আমরা মন থেকে।

গুড় করেছে গৌড়-বঙ্গ—আদিম সভ্য দেশ,
'গৌড়ী' গুড়ের ছিল রে ভাই আদরের একশেষ ;
সেই গুড়েতেই মিশ্রী ক'রে
ধন্য হ'ল মিশর,—ওরে !
সেই গুড়েতেই করলে চীনি চীন সে অবশেষ,
মিষ্টি রসের সৃষ্টি প্রথম করেছে মোর দেশ।

রসের ভিয়ান বার করেছি আমরা বাঙালী,
রস তাতিয়ে তাতারসি, নলেন পাটালি।
রসের ভিয়ান হেথায় সুরু
মধুর রসের আমরা গুরু,
(আজ) তাতারসির জন্মদিনে ভাবছি তাই খালি
আমরা আদিম সভ্য জাতি আমরা বাঙালী।

তাতারসির আমোদ নিয়ে আমরা এলাম, ভাই !
মৌমাছিদের চাক্ না ভেঙে আমরা মধু পাই।
বছর বছর নতুন বা'নে
নতুন তাতারসির গানে,
আমরা গৌড়-বাংলা দেশের যশের গাথা গাই ;
তাতারসির খবর নিয়ে আমরা এলাম ভাই।

বইছে হাওয়া তাতারসির সুগন্ধ মেখে,
ক্ষেতের যে ধান পায়স-গন্ধ হ'ল তাই থেকে।
মৌমাছিরা ভুল ক'রে ভাই
গন্ধে মেতে ছুট্‌ল সবাই ;
উঠ্‌ল মেতে দেশের ছেলে প্রথম রস চেখে,
মোণ্ডা-মিঠাই রুচল না আজ রসের রূপ দেখে।

৺গোখ্‌লে

চলে গেল স্বদেশ-ভক্ত ভারত-সেবক
নিবে গেল অধ্যাপনার পুণ্য পাবক ;
নাই রে আজি শিক্ষা-সামের উদ্গাতা সে,
বিদ্যা-ঋণের মূর্ত্ত স্বীকার লীন বাতাসে ;
নিব্‌ল হঠাৎ তিরিশ কোটির আশার জ্যোতি
মরণ-হত সরস্বতীর এক্‌-সারথী।

*　　　　*　　　　•

মিট্‌ল না রে মিট্‌ল না হায় তিরিশ কোটির জ্ঞানের তৃষা,
সরস্বতীর ক্ষীণধারাটিই মরুক মাঝে হারায় দিশা ;
কর্ম্মী গেল স্বর্গে চ'লে, কে নেবে আজ তার ব্রত ?
তিরিশ কোটির জ্ঞানের ক্ষুধায় কার কাঁদে প্রাণ তার মত ?
থাক্‌তে-চক্ষু-কাণাদের এই দুঃখ দারুণ বুঝ্‌বে কে ?
লাট সাহেবের সঙ্গে তেমন যুক্তিবলে বুঝ্‌বে কে ?
ভাব-সাধনা করবে কে গো তুষ্ট রবে অল্পেতে,
থাক্‌তে 'ইল্‌ম্‌' বস্‌বে না কে পয়সা-গেলা কল পেতে,
চাঁদি চাঁদামাছের লোভে টঙ্ক-জেলে নয় কে হায়,
লাটের প্রতিমল্ল হ'য়ে থাক্‌বে খুসী ষাট টাকায় ?

*　　　　*　　　　*

দাঁড়াও ! দাঁড়াও ! স্বেচ্ছা-সেবক ! ডাক্‌ছে স্বদেশ-মাতৃকা,
উজল ভালে কই গো তুমি পরলে যজ্ঞ-শেষ-টীকা ?
অপূর্ণ যে রইল ব্রত, দাঁড়াও ওগো দাঁড়াও খানিক,
আশা শুধু জাগিয়ে দিলে, কই দিলে সে পরশ-মাণিক ?

জাগিয়ে দিয়ে কাঁদিয়ে গেলে লক্ষকোটি নিরক্ষরে,
দাও গো শিক্ষা জ্ঞানের দীক্ষা জ্বাল প্রদীপ আঁধার ঘরে :
অজ্ঞতার এই অন্ধলোকে আনো তোমার জ্ঞানাঞ্জন
লক্ষকোটির সূর্য্য জাগো ! এই কি তোমার যাবার ক্ষণ ?

* * *

নিরক্ষরের দুঃখ কি যে ভুল্‌ছ কি তা' ভুল্‌ছ তবে,
সবাই ওদের দাবিয়ে রাখে, নাবিয়ে রাখে অগৌরবে,
ঠকিয়ে ওদের খায় পুরুতে, ডুবিয়ে রাখে কুসংস্কারে,
রোজা ও ভূত ঘাড় ভাঙে হায়, মারী প্রথম ওদের মারে,
অন্নাভাবে শুকায় ওরা জমীদারের গোষ্ঠী পুষে,
সাত পসুরি ধার নিয়ে হায় শুধ্‌তে নারে সাতপুরুষে,—
হিসাব কিতাব বুঝ্‌তে নারে, মহাজনের মিথ্যা খতে
নিত্য ঢেরা-সই দিয়ে যে বিকিয়ে গেল, বস্‌ল পথে,
আড়কাঠি ছ্যায় ওদের চালান, ফাঁড়িদারেও বেগার ধরে,
দাব্‌ড়ি-ভোতা ক্যাব্‌লা হাকিম ওদের পরেই জুলুম করে :
এম্‌নি ধাবা হাজার জুলুম সইছে যত নিরক্ষর
বেঁচে ম'রে চোখের জলে ভিজিয়ে মাটি নিরন্তর ;
হজম ক'রে শতেক দুঃখ হজম ক'রে অত্যাচার।
লুপ্ত হ'য়ে যাচ্ছে ওরা—আশা ওদের নাই বাঁচার।
চাপে পড়ে যাচ্ছে মারা—চাপ্‌ছে গলা সাত চোরে
বেঁধে ওদের মারছে ভাতে ভদ্রবেশী জোচ্চোরে।

* * *

ওদের মাথায় নিজের নিজের কাঁঠাল ভেঙে সবাই খান,
সবাই ওদের চিরটা কাল চাকর ক'রে রাখতে চান,
জানেন না যে অম্‌নি ক'রেই ডুবেছে আর ডুবছে দেশ
জাত-চাকরের চাষ যে-দেশে সেথায় সবাই নফর শেষ,

গোলাম হ'তে নাই দেরী তার সেলাম-ক্ষুধা যার প্রাণে
অম্‌নি ক'রেই চাক্‌লা ভারত পরিণত চাক্‌রাণে,
অম্‌নি ক'রেই আন্‌ছি ডেকে নিজের নিজের দুর্গতি,
সত্যি কপাল পাথর-চাপা—পাথর মোদের দুর্ম্মতি।

*   *   *

কলম-ঠেলা চাকর মোরা চাক্‌রী-জীবী ভদ্রলোক
মোদের কতক—চায় না নাকি নিরক্ষরের খুলতে চোখ্‌!
এরা তোমার উল্টো সুরে পাল্টা জবাব গাইছে খুব,
বুঝ্‌ছে না হায় গোবর-মেখে কেমন পাঁকে দিচ্ছে ডুব;
বল্‌ছে এরা "চাষার আবার লেখাপড়ার কী দরকার?
চাকর পাওয়া ভার হবে যে,—একি বিষম অত্যাচার!
ছোট লোকেব স্পর্দ্ধা হবে!"—বল্‌ছে এরা! হায় রে হায়,
পোষাক-পরা চাকরগুলো চাকর আবার রাখ্‌তে চায়!
বায়না নেছে চাকরগুলো চাকর ওদের চাইই চাই,
ধৃষ্টতা আর বল্‌ছ কারে?—এমনটি আর নাই গো নাই।
হায় পূজারী, সাজানো ওই প্রদীপ তোমার জ্বল্‌ছে না,
দাসের দেশে জন্ম এদের—দাস বিনা আর চল্‌ছে না।

*   *   *

মর্ম্মে মরে গেলে তুমি— মৃত্যুরে তাই ডাক্‌লে কি?
শিক্ষিতদের কাণ্ড দেখে মৃত্যুতে মুখ ঢাক্‌লে কি?
ফিরে এস, ফিরে এস! ডাক্‌ছে ভারতবর্ষ গো
তিরিশ কোটি চাইছে তোমার চোখফোটানো স্পর্শ গো;
আঁধারে দীপ সাজিয়ে রেখে চলে গেলে চল্‌বে না
তুমি স্বয়ং না জ্বাল্‌লে, হায়, হয় তো ও আর জ্বল্‌বে না।

*   *   *

ফিরে এস ! ডাক্‌ছি তোমায়, হায় গো,
কর্ম্মী ওগো ! দেশ যে তোমায় চায় গো ;
ফিরে এস মিষ্টারূপে চিত্তে
জাগাও তুমি যতেক "ভারত-ভৃত্যে"
দাও সবে ফের দাও গো তোমার তিমির-হরণ দীক্ষা,
প্রাণের ব্রত হোক আমাদের তিরিশ কোটির শিক্ষা।

বৈকালী

(১)

অকুল আকাশে
অগাধ আলোক হাসে,
আমারি নয়নে
সন্ধ্যা ঘনায়ে আসে !
পরাণ ভরিছে ত্রাসে।

(২)

নিষ্প্রভ আঁখি
নিখিলে নিরখে কালি,
মন রে আমার
সাজা তুই বৈকালী,—
সন্ধ্যামণির ডালি।

(৩)

দিনে দু'পহরে
সৃষ্টি যেতেছে মূছি ;
দৃষ্টির সাথে
অশ্রু কি যায় ঘুচি' ?
হায় গো কাহারে পুছি !

(৪)

একা একা আছি
রুধিয়া জানালা দ্বার,—
কাজের মানুষ
সবাই যে দুনিয়ার,—
সঙ্গ কে দিবে আর ?

(৫)

স্মরি একা একা
পুরাণো দিনের কথা
কত হারা হাসি
কত সুখ কত ব্যথা
বুক-ভরা ব্যাকুলতা।

(৬)

দিনেক দু'দিনে
মোহনিয়া হ'ল বুড়া !
অভ্রের ছবি
ছুঁতে ছুঁতে হ'ল গুঁড়া
ডাঁটা-সার শিখী-চূড়া।

(৭)

স্মৃতি-যাদুঘরে
যতগুলি ছিল দ্বার
উঘারি উঘারি
দেখিনু বারংবার,
ভাল নাহি লাগে আর।

(৮)

দিন কত পরে
পুরাণো না দিল রস,
শুকায়ে উঠিনু,—
শূন্য সুধা-কলস
চিত্ত না মানে বশ!

(৯)

চিত্ত না মানে
বুক-ভরা হাহাকার
মৃত্যু-অধিক
নিবিড় অন্ধকার
সম্মুখে যে আমার!

(১০)

ফাগুনের দিনে
এ কি গো শ্রাবণী মসী
বিনা মেঘে বুঝি
বজ্র পড়িবে খসি,
নিরালায় নিঃশ্বসি।

(১১)

সহসা আঁধারে
পেলাম পরশ কার ?
কে এলে দোসর
দুঃখে করিতে পার !
ঘুচাতে অন্ধকার !

(১২)

কার এ মধুর
পরশ সান্ত্বনার ?
এতদিন যারে
করেছি অস্বীকার !—
আত্মীয় আত্মার !

(১৩)

এলে কি গো তুমি
এলে কি আমার চিতে ?
পূজা যে করেনি
বৈকালি তার নিতে ?
এলে কি গো এ নিভৃতে ?

(১৪)

দুঃখ-মথিত
চিত্ত-সাগর-জলে
আমার চিন্তা-
মণির-জ্যোতি কি জ্বলে !
অতল অশ্রু-তলে !

(১৫)

দুঃখ-সাগর
মন্থন-করা মণি
অভয়-শরণ
এসেছ চিন্তামণি
জনম ধন্য গণি

(১৬

বাহিরে তিমির
ঘনাক এখন্ তবে
আজ হ'তে তুমি
রবে মোর প্রাণে রবে,—
হবে গো দোসর হবে।

(১৭)

বাহিরে যা' খুসী
হোক্ গো অতঃপর
মনের ভুবনে
তুমি ভুবনেশ্বর
নির্ভয়-নির্ভর।

(১৮)

এমনি যদি গো
কাছে কাছে তুমি থাক
অভয় হস্ত
মস্তকে যদি রাখ
কিছু আমি ভাবিনাক।

(১৯)

আঁখি নিয়ে যদি
ফুটাও মনের আঁখি
তাই হোক ওগো
কিছুই রেখনা বাকী,
উদ্বেল চিতে ডাকি।

(২০)

দুটি হাত দিয়ে
ঢাক যদি দু'নয়ন,
তবুও তোমায়
চিনে নেবে মোর মন,
জীবন-সাধন-ধন !

(২১)

পদ্মের মত
নয় গো এ আঁখি নয়
তবু যদি নাও
নিতে যদি সাধ হয়
দিতে করিব না ভয়।

(২২)

আজ আমি জানি
দিয়েও সে হব ধনী—
চোখের বদলে
পাব চক্ষের মণি
দৃষ্টি চিরন্তনী।

(২৩)

জয় ! জয় ! জয়
তব জয় প্রেমময়
তোমার অভয়
হোক প্রাণে অক্ষয়
জয় ! জয় ! তব জয়

(২৪)

প্রাণের তরাস
নরে যেন নিঃশেষে,
দাঁড়াও চিত্তে
মৃত্যু-হরণ বেশে,
দাঁড়াও মধুর হেসে ।

(২৫)

আমি ভুলে যাই
তুমি ভোলো নাকো কভু,
করুণা-নিরাশ-
জনে কৃপা কর তবু
জয় ! জয় ! জয় প্রভু !

চিন্তামণি

(গান)

(আমি)　　ধন্য হলাম ! ধন্য হলাম !
　　হলাম ধনী !
(আমি)　　বলছি তোমার দুঃখকে আর দুখ না গণি
(তোমার)　　দুঃখ যে মোর সকল হ'রে
(ওগো)　　হঠাৎ দেছে সুধায় ভ'রে
(আমার)　　চিত্ত-সাগর মথন ক'রে
　　মিলিয়ে দেছে—
(তোমায়)　　মিলিয়ে দেছে চিন্তা-মণি !

আবির্ভাব

আমার এই　　পরাণ-পাথার মথন ক'রে
ওগো　　কে জেগেছ ! কে উঠেছ !
এই　　মনের কালির কালিদহে
রাঙা　　কমল হ'য়ে কে ফুটেছ !
　　আমার হিয়ার অন্ধকারে
　　পথ যে পিছল অশ্রুধারে
ওগো　　এই পিছলে এই আঁধারে
মরি !　　বন্ধু আমার কে জুটেছ !
আমার　　মৃত্যু-গহন এই নিভৃত
　　আসবে যে কেউ স্বপ্নাতীত
ও কে　　অনাহূত—অনাদৃত—
আহা　　আপ্‌নি এসে ভয় টুটেছে !

ওগো সোনার কাঠি কে ছোঁয়ালে
আমার আঁধার রাতি কে পোহালে
মরি কঠিন হিয়া কে নোয়ালে
আমার মনের মরম কে লুটেছ !
এই ছন্ন আঁখির দৃষ্টিপথে
ফুট্‌ল মাণিক কার আলোতে
আহা একলা হিয়ার দোসর হ'তে
মরি নিত্যকালে কে ছুটেছ !
ওগো রাত্রি দিনে কে ছুটেছ !
জ্বেলে তপন তারা কে ছুটেছে ।

গান

(যদি) ডেকেছ—টেনেছ চরণে কৃপায়
(প্রভু) আর তবে কোরো না হে দূর,
(আমি) অশরণ, বিসরণ থেক না আমায়
শরণাগত আমি যে আতুর ।
চপলে কর পায়ে থির
দুরাশা হর এ হৃদির
দুর্গতি-গহন-তিমির
(ওগো) নিবায়ো না আলো-অঙ্কুর
(এই) কণ্ঠে তোমারি দাও নাম—অবিরাম
(এই) চিত্তে ও প্রেম প্রাণারাম—প্রেমধাম !
পরাণে দাও প্রভু শান্তি
নয়নে শান্তির কান্তি
অন্তরে দাও তব সুধা
দাও ওগো চির-সুমধুর !

উপরাগে

(গান)

(আহা) কই গো ধ্রুব অভয় শরণ ?—
কই গো অসংশয় ?
মুছল না যে আঁখির ধারা
ঘুচ্‌ল না মোর ভয়।
হায় গো আমি সুধাই কারে
কে আমারে বল্‌তে পারে
(যে চোখ্‌) দৃষ্টি-কাণা হয় গো সে কি
কান্না-কাণা হয় ?

গান

ঊর্দ্ধে—গগনে—জাগেরে তারা !—
ধ্রুবতারা !
(কেন) কাঁদো তরঙ্গ হেরিয়ে ওরে
দিশাহারা !
নৌকা ফিরা রে
তিমির-বিথারে
(কেন) বিহ্বল চঞ্চল পাগল পারা ?
আঁখিধারা মোছো রে মোছো রে দু'আঁখি,
অযাচিত করুণা হের অনুরাগী,
অপলক চক্ষে
হের ধ্রুবলক্ষ্যে,
(কর) সকল সংশয় আজি সারা।

সন্ধ্যামণি

মণি আমার সন্ধ্যামণি !
দিনের আলোর শেষ-দুলালী ! দিস্‌নে নিশায় ডুব এখনি,
সন্ধ্যামণি !
ফুট্‌লি রে তুই ফুরিয়ে বেলা
সাঙ্গ যখন রঙের মেলা
অস্ত-রবির রক্ত-রাঙা অশ্রু-বিন্দু তোমায় গণি
সন্ধ্যামণি !

তিমির-জলে শেষ তৃণ তুই হেমবরণী !
চারদিকে তোর খাদ আঁধারের অঙ্গারেরি অতল খনি
সন্ধ্যামণি !
ভ্রমর ডানা গুটিয়েছে তার,
দেখ্‌তে ওরূপ আস্‌বে কে আর ?
অজগরে অঙ্গ মুহু জড়ায় তোমার, রন্ধ্রে শনি,
সন্ধ্যামণি !

"না গো আমি ডুবব না গো ভাবনা নাই,
আঁধার আমার ভ্রমর হ'য়ে আস্‌ছে, চেয়ে দেখ্‌ছি তাই,
ভাব্‌না নাই !
অস্ত-পথে দীপ দেখিয়ে
ললাট আলোর পায় ঠেকিয়ে
সফল হ'ল অরুণ আমার তরুণ হিয়া, আর কি চাই,
ভাবনা নাই ।"

ভূমিষ্ঠ প্রণাম

—কার কাছে তুই অমন ক'রে নোয়ালি মাথা !
—নয় সে গুরু, নয় সে পিতা, নয় সে তো মাতা !
নয় সে রাজা, নয় সে প্রভু,
দিগ্বিজয়ী নয় সে কভু,
পরাজয়ের ধূলায় ও যে তার আসন পাতা !

নয় সে স্বদেশ, সমাজ সে নয় নয় রে,
নয় সে বজ্র, নয় সে ভীষণ ভয় রে,
নয় সে সূর্য্য নয় সে আকাশ,
নয় সে গোপন, নয় সে প্রকাশ,
সত্য-স্বপন ব্যক্ত-গোপন তার মাঝে গাঁথা !

মহাসরস্বতী

বিশ্ব-মহাপদ্ম-লীনা ! চিন্তময়ী ! অয়ি জ্যোতিষ্মতী !
মহীয়সী মহাসরস্বতী !
শক্তির বিভূতি তুমি, তুমি মহাশক্তি-সমুদ্ভবা ;
সপ্ত-স্বর্গ-বিহারিণী ! অন্ধকারে তুমি ঊষা-প্রভা।
সূর্য্যে-সুপ্ত ভর্গদেব মগ্ন সদা তোমারি স্বপনে ;
সবিতৃ-সম্ভবা দেবী সাবিত্রী সে আনন্দিত মনে
বন্দে ও চরণে।
ছিন্ন-মেঘ অম্বরের নিষ্কল চন্দ্রমা
তুমি নিরুপমা।

উদ্ভাসিছে সত্যলোক নির্ণিমেষ ও তব নয়ন ;
তপোলোক করিছে চয়ন
নক্ষত্র-নূপুর-চ্যুত জ্যোতির্ম্ময় পদরেণু তব ;
জনলোকে তোমারি সে জনম-কল্পনা নব নব
পুরাতনে নবীয়ান ;—নব নব সৃষ্টির উন্মেষ !
মহীয়ান মহলোক লভি তব মানস-উদ্দেশ—
ব্যাপ্ত-পরিবেষ।
স্বর্গলোকে স্বেচ্ছা-সুখে জাগ' তুমি গীতে
দেবতার চিতে।

ভূলোকে ভ্রমর-গর্ভ শুভ্র-নীল পদ্ম-বিভূষণা ;
হংসারূঢ়া—ময়ূর-আসনা !
তুমি মহাকাব্য-ধাত্রী ! মহাকবিকুলের জননী !
কখনো বাজাও বীণা, কভু দেবী ! কর শঙ্খধ্বনি,—
উচ্চকিয়া উদ্দীপিয়া : চক্র-শূল ধর ধনুর্ব্বাণ ;
হল-বাহী কৃষকের ধরি হল কভু গাহ গান,—
পুলকি' পরাণ !—
সর্ব্ব-বিদ্যা-বার্ত্তা-বিধি দেখিতে দেখিতে
গড়ি' উঠে গীতে !

মহাসঙ্গীতের রূপে গড়ি' উঠে নিত্য অপরূপ
মানবের পূর্ণ বিশ্বরূপ,—
তোমারি প্রসাদে দেবী ! তুমি যবে হও আবির্ভাব
তখনি তো লক্ষ্য-লাভ—তখনি তো মহালক্ষ্মী লাভ।

দীপকের উদ্দীপনা নিয়ন্ত্রিত করি' রুদ্র তালে
জাগো তুমি স্বতন্তরা! রক্ত-রশ্মি রুষ্ট তারা ভালে
যুগ-সন্ধ্যা-কালে।
কভু ও ললাটে শোভে শুভ্র শুকতারা
পুণ্য-পুঞ্জী-পারা।

দেবাসুর-দ্বন্দ্বে দেব! সদ্যোজাত বজ্রের গর্জ্জনে
তব সাড়া পেয়েছি গগনে।
সিন্ধু হতে বিন্দু ওঠে বাষ্পরূপে বিদ্যুত-সম্বল,—
বিন্দু-বিসর্গের দিনে তুমি তারে কর গো প্রবল।
তুমি কর অকুণ্ঠিত ভার্গবের ভীষণ কুঠার;
গোত্রমাতা মুদ্গলানী ঋগ্বেদ বাখানে বীর্য্য যার,—
ইষ্ট তুমি তার।
সূর্য্যে রাখি' যন্ত্র 'পরে ছেদিল যে জ্যোতি,—
তুমি তার মতি।

পার্থে তুমি স্পর্দ্ধা দিলে একাকী যুঝিতে মল্ল রণে
ধ্বংসরূপী মহেশের সনে।
তুমি কৌশিকের তপ, দেবী! তুমি ত্রিবিদ্যা-রূপিণী;
ঊষরে উর্ব্বর কর, জন্ম-মৃত্যু-রহস্য-গুর্ব্বিণী!
অগস্ত্যের যাত্রা-পথে তুমি ছিলে বর্ত্তি নির্নিমেষ
তুমি দুর্গমের-স্পৃহা—দুরূহ, দুস্তর, দুষ্প্রবেশ
সিদ্ধির উদ্দেশ;
'অস্তি' নহ, 'প্রাপ্তি' নহ, তুমি স্বর্ণকোষ—
দৈবী অসন্তোষ।

রুদ্রের-দুহিতা দেবী ! কর মোর চিত্তে অধিষ্ঠান,
সর্ব্ব কুণ্ঠা হোক্ অবসান।
বিদ্যুতেরে দূতী করি' দ্বিধা ভিন্ন করিয়া দ্যুলোক
এস দ্রুত কবি-চিত্তে ; দিকে দিকে নির্ঘোষিত হোক্
তব আগমন-বার্ত্তা ; কণ্ঠে মোর দাও মহাগান ;
হে জয়ন্তী ! গাহ 'জয়'—বৈজয়ন্তী উড়াও নিশান
উদ্ভাসি' বিমান।
সর্ব্ব চেষ্টা সর্ব্ব ইচ্ছা গাঁথ ঐক্য-সুরে
সুপ্ত চিত্তপুরে।

দুর্লভের গূঢ়-তৃষা দীপ্ত রাখ প্রাণের জল্পনা,
অয়ি দেবী মহতী কল্পনা !
নক্ষত্র-অক্ষরে লেখ 'ক্ষত ত্রাণ' 'ক্ষতি অবসান' ;
বন্দী মোচনের হর্ষে তিন লোক হোক্ স্পন্দমান।
দুর্গমের দুঃখ হর,'—জগতের জড়ত্বের নাশ
কর তুমি মহাবাণী ! হোক্ বিশ্বে পূর্ণ পরকাশ
দীপ্ত তব হাস।
সিদ্ধির প্রসূতি তুমি ঋদ্ধি আরাধিতা !
হে অপরাজিতা।

লক্ষ কোটি চিত্তে প্রাণে অলক্ষিতে বিহর' আপনি
বুলাইয়া দাও স্পর্শমণি।
সমুদ্র মূর্চ্ছনা আর হিমাদ্রি 'অচল ঠাট' যার
হে মহাভারতী দেবী ! গাহ সেই সঙ্গীত তোমার ;

এস গো সত্যের উষা ! অসত্যের প্রলয়-প্রদোষ !
বীণাধ্বনি-ঘণ্টারোলে যুক্ত হোক্ মূর্ত্ত রুদ্র-রোষ
শঙ্খের নির্ঘোষ ;
পুণ্যে কর মৃত্যুজয়ী—পাপে ছন্নমতি ;
মহাসরস্বতী !

.এস বিশ্ব-আরাধিতা ! বিশ্বজিত যজ্ঞে মন্ত্র তুমি,—
মনঃকুণ্ড উঠিছে প্রধূমি'।
এস ভব্য-অনুকূলা ! হব্যদাতা আহ্বানে তোমারে
রাক্ষস-সত্রের অগ্নি বৰ্জ্জিল যে হিমালয় পারে।
ভেদ-দণ্ড তুমি পাপে, পুণ্যে দেবী ! তুমি দান-সাম ;
রাজ-রাজেশ্বরী বাণী ! চিত্তসুখ ! আত্মার আরাম !
কর পূর্ণকাম।
ব্রহ্ম-ছায়া তুমি অয়ি গায়ত্রী শাশ্বতী !
বিশ্ব-বিম্ববতী !

সমাপ্ত

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বিরচিত

কবি-পরিচয়

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা ১২৮৮ সালের ৩০শে মাঘ, শনিবার কলিকাতার সন্নিহিত নিম্‌তা গ্রামে তাঁহার মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন; এবং বাংলা ১৩২৯ সালের ১০ই আষাঢ় শনিবার কলিকাতায় রাত্রি দু'টায়, চল্লিশ বৎসর পাঁচ মাসের সময় মারা যান। তাঁহার পিতার নাম রজনীনাথ, মাতা মহামায়া দেবী। কবির পিতামহ সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও জ্ঞান-তপস্বী অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়। কবি তাঁহার পিতামহের নিকট হইতে অসাধারণ জ্ঞান-পিপাসা এবং সাহিত্যের রসজ্ঞতা ও সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষমতা লাভ করিয়া অল্প বয়সেই প্রসিদ্ধ কবি বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তিনি বাল্যাবধি বিদ্যানুরাগী ও কবিতা-প্রিয় ছিলেন। তাঁহার মাতুল শ্রীযুক্ত কালীচরণ মিত্র মহাশয়ের দ্বারা সম্পাদিত তৎকালীন প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক 'হিতৈষী' নামক পত্রিকায় কবি সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা প্রথম ছাপা হয়। 'সবিতা' তাঁহার প্রথম কবিতা-পুস্তক। ইংরেজী ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে 'সন্ধিক্ষণ' নামে একটি স্বদেশ-প্রেম-মূলক কবিতা-পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তৎপরে 'বেণু ও বীণা', 'হোমশিখা', 'তীর্থ-সলিল', 'তীর্থরেণু', 'ফুলের ফসল', 'জন্মদুঃখী', 'কুহু ও কেকা', 'রঙ্গমল্লী', 'তুলির লিখন', 'মণিমঞ্জুষা', 'অভ্র-আবীর', 'হসন্তিকা', 'চীনের ধূপ' পর্য্যায়ক্রমে প্রায় প্রতি বৎসরে একখানি করিয়া প্রকাশ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে নানা পত্রিকায় প্রকাশিত অনেকগুলি কবিতা সংগ্রহ করিয়া 'বেলাশেষের গান', 'বিদায়-আরতি', 'ধূপের ধোঁয়ায়' এবং 'কাব্য-সঞ্চয়ন' প্রকাশিত হয়। গদ্য ও পদ্য বহু রচনা এখনও সাময়িক পত্রে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

সত্যেন্দ্রনাথের প্রকৃতি মধুর ও নীরব ছিল। তিনি অল্পভাষী, জিতেন্দ্রিয়, সত্যসন্ধ, স্বদেশপ্রেমী ও সমাজসংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার দানশীলতা ও মাতৃভক্তি, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা এবং বন্ধুবৎসলতা অসাধারণ ছিল।

সত্যেন্দ্রনাথ নানা ভাষায় অভিজ্ঞ এবং নানা বিদ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রচনার মধ্যে ভাষার কারচুপি ও নানা বিদ্যার পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়। ইতিহাসের ও পুরাণের খুঁটিনাটি তথ্য তাঁহার এত জানা ছিল যে তিনি অবলীলাক্রমে তাঁহার রচনার মধ্যে নানা প্রসঙ্গের উল্লেখ ও আভাস গ্রথিত করিয়া দিতে পারিতেন।

আর সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন ছন্দ-সরস্বতী, নানাবিধ ছন্দ-রচনায় ও উদ্‌ভাবনে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথের সাহিত্য-সেবায় একটি নির্ভীক সত্যনিষ্ঠা ছিল। সেই সত্যের অনুরোধে তিনি স্পষ্টবাদী বীর ছিলেন। তাঁহার আদর্শ ছিল বাস্তব ও বিজ্ঞান-সম্মত—সেই আদর্শকে তিনি তাঁহার কবি-হৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতি দ্বারা ভাষায় ও ছন্দে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া ছিলেন। অতি উচ্চ সূক্ষ্ম কল্পনা অথবা অবাস্তব সৌন্দর্য্যের মোহে তিনি এই বাস্তব হইতে কখনো দূরে সরিয়া যান নাই। তিনি তাঁহার ছন্দ-সরস্বতীকে মানবের বাস্তব ইতিহাসের সর্ব্বাঙ্গীন প্রগতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে বন্দনা করিয়াছেন।

সত্যেন্দ্রনাথের সাহিত্য-প্রেরণার আর-একটি দৃঢ় সম্বল ছিল—মাতৃভাষার প্রতি অসীম প্রগাঢ় অনুরাগ। প্রাচীন বাংলা-সাহিত্য ও প্রচলিত ভাষা হইতে আশ্চর্য্য অধ্যবসায়ের সহিত তিনি খাঁটি বাংলা বুলিকে উদ্ধার করিয়া তাহাকে তাঁহার রচনার মধ্যে দিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি সেই বাংলাদেশের নিজস্ব বাগ্‌ধারাকে ও সেই ভাষার ধ্বনিকে অফুরন্ত ছন্দ-ঝঙ্কারে বাজাইয়া তুলিয়া নূতন ছন্দ-বিজ্ঞান সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। এই ভাষা ও ছন্দের সৃষ্টিই তাঁহার কবি-প্রতিভার সর্ব্বাপেক্ষা মৌলিক

কীর্ত্তি। খাঁটি বাংলা ভাষা ও সেই ভাষার ছন্দকে উদ্ধার করিয়া তাহাদের সমৃদ্ধ করিয়া তোলাই যেন তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল।

স্বদেশের প্রতি তাঁহার অসীম মমতা ছিল। বর্ত্তমানের যাহা কিছু অধর্ম্ম ও অসত্য, যাহা কিছু ভীরুতা ও জড়তা, যাহা কিছু ক্ষুদ্রতা ও মূঢ়তা ছিল তাহাকেই কঠিন ধিক্কার দিতে ও বিদ্রূপ করিতে গিয়া তাঁহার বাণী বেদনার জ্বালায় বিষাক্ত হইয়া উঠিত আবার অতীত ও বর্ত্তমানে যাহা কিছু মহান ও সুন্দর, ভবিষ্যতে যাহা কিছু মহান্ ও সুন্দর হইবার সম্ভাবনা দেখিতেন, তাহাই তাঁহার মর্ম্মস্পর্শ করিত, এবং তাঁহার বন্দনা-গানে তিনি আত্মহারা হইয়া পড়িতেন।

কবি সত্যেন্দ্রনাথের স্বদেশের প্রতি দরদ এত প্রবল ও তীক্ষ্ণ ছিল যে তিনি পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাহিনীর অন্তরালে এমন কি প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনা উপলক্ষ্য করিয়াও দেশের অবস্থা দুঃখ দুর্দ্দশা এবং আশা আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইলে ছাড়িতেন না এবং এই প্রকার রচনায় তাঁহার একটি বিশেষ অনন্য-সাধারণ নিপুণতা ছিল। এইরূপে তিনি বহু কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন যাহাদের অন্তরালে কবির হৃদয়-বেদনা অথবা আনন্দ ও আশা প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। দরদী সন্ধানী পাঠক-পাঠিকা একটু অনুধাবন করিলে ইহার পরিচয় পাইবেন।

এমন কবির অকাল তিরোধানে বঙ্গসাহিত্যের যে অপরিমেয় ক্ষতি হইয়াছে তাহা কবি কীট্‌সের অকাল বিয়োগের ন্যায় চিরকাল কাব্য রসিকদের দীর্ঘনিশ্বাস আকর্ষণ করিবে।



কবি সত্যেন্দ্রনাথের রচনা

পুস্তকের নাম		প্রথম প্রকাশিত
বেণু ও বীণা (কাব্য)	...	১৩১৩ সাল
হোমশিখা „	...	১৩১৪ „
তীর্থ-সলিল „	.	১৩১৫ „
তীর্থরেণু „	..	১৩১৭ „
ফুলের ফসল „	..	১৩১৮ „
জন্মদুঃখী (উপন্যাস)		
কুহু ও কেকা (কাব্য)	...	১৩১৯ „
রঙ্গমল্লী (নাট্য কাব্য)	.	১৩১৯ „
তুলির লিখন (কাব্য)	...	১৩২১ „
মণি-মঞ্জুষা „	...	১৩২২ „
অভ্র-আবীর „	...	১৩২২ „
হসন্তিকা „	...	১৩২৩ „
চীনের ধূপ	...	
বেলাশেষের গান (কাব্য)	...	১৩৩০ „
বিদায় আরতি „		১৩৩০ „
ডঙ্কানিশান (উপন্যাস)	.	১৩৩০ „
ধূপের ধোঁয়ায় (নাটিকা)	...	১৩৩৬ ..
কাব্যসঞ্চয়ন	...	
শিশু-কবিতা	...	১৩৫২